তাম্বীহুল গাফেলীন
বা
গাফেলদের জন্য সতর্কতা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
সাহাবাগণ, তাবেয়ীন এবং বুর্যুগানে
দ্বীনের নসিহতপূর্ণ বাণী, আমল
ও তাহাদের ঘটনাবলীর
অপূর্ব সমাহার

মূল
ইমাম ফকীহ আবুল লায়ছ সমরকন্দী
(রহমতুল্লাহি আলাইহি)

অনুবাদ
মাওলানা বশির উদ্দিন

প্রকাশনায়
মোহাম্মদী লাইব্রেরী
চকবাজার, ঢাকা-১২১১

সূচীপত্র

বিষয় — পৃষ্ঠা

সৎকার্যের আদেশ ও অসৎকার্যের নিষেধ

তওবা

মাতাপিতার হক

আত্মীয়তার সম্পর্কের হেফাজত

প্রতিবেশীদের হক

মিথ্যা

গীবত

চুগুলখোরী

হিংসা

অহংকার

ক্রোধ

যবান (জিহ্‌বা)

দ্বিতীয় খন্ড

লোভ-লালসা

দুনিয়া ত্যাগ করা

বিপদাপদে ধৈর্যধারণের ফজীলত

বিষয়	পৃষ্ঠা

পরিবারের লোকদের জন্য ব্যয় করার ফজীলত

ইয়াতীমের প্রতি সদ্ব্যবহার করা

ব্যাভিচার (যিনা) আর ইহার অনিষ্টতা

সুদের নিন্দা

গোনাহ

রহমত ও দয়ামায়া

আল্লাহর ভয়

আল্লাহর যিকির

দোয়া

তসবীহ সমূহ

দরুদ শরীফ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّى عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

সমুদয় প্রশংসা ঐ মহান সত্তার যিনি আমাদেরকে এই বিষয়ে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। যদি তিনি আমাদেরকে পথ প্রদর্শন না করিতেন, তাহা হইলে আমরা অবশ্যই পথ পাইতাম না। রহমত বর্ষিত হউক তদ্বীয় মনোনীত ও নির্বাচিত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁহার পবিত্র পরিবার পরিজন ও সমস্ত সাহাবাগণের উপর। হামদ ও সালাতের পর-

এখলাস (সততা)

রিয়া ছোট-শিরক

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে মানুষ! তোমাদের ব্যাপারে ছোট্র শিরক সম্পর্কে আমার অত্যন্ত ভয় হয়। সাহাবায়ে কেরাম রাদিআল্লাহু আনহুম জিজ্ঞাসা করিলেন, ছোট শিরক আবার কি? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন। "রিয়া"

রিয়াকারদেরকে কিয়ামতের দিন বলা হইবে- যাহাদের উদ্দেশ্যে দুনিয়াতে আমল করিয়াছিলে, যদি তাহাদের নিকট হইতে নেওয়ার মত কিছু থাকে তবে তাহাদের কাছ থেকে স্বীয় আমলের বিনিময় আদায় কর।

রিয়াকারের উপমা

জনৈক প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির উক্তি- রিয়াকার ঐ ব্যক্তির তুল্য, যে স্বীয় থলি পয়সার পরিবর্তে পাথর কণা দ্বারা পরিপূর্ণ করিল। আর ইহাতে মানুষ তাহাকে সম্পদশালী মনে করা ছাড়া সে আর অধিক কোন ফায়দা পাইবে না। কিন্তু থলিওয়ালা এইরূপ থলি দ্বারা কোন প্রয়োজন মিটাইতে পারিবেনা। তদ্রূপ রিয়াকারকেও দর্শক অবশ্যই নেককার ও খোদাভীরু বলিয়া মনে করিবে। কিন্তু আল্লাহর দরবারে তাহার আমল সমূহের বিনিময়ে কিছুই মিলিবে না।

সাতটি বিষয় অপর সাতটি বিষয় ব্যতীত অর্থহীন

এক বুযুর্গের উক্তি- যে ব্যক্তি সাতটি বিষয়ের উপর আমল করে আর অপর সাতটি বিষয়ের উপর আমল করেনা তাহার আমল অর্থহীন। বিষয়গুলি হইলঃ

(১) খোদাভীরুতার দাবী করে, কিন্তু পাপ কার্য থেকে বিরত থাকে না। তাহা হইলে তাহার দাবী মিথ্যা ও অর্থহীন।

(২) আল্লাহর কাছে উত্তম প্রতিদানের আশা রাখে। অথচ নেককাজ করেনা। (যদিও আল্লাহ পাক নেক আমল ছাড়াও উত্তম প্রতিদান দিতে পারেন। কিন্তু তাঁহার সাধারণ নীতি হইল-উত্তম প্রতিদান নেক আমলকারীই পাইবে।)

(৩) নেককাজ করিবার অভিলাষ তো আছে, কিন্তু পাকা পোক্তা নিয়ত নাই।

(৪) মেহনত ব্যতীত দোয়া। (অর্থাৎ যে ব্যক্তি শুধু দোয়া করিয়াই ক্ষান্ত হয়। নেককার হওয়ার জন্য মোটেই চেষ্টা করে না। সে ব্যক্তি বঞ্চিত থাকিবে।)

যে ব্যক্তি চেষ্টা করে সে ব্যক্তিই তাওফীক প্রাপ্ত হয়। আল্লাহ পাক বলেন-

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

অর্থ ঃ যাহারা আমার জন্য পরিশ্রম করে আমি অবশ্যই তাহাদিগকে স্বীয় সঠিক পথ প্রদর্শন করি।

(৫) স্বীয় অপরাধের জন্য লজ্জিত হওয়া ব্যতীত ক্ষমা প্রার্থনা করা। (অর্থাৎ মুখে মুখে তো ক্ষমা প্রার্থনা করে কিন্তু আন্তরিক ভাবে লজ্জিত হয় না। তাহা হইলে এইরূপ ক্ষমা প্রার্থনায় লাভ কি?)

(৬) আত্মসংশোধন ব্যতীত বাহ্যিক ও লোক দেখানো নেককাজ অর্থহীন। (৭) এখলাস ব্যতীত প্রচেষ্টা। **(এখলাস ব্যতীত বহু বড় বড় নেককাজ ও দ্বীনি মেহনত অর্থহীন হইয়া যায়।)**

আমল প্রকাশ হইয়া যাওয়ার ফলে দ্বিগুণ প্রতিদান

কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করিল- আমি অত্যন্ত গোপন ভাবে কোন আমল করি কিন্তু মানুষ তাহা জানিয়া ফেলে। ইহাতে আমি আনন্দ অনুভব করি। তবে কি এইরূপ আমলে সওয়াব মিলিবে? (কেননা বাহ্যিক ভাবে তো ইহা এখলাসের পরিপন্থী)

রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেনঃ দ্বিগুণ সওয়াব পাইবে। এক সওয়াব গোপন করার আর অপর সওয়াব প্রকাশ হইয়া যাওয়ার।

ব্যাখা ঃ গোপনে গোপনে আমল করা এখলাসের নিদর্শন। আর ইহাই উত্তম প্রতিদানের বুনিয়াদ। আমল প্রকাশিত হইয়া যাওয়ার ফলে অন্যান্যদের আমল করার সুযোগ মিলিয়া গেল। সুতরাং নিম্নলিখিত হাদীছের নীতির আলোকে অন্যান্যদের আমলের সওয়াবও সে পাইবে।

এই প্রসঙ্গে সহীহ্ মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে-

مَنْ سَنَّ فِى الْاِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ اَجْرُهَا وَاَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ الخ

(مسلم)

"যে ব্যক্তি ইসলামে কোন উত্তম পদ্ধতির প্রচলন করে সে ইহার সওয়াব পায় এবং তাহার পরে যাহারা তদনুযায়ী আমল করে তাহাদের সওয়াবও সে পায়।" -মুসলিম

কিন্তু স্বীয় আমল মানুষের সামনে প্রকাশ হইয়া যাওয়ার আকাংক্ষা করা বা চেষ্টা করা নিঃসন্দেহে এখলাসের পরিপন্থী।

মুখলিস ব্যক্তি কে?

কোন ব্যক্তি জনৈক বুযুর্গকে জিজ্ঞাসা করিল-মুখলিস ব্যক্তি কে? বুযুর্গ উত্তর দিলেন-মুখলিস ঐ ব্যক্তি, যে স্বীয় সৎকর্ম সমূহকে গোপন রাখে। যেমনি ভাবে সে স্বীয় অসৎ কর্ম সমূহকে গোপন করিয়া রাখে। অতঃপর জিজ্ঞাসা করিল-এখলাসের আলামত কি ? উত্তর দিলেন- অন্যে তাহার প্রশংসা করুক ইহা সে পছন্দ করে না।

আল্লাহর বিশেষ বান্দার পরিচয়

কোন এক ব্যক্তি হযরত যুন্নুন মিসরীকে জিজ্ঞাসা করিল-আল্লাহর প্রিয় খাছ বান্দার পরিচয় কি? তিনি উত্তর দিলেন- আল্লাহর খাছ বান্দার পরিচয় লাভের নিদর্শন চারটি-

(১) আল্লাহর খাছ বান্দা আরাম আয়েশ বর্জন করে।

(২) তাহার কাছে কম বেশী যাহা কিছু আছে, তাহা হইতে একাংশ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে।

(৩) স্বীয় পার্থিব সম্মান ও মর্যাদা ক্ষুন্ন হওয়ার উপর খুশী থাকে।

(৪) কেহ তাহার প্রশংসা করুক বা কেহ তাহাকে তিরস্কার করুক-উভয়ই তাহার দৃষ্টিতে সমান।

রিয়াকার ব্যক্তির আলামত চারটি

(১) লোক চক্ষুর অন্তরালে সৎকাজে অবহেলা করে।
(২) মানুষের সামনে পূর্ণ উদ্যম ও আগ্রহের সাথে আমল করে।
(৩) যে কাজে মানুষ প্রশংসা করে সে কাজ বেশী বেশী করে।
(৪) যে কাজে তাহাকে মন্দ বলা হয় সে কাজ অতি অল্প করে।

তিনটি বিষয় আমলের জন্য দূর্গ স্বরূপ-

(১) এইরূপ বিশ্বাস রাখা যে, আমলের তাওফীক আল্লাহর পক্ষ হইতে হয়। (যাহাতে গর্ব ও অহংকার না জন্মে)

(২) প্রতিটি আমল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা। (যাহাতে প্রবৃত্তির চাহিদা বাধাপ্রাপ্ত হয়)

(৩) আমলের প্রতিদান ও বিনিময় শুধুমাত্র আল্লাহর কাছেই চাওয়া। (যাহাতে অন্তর থেকে রিয়া এবং লোভ দূরীভূত হইয়া যায়)

এখলাস রাখালের নিকট থেকে শিক্ষা কর

জনৈক বুযুর্গ বলেন যে, মানুষের জন্য রাখালের নিকট হইতে আদব এবং এখলাস -এর শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। কেহ জিজ্ঞাসা করিল কিভাবে শিক্ষা গ্রহণ

করিবে? তিনি উত্তর দিলেন, রাখাল যখন ছাগল পালের নিকটে নামায আদায় করে, তখন তাহার আদৌ এই চিন্তা আসেনা যে, ছাগলগুলি আমার প্রশংসা করিবে। অনুরূপভাবে আমলকারীরও উচিত সে যেন (তাহার অন্তরকে) মানুষের প্রশংসা ও তিরস্কারের চাহিদা মুক্ত করিয়া আল্লাহর ইবাদত করে।

আমল কবুল হওয়ার জন্য চারটি শর্ত

প্রতিটি আমল কবুল হওয়ার জন্য চারটি বিষয় অত্যন্ত জরুরী। যথা- (১) ইল্‌ম, (২) নিয়ত, (৩) ধৈর্য, (৪) এখ্‌লাস।

(১) ইল্‌ম ঃ ইল্‌ম ব্যতিরেকে আমল বিশুদ্ধ হওয়া অত্যন্ত কঠিন, বরং অসম্ভব। আর ঐ আমলই কবুল হয়, যাহা সহীহ শুদ্ধ হয়।

(২) নিয়ত ঃ নিয়ত ব্যতীত আমল প্রতিদান প্রাপ্তির যোগ্য হয় না, কোন কোন আমল তো নিয়ত ব্যতীত কবুলই হয় না। এই প্রসঙ্গে হাদীছ শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে-

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

অর্থ ঃ নিয়তানুপাতে আমলের প্রতিদান মিলে।

(৩) ধৈর্য ঃ ধৈর্য এবং স্থিরতার সাথে প্রতিটি আমল করা। অথবা আমল করিতে গিয়া যে অস্থিরতার সম্মুখীন হয়, তাহাতে সন্তুষ্ট চিত্তে ধৈর্য ধারণ করা। (উল্লেখিত শর্তের প্রথম দুইটি আমলের পূর্বে পালনীয়, আর তৃতীয়টি আমলের মধ্যে পালনীয়)

(৪) এখ্‌লাস ঃ এখলাস ব্যতীত কোন আমল কবুল হয় না।

নেককারের পরিচয়

হযরত শাকীক বিন ইব্রাহীম যাহিদকে কেহ জিজ্ঞাসা করিল যে, মানুষ আমাকে নেককার বলে, এখন আমি কিভাবে বুঝিব যে, আমি নেককার না বদকার? তিনি উত্তর দিলেন, তিনটি গুণের দ্বারা বুঝিতে পারিবে-

(১) নিজের আভ্যন্তরীণ অবস্থা বুযুর্গদের কাছে বর্ণনা কর। যদি তাহারা তাহা পছন্দ করেন, তবেই তুমি নেককার অন্যথায় বদকার।

(২) স্বীয় অন্তরের সামনে পার্থিবতা পেশ কর। যদি সে পার্থিবতাকে দূরে ঠেলিয়া দেয় তাহা হইলে তুমি নিজেকে নেককার জানিবে অন্যথায় বদকার জানিবে।

(৩) নিজের সামনে মৃত্যুকে উপস্থিত কর। যদি অন্তর ইহার উপর সন্তুষ্ট থাকে আর আনন্দ পায় তবেই নিজেকে নেককার মনে করিবে, অন্যথায় নহে।

যদি কেহ এই তিনটি গুণ লাভ করিতে পারে, তবে তাহার জন্য উচিত সে যেন আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করে এবং স্বীয় অক্ষমতা প্রকাশ করে। যাহাতে তাহার আমলে রিয়ার সঞ্চার না হয়। আর রিয়া সমস্ত আমলকেই ধ্বংস করিয়া দেয়।

তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কথা

কোন এক বুযুর্গ কাহারো নিকট চিঠি লেখার সময় তিনটি কথা অবশ্যই লিখিতেন-

(১) যে ব্যক্তি আখেরাতের উদ্দেশ্যে আমল করে, আল্লাহ পাক তাহার দুনিয়াবী কাজ সমাধা করিয়া দেন।

(২) যে ব্যক্তি নিজের এবং আল্লাহর মধ্যকার সম্পর্ক ঠিক করিয়া লয়। (অর্থাৎ আল্লাহর সাথে তাহার সম্পর্ক এখলাস পূর্ণ) তাহা হইলে আল্লাহ পাক তাহার এবং মানুষের মধ্যকার সম্পর্কও ঠিক করিয়া দেন।

(৩) যে ব্যক্তি স্বীয় আভ্যন্তরীণ অবস্থা ঠিক করিয়া লয় আল্লাহ তাহার বাহ্যিক অবস্থা ঠিক করিয়া দেন।

তিনটি বিষয় ধ্বংসের কারণ

যখন আল্লাহ পাক কোন বান্দাকে ধ্বংস করিতে ইচ্ছা করেন, তখন তাহার মধ্যে তিনটি অবস্থার সৃষ্টি করেন। যেমন-

(১) তাহাকে ইল্‌ম দান করেন, কিন্তু তদনুযায়ী আমলের তাওফীক প্রদান করেন না।

(২) নেককারদের সংস্পর্শে থাকার সুযোগ দান করেন, কিন্তু তাহাদের মর্যাদা অনুধাবন শক্তি এবং তাহাদের সম্মান অন্তর থেকে ছিনাইয়া নেন।

(৩) নেক কাজ করার সুযোগ দেন কিন্তু এখলাস থেকে বঞ্চিত রাখেন। আর ইহা বদনিয়ত এবং আত্মার অপবিত্রতার ফলেই হইয়া থাকে। অন্যথায় যদি নিয়ত ঠিক হয়, তাহা হইলে ইল্‌ম থেকে ফায়দা এবং আমলের মধ্যে এখলাস ও বুযুর্গের মর্যাদা ও সম্মানের অনুধাবন অবশ্যই হইবে।

রিয়াকারের চারটি নাম

কোন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করিল, কিয়ামতের দিন কোন্ কর্মের কারণে মুক্তি মিলিবে? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেনঃ আল্লাহর সাথে ধোকাবাজি করিও না। সে পুনরায় আরয করিল, আল্লাহর সাথে ধোকাবাজি করার অর্থ কি? অতঃপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেনঃ আল্লাহর নির্দেশ শুধুমাত্র তাঁহারই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পালন কর, অন্যের উদ্দেশ্যে নয়।

আল্লাহ ছাড়া অন্য কাহারো উদ্দেশ্যে আমল করার নামই আল্লাহর সাথে ধোকাবাজি করা। (আরো বলিলেন) রিয়া থেকে বাঁচিয়া থাক। কেননা রিয়া তো শিরক। রিয়াকারকে কিয়ামতের দিন চারটি নামে ডাকা হইবে, যথা-

(১) হে কাফির! (২) হে ফাজির (পাপী)! (৩) হে গাফের (ধোকাবাজ)! (৪) হে খাছের!

আর বলা হইবে- তোর আমল তো বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। তোর প্রতিদান তো বাতিল হইয়া গিয়াছে। আজ তোর উপকার আসতে পারে এমন কোন কিছু নাই। হে ধোকাবাজ ! তোর আমলের বিনিময় তাহার কাছ থেকে আদায় কর, যাহার উদ্দেশ্যে তুই আমল করিয়াছিলে । এই হাদীসের বর্ণনাকারী (সাহাবী) আল্লাহর শপথ করিয়া বলেন যে, এই কথা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছ থেকেই শুনিয়াছি। জনৈক ব্যক্তি কতইনা সুন্দর বলিয়াছেন- "নেককাজ করা অপেক্ষা উহার হেফাজত ও সংরক্ষণ অধিকতর কঠিন।"

নেক আমলের দৃষ্টান্ত

আবু বকর ওয়াছেতী রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, নেক আমল কাঁচ সদৃশ। কাঁচ সামান্যতম অসতর্কতার কারণেই ভাঙ্গিয়া যায় কিন্তু দ্বিতীয়বার জোড়া দেওয়া যায় না। তদ্রুপ নেক আমলও রিয়া এবং আত্মগর্ব দ্বারা বিনষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং তাহা প্রতিদানের যোগ্য থাকে না।

উপদেশ ঃ আমলের মধ্যে রিয়ার আশংকা জন্মিলে যথাসাধ্য উহাকে দূর করিবার চেস্টা করিবে। কিন্তু চেষ্টা করা সত্বেও যদি রিয়া দূর না হয়, তাহা হইলেও কিন্তু আমল ছাড়িবে না বরং আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকিবে। হয়তবা আল্লাহ পাক অন্য আমলে এখ্‌লাস দান করিবেন।

একটি ঘটনা ঃ জনৈক ব্যক্তি মুসাফির খানা নির্মাণ করিল। কিন্তু তাহা কবুল হইবে কিনা এই সম্বন্ধে তাহার অন্তরে সন্দেহ ছিল। অর্থাৎ স্বীয় এখলাসে সন্দেহ ছিল। অন্য একজন লোক তাহাকে স্বপ্ন যোগে বলিল, মনে কর যদি তোমার এই আমল এখলাস থেকে খালিও হয়, তবুও এই সেবা মূলক কাজের ফলে তোমার জন্য মুসলমানদের দোয়া সমূহ অবশ্যই এখলাসপূর্ন এবং গ্রহণযোগ্য। এই কথা শুনিয়া সেই ব্যক্তি খুশী ও আনন্দিত হইল।

মৃত্যু ও উহার ভয়াবহতা

মৃত্যুর কষ্ট ও উপদেশ

হযরত হাসান রাদিআল্লাহু আনহু বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন ঃ মৃত্যুর কষ্ট তরবারীর তিনশত আঘাত তুল্য। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলিয়াছেন যে, মৃত্যুর ভয়াবহতা এবং কষ্ট আমার উম্মতের জন্য উপদেশ স্বরূপ।

পাঁচটি বিষয়কে অপর পাঁচটি বিষয়ের পূর্বে গণীমত মনে কর

হযরত মাইমুন বিন মাহ্‌রান রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন ঃ পাঁচটি বিষয়কে অপর পাঁচটি বিষয়ের পূর্বে গণীমত মনে কর।

(১) বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকাল।
(২) অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতা।
(৩) ব্যস্ততার পূর্বে অবসর সময়।
(৪) দারিদ্রতার পূর্বে সম্পদশালীতা।
(৫) মৃত্যুর পূর্বে হায়াত।

যৌবনকাল এবং সক্ষমতার সময় যতটুকু ইবাদত এবং মেহনত করা বাস্তবে সম্ভব হয়, বার্ধক্যে তাহা কল্পনা করাও দুস্কর। দ্বিতীয়ত ঃ যখন যৌবনকালে পাপ কার্যে এবং অলসতায় অভ্যস্ত হইয়া যায়, তখন বার্ধক্যে উহা দূর করা খুবই মুশকিল।

সুস্থতা জীবনের অত্যন্ত মূল্যবান অংশ। আর উহার সঠিক অনুভব অসুস্থ অবস্থায়-ই সম্ভব। এই জন্যই সুস্থ অবস্থায় সময় বিনষ্ট করা অত্যন্ত ক্ষতির কথা। রাত্র অবসর সময়, যদি যিকির এবং ইবাদতে লিপ্ত না হইয়া রাত্রের সময়টুকু নষ্ট করিয়া দেয়, তাহা হইলে দিনের বেলায় পার্থিব ব্যস্ততা তাহাকে কিভাবে ইবাদতের সুযোগ দিতে পারে, শীতের রাত্রিতে যদি- ইবাদত না করে দিনের বেলায় সুযোগ কোথায়?

শীতকাল মুমিনদের জন্য গণীমত স্বরূপ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন ঃ

اَلشِّتَاءُ غَنِيمَةُ الْمُؤْمِنِ طَالَ لَيْلُهُ فَقَامَهُ وَقَصُرَ نَهَارُهُ فَصَامَهُ

অর্থ ঃ শীতকাল মুমিনের জন্য গণীমত। শীতকালীন রাত্র লম্বা হয়। তাহাতে মুমিন ইবাদত করে। আর দিবস ছোট হয় তাহাতে সে রোযা রাখে।

শীতের রাত্রে ইবাদত করা আর দিনে রোযা রাখা অতি সহজ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলিয়াছেন-

اَللَّيْلُ طَوِيلٌ فَلَا تَقْصُرْهُ بِمَنَامِكَ وَالنَّهَارُ مُضِيئٌ فَلَا تُكَدِّرْهُ بِاٰثَامِكَ

অর্থ ঃ শীতকালীন রাত্র লম্বা হয় সুতরাং ঘুমাইয়া ইহাকে ছোট করিও না এবং দিবস আলোকিত সুতরাং ইহাকে পাপকার্যের দ্বারা অন্ধকার করিও না।

আল্লাহ পাক তোমাকে যাহা কিছু দিয়াছেন উহার উপর সবর কর এবং সন্তুষ্ট থাক, যদি সবর করা ও সন্তুষ্ট থাকার গুণ অর্জিত হইয়া যায় তাহা হইলে ইহাকে গণীমত মনে কর আর আল্লাহর শুকরিয়া আদায় কর। কিন্তু অন্যের সম্পদের প্রতি লোভ করিও না।

জীবিতাবস্থায় সর্ব প্রকার আমল করা সম্ভব। কিন্তু মৃত্যুর পর মানুষ কোন কিছু করার ক্ষমতা রাখে না। এই জন্য হায়াতকে গণীমত মনে করিয়া যাহা কিছু করার করিয়া লও।

জনৈক ব্যক্তি কত সুন্দর কথা বলিয়াছেন- শিশুকাল খেলাধুলায় কাটাইয়া দিল, যৌবনকাল আর বার্ধক্য অবহেলায় বেপরোয়া ভাবে কাটাইয়া দিল- আল্লাহর ইবাদতের সময় কোথায়?

কবর হয়তো বা বেহেশ্‌তের বাগান অথবা দোজখের গর্ত

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন ঃ কবর (মুমিনের জন্য) বেহেশ্‌তের বাগান হইবে অথবা (কাফেরের জন্য) জাহান্নামের গর্ত হইবে। অতএব মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ কর। মৃত্যুর স্মরণ তোমাদের কু-প্রবৃত্তিকে ধ্বংস করিয়া দিবে।

মৃত্যুর উপমা

হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু হযরত কাব (রাঃ) কে বলিলেন, মৃত্যুর কিছু অবস্থা বর্ণনা করুন। হযরত কাব রাদিআল্লাহু আনহু বলিলেন ঃ মৃত্যু কন্টকাকীর্ণ

বৃক্ষের ন্যায়। যাহা মানুষের পেটের ভিতর প্রবিষ্ট করানো হয় এবং সে বৃক্ষের কাঁটাগুলি মানুষের শিরা উপশিরা জড়াইয়া লয়। অতঃপর কোন বলিষ্ট ব্যক্তি উহাকে টানিতে থাকে। আর সে বৃক্ষ চামড়া-গোশত কাঁটিয়া চিড়িয়া বাহির হইয়া আসে। ইহাই মৃত্যুর অবস্থা।

তিনটি বিষয় ভুল করা উচিত নয়

জনৈক বুযুর্গ বলিয়াছেন- কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য তিনটি বিষয় না ভুলা চাই।
(১) দুনিয়া ও উহার অবস্থার ধ্বংস হওয়া।
(২) মৃত্যু।
(৩) যে সকল বিপদে মানুষের নিরাপত্তা নাই। (অর্থাৎ কিয়ামতের দিবসের বিপদ সমূহ)

চার ব্যক্তিই চারটি বিষয়ের সঠিক মূল্য অনুধাবন করিতে পারে

(১) যৌবনের মূল্য বৃদ্ধ ব্যক্তিই বুঝিতে পারে।
(২) বিপদমুক্ত অবস্থার মূল্য বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিই বুঝিতে পারে।
(৩) সুস্থতার মূল্য রুগ্ন ব্যক্তিই ভাল জানে।
(৪) জীবনের মূল্য মৃত ব্যক্তিই সঠিক ভাবে অনুধাবন করিতে পারে।

মৃত্যুর হাকীকত

হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস রাদিআল্লাহু আনহু বলিয়াছেন- আমার পিতা (আমর বিন আস রাদিআল্লাহু আনহু প্রায়ই বলিতেন যে, আমার ঐ ব্যক্তি সর্ম্পকে বড়ই আশ্চর্য বোধ হয়, যাহার উপর মৃত্যুর আলামত প্রকাশ পাইতেছে এবং তাহার হুশ ও অনুভূতি বিদ্যমান রহিয়াছে। আর তাহার বাক শক্তিও রহিত হয় নাই, এতদসত্বেও সে কেন মৃত্যুর অবস্থা বর্ণনা করে না? ঘটনাচক্রে যখন তাহার (আমর বিন আস) মৃত্যুর সময় উপস্থিত হইল, তখন তাহার হুশ, অনুভূতি এবং বাকশক্তি বিদ্যমান ছিল, আর আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম- আব্বাজান! এই অবস্থায় উপনীত ব্যক্তি মৃত্যুর অবস্থা বর্ণনা না করার উপর তো আপনি আশ্চর্য বোধ করিতেন। আজ আপনি মৃত্যুর কিছু অবস্থা বর্ণনা করুন।

হযরত আমর বিন আস রাদিআল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন- হে পুত্র! মৃত্যুর অবস্থা তো বর্ণনা করা সম্ভব নহে। কিন্তু এতদসত্বেও আমি কিছু বলিতেছি- আল্লাহর শপথ! আমার মনে হইতেছে যে, আমার কাঁধের উপর পাহাড় রাখা হইয়াছে এবং আমার প্রাণ যেন সূঁচের ছিদ্র দিয়া বাহির করা হইতেছে এবং আমার পেট যেন কাঁটায় ভরপুর। আর মনে হয় যেন আসমান-যমীন একত্রে মিশিয়া গিয়াছে। আর আমি উহার মাঝে পিষ্ঠ হইতেছি।

কথা ও কাজের মাঝে অসামঞ্জস্যতা

শাকীক বিন ইব্রাহীম রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, মানুষ চারটি কথা মুখে তো বলিয়া থাকে, কিন্তু আমল করে উহার বিপরীত।
(১) প্রত্যেক ব্যক্তিই মুখে মুখে বলে- আমি আল্লাহর বান্দা। কিন্তু সে এইরূপ আমল করে মনে হয় যেন সে কাহারো বান্দা নহে। আর তাহার কোন মাবুদই নাই।
(২) প্রত্যেকেই বলে আল্লাহ রিযিকদাতা কিন্তু পার্থিব ধন-সম্পদ ব্যতীত তাহার অন্তর কখনও স্বস্তির হয় না।
(৩) প্রত্যেক ব্যক্তিই জানে এবং বলে যে, আখেরাত দুনিয়া অপেক্ষা উত্তম। কিন্তু রাত্র-দিন পার্থিব ধন-সম্পদ উপার্জনে এত অধিক ব্যস্ত থাকে যে, হালাল হারামের প্রতিও লক্ষ্য রাখে না।
(৪) মুখে তো বলে যে, মৃত্যু অবশ্যই আসিরে, কিন্তু এমন আমল করে যে মনে হয় যেন তাহার মৃত্যু কখনও আসিবে না।

বিস্ময়কর তিন ব্যক্তি

হযরত আবূ যর রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, তিন ব্যক্তি সম্পর্কে আমার আশ্চর্য বোধ হয়, শুধু তাই নয় বরং হাসি পায়। আর তিনটি বিষয় সম্পর্কে আমার এত চিন্তা হয় যে, একেবারে কান্না আসে। যে তিন ব্যক্তি সম্পর্কে আমি আশ্চর্য বোধ করি এবং আমার হাসি পায়- তাহারা হইল ঃ
(১) মৃত্যু পিছনে পিছনে লাগিয়া থাকার পরও পার্থিবতার আশাবাদী। (স্বীয় চাহিদা পুরা করিতে ব্যস্ত কিন্তু মৃত্যুর চিন্তা করে না)
(২) গাফেল ব্যক্তি সম্পর্কে আমার আশ্চর্য বোধ হয়, যাহার সম্মুখে কিয়ামত উপস্থিত (অর্থাৎ কিয়ামতে বিশ্বাসী হওয়া সত্বেও মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতির ব্যাপারে গাফলতি করিয়া চলিয়াছে।)
(৩) মুখ ভরিয়া হাসে, অথচ তাহার খবর নাই যে, আল্লাহ তাহার প্রতি সন্তুষ্ট কি অসন্তুষ্ট।
আর যে তিনটি বিষয় সম্পর্কে আমার চিন্তা হয় এবং কান্না আসে তাহা হইল-
(১) প্রিয় জনের অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁহার সাহাবাগণের বিয়োগ।
(২) মৃত্যু। (ঈমানের সাথে মৃত্যু হইবে কিনা কেহ বলিতে পারে না)
(৩) হাশরের মাঠে আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হওয়া। যেহেতু আমি জানিনা যে, আমার জন্য জান্নাতের ফয়সালা হইবে না জাহান্নামের।

মৃত্যু মোটা হইতে দেয় না

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ মৃত্যু সম্পর্কে তোমরা যতখানি অবগত আছ, যদি পশু-পক্ষী ততখানি অবগত হইত তাহা হইলে মোটা জন্তুর গোশত খাওয়া তোমাদের ভাগ্যে জুটিত না।

মৃত্যুর স্মরণ রাখা এবং না রাখার ফল

হামেদ আল্ লেফাফ রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ করে, তাহাকে তিনটি বিষয়ে সম্মানিত করা হয়।
(১) অতি তাড়াতাড়ি তাহার তওবা করার সুযোগ হয়।
(২) যাহা আল্লাহ দান করেন উহার উপর সন্তুষ্ট থাকা নসীব হয়।
(৩) ইবাদতে একনিষ্ঠতা হাসিল হয়।

পক্ষান্তরে যেই ব্যক্তি মৃত্যুকে ভুলিয়া যায় তাহাকে তিনটি বিষয়ের দ্বারা শাস্তি প্রদান করা হয়।
(১) তাহার তাড়াতাড়ি তওবার সুযোগ হয় না।
(২) যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদের উপরও সন্তুষ্ট থাকা নসীব হয় না।
(৩) ইবাদতে অলসতার সৃষ্টি হয়।

মৃত্যুর স্বাদ খুবই তিক্ত

কোন ব্যক্তি হযরত ঈসা (আঃ)- কে বলিল, আপনি তো সদ্য মৃতকে জীবিত করেন। যদি একজন পুরাতন মৃতকে জীবিত করিয়া দেখাইতেন? তাহার চাহিদা পুরণার্থে হযরত ঈসা (আঃ) সাম বিন নূহ (আঃ) কে আল্লাহর আদেশে জীবিত করিলেন। কবর থেকে উঠিবার সময় তাহার চুল দাড়ি শুভ্র ছিল। হযরত ঈসা (আঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ এইগুলি কিভাবে শুভ্র হইল? আপনার যুগে তো বার্ধক্যই ছিল না। তিনি উত্তর দিলেন - আমি যখন (প্লাবনের) শব্দ শুনিয়াছি তখন আমার ধারণা হইয়াছিল যে, কিয়ামত সংঘটিত হইতেছে। আর ইহার ভয়ে চুল সাদা হইয়া গিয়াছে। হযরত ঈসা (আঃ) আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার মৃত্যু কতকাল পূর্বে হইয়াছে? তিনি উত্তর দিলেন, চার হাজার বৎসর পূর্বে। কিন্তু এখনো মৃত্যুর তিক্ততা শেষ হয় নাই।

চারটি জরুরী কথা

জনৈক ব্যক্তি ইব্রাহীম বিন আদ্হাম (রহঃ)-কে বলিলঃ যদি আপনি মজলিসে উপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে মানুষের উপকার হয় এবং দ্বীনের কথা শোনার সুযোগ হয়। তিনি উত্তর দিলেন, আমি চারি বিষয়ে ব্যস্ত থাকি। যদি উহা হইতে অবসর পাই তাহা হইলে উপস্থিত হইব। সে জিজ্ঞাসা করিল, ঐ চারটি বিষয় কি কি? তিনি উত্তর দিলেন-
(১) প্রথম চিন্তা তো এই যে, প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করার দিবসে বান্দাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি লওয়ার সময়, আল্লাহ পাক কিছু লোকের দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তাহারা জান্নাতী। এই ফয়সালার ব্যাপারে আমার কোন উৎকণ্ঠা নাই। আর অপর কিছু লোকের দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তাহারা জাহান্নামী। এই ব্যাপারেও আমার কোন উৎকণ্ঠা নাই। আমার উৎকণ্ঠা হইল ঐ ব্যাপারে যে, আমার তো জানা নাই যে, আমি কোন দলে ছিলাম।
(২) মাতৃগর্ভে শিশুর ভিতরে রুহ দেওয়ার সময় ফিরিশ্‌তা জিজ্ঞাসা করে- হে আল্লাহ! তাহাকে কি খোশ নসীব লেখা হইবে না বদনসীব? (অতঃপর আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী ফেরেশতা লেখেন। কিন্তু আমি তো বলিতে পারি না যে, আমার ভাগ্যে কি লেখা হইয়াছে।

(৩) মৃত্যুর ফিরিশ্‌তা (আজরাইল (আঃ) রুহ বাহির করার সময় আল্লাহ পাককে জিজ্ঞাসা করেন যে, তাহাকে কি মুসলমানদের সাথে রাখা হইবে না কাফেরদের সাথে? এখন আমার তো জানা নাই যে, আমার সম্পর্কে আল্লাহ পাক কি ফয়সালা দিবেন।

(৪) আমি আল্লাহ তা'য়ালার বাণী- وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ -

অর্থঃ "হে পাপীর দল! আজ তোরা পৃথক হইয়া যা।"

সম্পর্কে অত্যন্ত চিন্তিত। যেহেতু আমি জানি না যে, আমি কোন দলের অন্তর্ভুক্ত হইব।

গাফলতি থেকে সচেতন ব্যক্তির নিদর্শন চারটি

যে ব্যক্তি গাফলতির পর্দা ছিড়িয়া সচেতন হইয়া উঠে তাহার নিদর্শন চারটি-
(১) সে ইহকালীন ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করে। তাহা সম্পাদন করিতে বিলম্ব করিতে থাকে।
(২) পরকালীন ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী হয় এবং পরকালীন কাজগুলি আগে আগে করিয়া ফেলে।
(৩) দ্বীনের ব্যাপারে ইলমের আলোকে পরিশ্রমের সাথে কার্যাবলীর আঞ্জাম দেয়।
(৪) মাখলুকের সাথে তাহার আচরণ উপদেশ মূলক ও সৌজন্য মূলক হয়।

সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ

জনৈক ব্যক্তি বলিয়াছেনঃ যাহার মধ্যে পাঁচটি গুণের সমাবেশ থাকে- সে সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ।
(১) সে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার ইবাদতকারী হয়।
(২) সমস্ত সৃষ্টির মঙ্গলকামী ও কল্যাণকামী হয়।
(৩) মানুষ তাহার অনিষ্টতা হইতে নিরাপদে থাকে।
(৪) অন্যের ধন সম্পদের প্রতি আকাংক্ষী হয় না।
(৫) সর্বদাই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকে।

মনঃপূত তিনটি গুণ

হযরত আবু দারদা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন-
(১) আমি দারিদ্রতাকে ভালবাসি। যাহাতে আল্লাহর দরবারে বিনয়ী হইয়া থাকিতে পারি।
(২) অসুস্থতা ভালবাসি, যাহাতে উহার দ্বারা আমার গুনাহ মাফ হইয়া যায়।
(৩) মৃত্যুকে ভালবাসি, যাহাতে আল্লাহর দীদার লাভ করিতে পারি।

উত্তম ও সবচেয়ে বুদ্ধিমান মানুষ

ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করিয়াছেন- কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করিলেন- মানুষের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি উত্তম? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন- যাহার চরিত্র উত্তম সেই উত্তম ব্যক্তি। আবার জিজ্ঞাসা করিল- কোন্ ব্যক্তি সবচেয়ে বুদ্ধিমান? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন- যে মৃত্যুকে স্মরণ করে এবং উহার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে সেই সবচেয়ে বুদ্ধিমান।

সুসংবাদের পাঁচ প্রকার

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةُ اَلَّا
تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ -

অর্থঃ নিশ্চয়- যাহারা বলে আমাদের রব আল্লাহ। অতঃপর উহার উপর অটল থাকে। (তখন) তাহাদের প্রতি ফিরিশতা অবতীর্ণ হয়। (আর বলিতে থাকে) তোমরা ভয় করিও না এবং চিন্তিত হইও না। এবং তোমাদের কাছে প্রতিশ্রুত বেহেশতের সুসংবাদ গ্রহণ কর।

এই সুসংবাদের পর্যায় পাঁচটি

(১) সাধারণ মুমিনের জন্য- তোমরা সর্বদাই আযাব ভোগ করিবে, এই ভয় করিও না। একদিন তোমাদেরকে আযাব থেকে অবশ্যই মুক্তি দেওয়া হইবে। আম্বীয়া (আঃ) এবং নেককার গণ তোমাদের সুপারিশ করিবেন।

(২) মুসলমানদের জন্য- তোমরা স্বীয় আমল সমূহ আল্লাহর দরবারে অগ্রাহ্য হওয়ার আশংকা করিও না। কেননা তোমাদের আমল সমূহ গ্রহণযোগ্য, আর সওয়াব থেকে বঞ্চিত হওয়ার ধারণা করিও না। বরং তোমাদেরকে দ্বিগুণ সওয়াব দেওয়া হইবে।

(৩) তওবাকারীদের সম্বন্ধে- ঘোষনা করা হয় যে, স্বীয় পাপ সম্পর্কে ভয় করিওনা। উহা তো ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তওবা করার পর সওয়াব থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভয় করিও না।

(৪) ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদের জন্য- মৃত্যুর পর পুনরুত্থান এবং হিসাব-নিকাশ সম্পর্কে ভীত হইওনা বরং হিসাব নিকাশ ছাড়াই বেহেশ্‌ত লাভের সুসংবাদ গ্রহণ কর।

(৫) আলেমদের জন্য- ঐ সকল আলেম যাহারা মানুষকে কল্যাণ এবং নেক কাজ শিক্ষা দান করেন এবং স্বীয় ইলেম মোতাবেক আমল করেন। তাহাদিগকে বলা হইবে তোমরা কিয়ামতের ভয়াবহ পরিস্থিতিকে ভয় করিও না এবং বিন্দুমাত্র চিন্তিত হইওনা। তোমাদেরকে তোমাদের আমলের প্রতিদান দেওয়া হইবে। অতএব তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীদের জন্য বেহেশ্‌তের সুসংবাদ গ্রহণ কর।

কবরের আযাব

মুমিন ব্যক্তির কবর

মুমিন ব্যক্তিকে যখন কবরে রাখা হয়, তখন তাহার কবর সত্তর গজ প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হয় এবং মখমলের বিছানা বিছাইয়া দেওয়া হয়। আর তাহাতে সুগন্ধি ছিটাইয়া দেওয়া হয় এবং কবরকে ঈমান ও কুরআনের নূরে আলোকিত করিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর তাহাকে নবদুলার (নব বিবাহিত) ন্যায় শোয়াইয়া দেওয়া হয়। এখন তাহাকে তাহার প্রিয়জনই জাগ্রত করিবে।

কাফেরের কবর

কাফেরের কবর এত সংকীর্ণ করিয়া দেওয়া হয় যে, তাহার এক পার্শ্বের পাঁজরগুলি অপর পার্শ্বের পাঁজরে প্রবিষ্ট হইয়া যায়, আর তাহার প্রতি উটের গর্দানের ন্যায় বড় বড় সাপ ছাড়িয়া দেওয়া হয়। উহারা তাহার গোশ্‌ত ভক্ষণ করিতে থাকে। অধিকন্তু বোবা ও বধির ফিরিশতাগণ হাতুড়ী দ্বারা তাহাকে পিটাইতে থাকে। (শুধু তাহাই নহে) বরং সকাল সন্ধ্যা তাহাকে অগ্নিতে দগ্ধ করা হয়।

আটটি আমল কবরের আযাব হইতে মুক্তি দিতে পারে

ফকীহ্ আবুল লায়ছ রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, কবরের আযাব থেকে মুক্তি লাভ করিতে হইলে চারটি বিষয়ের উপর আমল করা আর চারটি বিষয় হইতে বিরত থাকা জরুরী। যে বিষয়গুলির উপর আমল করা জরুরী তাহা হইল নিম্নরূপঃ

(১) রীতিমত নামায পড়া।
(২) বেশী বেশী সদকা করা।
(৩) কুরআন তিলাওয়াত করা।
(৪) বেশী বেশী তাস্‌বীহ পড়া। (এই সমস্ত আমলগুলি কবর আলোকিত ও প্রশস্ত করে)।

যেই সকল বিষয় হইতে বিরত থাকা জরুরী তাহা হইল-

(১) মিথ্যা কথা বলা।
(২) অপরের সম্পদ আত্মসাৎ করা।
(৩) চুগুলখুরী করা।
(৪) পেশাবের ছিটা হইতে বাঁচিয়া থাকা।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন যে, পেশাবের ছিটা হইতে বাঁচিয়া থাক। কেননা অধিকাংশ কবরের আযাব পেশাবের ছিটার কারণেই হয়।

আল্লাহর অপছন্দনীয় চারটি বিষয়

(১) নামাযে অবহেলা করা।
(২) কুরআন তিলাওয়াতের সময় অযথা কথাবার্তা বলা।
(৩) রোযা থাকাকালীন অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করা।
(৪) কবরস্থানে হাসা।

একটি সুন্দর উক্তি

মুহাম্মদ বিন সেমাক রহমতুল্লাহি আলাইহি কবরস্থানের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন-কবরস্থানের নিরবতা যেন তোমাদেরকে ধোকায় না ফেলে। তোমরা তো জান না! উহার মধ্যে কত লোক বিষন্ন ও অস্থির অবস্থায় আছে। আর ঐ সকল কবরবাসীদের মধ্যে কিন্তু তারতম্যও রহিয়াছে। সুতরাং সেই ব্যক্তিই বুদ্ধিমান যে কবরে যাওয়ার পূর্বেই প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

একটি শিক্ষামূলক ঘটনা

হযরত ইব্‌নে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু-এর নিকট কিছু লোক উপস্থিত হইয়া বলিল যে-আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। তাহাকে দাফন করার জন্য যখন আমরা কবর খনন করিলাম, তখন সেখানে একটি কাল সাপ দৃষ্টিগোচর হইল। তারপর দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার কবর খনন করিলাম। কিন্তু প্রত্যেক বারই অনুরূপ সাপ বিদ্যমান দেখিতে পাইলাম। এখন আমরা কি করিতে পারি? ইব্‌নে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন-তন্মধ্যে যে কোন এক কবরে দাফন করিয়া দাও এই সাপটি তাহার কোন আমলের প্রতিফলন। পৃথিবীর যে কোন স্থানেই কবর খনন কর না কেন, প্রত্যেক কবরেই এই একই সাপ দেখিতে পাইবে। অগত্যা তাহারা তাহাকে (খননকৃত কোন এক কবরে) দাফন করিয়া দিল। এবং ফিরার পথে তাহার স্ত্রীর নিকট তাহার দৈনন্দিন জীবন ব্যবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিল। তখন তাহার স্ত্রী উত্তর দিল যে, সে খাদ্য দ্রব্যের ব্যবসা করিত। প্রতিদিন (ঘরে) খাওয়ার জন্য (ব্যবসার মাল থেকে) কিছু অংশ রাখিয়া দিত। আর ঐ অংশের সমপরিমাণ পাথর কণা, গুড়ো কাঠ ইত্যাদি ব্যবসার মালের সাথে মিশাইয়া দিত। (কাজেই তাহার কবরের সাপ ইহারই প্রতিফল)।

মাটির ঘোষণা

মাটি দৈনিক পাঁচবার ঘোষণা করে-

(১) হে মানবজাতি! আজ তোমরা আমার পিঠের উপর চলাফিরা করিতেছ! একদিন তো আমার উদরে প্রবেশ করিবে।

(২) হে মানবজাতি! আজ তোমরা আমার পিঠের উপর বিভিন্ন প্রকার খাদ্যদ্রব্য আহার করিতেছ। কিন্তু আমার উদরে কীট পতঙ্গ তোমাদেরকে ভক্ষন করিবে।

(৩) হে মানবজাতি! তোমরা তো আমার পিঠের উপর নিঃদ্বিধায় হাসিতেছ, জানিয়া রাখ! কিছুক্ষণ পরেই আমার উদরে প্রবেশ করিয়া ক্রন্দন করিতে হইবে।

(৪) হে মানব জাতি! আজ তোমরা আমার পিঠের উপর তো আনন্দিত। কিন্তু আমার উদরে প্রবেশ করার পর দুঃখে জর্জরিত হইবে।

(৫) হে মানবজাতি! তোমরা আমার পিঠের উপর গোনাহ করিতেছ, কিন্তু জানিয় রাখ, আমার উদরে প্রবেশ করার পর অবশ্যই তোমাকে উহার শাস্তি দেওয়া হইবে।

শিক্ষামূলক কাহিনী

আমর বিন দিনার রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- এক লোক মদিনায় বাস করিত এবং তথায় কোন মহল্লায় তাহার এক ভগ্নি থাকিত। (ঘটনা চক্রে) তাহার বোন

মারা গেল, তাহার দাফন করিয়া যখন ঘরে আসিল তখন স্মরণ হইল যে, টাকার থলিটা কবরে পড়িয়া গিয়াছে। তখন অন্য এক ব্যক্তিকে সাথে লইয়া কবরস্থানে যাইয়া কবর খুদিয়া টাকার থলি পাইল। তখন সে তাহার সাথীকে বলিল আরও একটু খনন কর, ভগ্নির অবস্থা দেখিয়া লই। আরও একটু খনন করার পর কবরে প্রজ্জলিত অগ্নিকুন্ড দেখিতে পাইল। তৎক্ষনাৎ কবর মাটি দ্বারা বন্ধ করিয়া ফেলিল। অতঃপর মাতার কাছে ভগ্নির আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। তাহার মাতা এই সম্বন্ধে কিছু বলিতে সম্মত হইলনা, কিন্তু তাহার পিড়াপিড়িতে (বাধ্য হইয়া) বলিল যে, তোমার ভগ্নি নামাজ বিলম্ব করিয়া পড়িত এবং অজুও ঠিকমত করিত না । রাত্রে যখন সবাই শুইয়া পড়িত তখন দরজার পার্শ্বে কান পাতিয়া অন্যের কথা শুনিত, যাহাতে (দিনের বেলায়) মানুষের কাছে বলিয়া দিতে পারে।

মৃত ব্যক্তির চিৎকার

রাসুলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ প্রত্যেক মৃত ব্যক্তিই চিৎকার করে। তাহার চিৎকার মানুষ ব্যতীত সমস্ত প্রাণীই শুনিতে পায়। যদি সেই চিৎকার মানুষ শুনিত তাহা হইলে অজ্ঞান হইয়া পড়িত। যদি ঐ ব্যক্তি নেককার হয়, তাহা হইলে সে স্বীয় বাহকগণকে বলে আমাকে যেখানে নেওয়ার তাড়াতাড়ি নিয়া যাও তোমরা যদি সে স্থান দেখিতে পাইতে তাহা হইলে তোমরা নিজেরাই আরো তাড়াতাড়ি লইয়া যাইতে। মৃতব্যক্তি যদি বদকার হয় তাহা হইলে সে বাহকগণকে বলে, তাড়তাড়ি করিওনা। তোমরা যদি এ স্থান দেখিতে পাইতে তাহা হইলে সেখানে আমাকে অবশ্যই লইয়া যাইতেনা। দাফনের পর কৃষ্ণবর্ণ নীল নয়ন যুগল বিশিষ্ট দুই ফিরিশতা উপস্থিত হয়। মৃতব্যক্তি যদি নেককার হয় নামায তাহার মাথার দিক হইতে তাহাদেরকে বাধা প্রদান করিয়া বলে যে, এই দিকে আসিওনা। কবরের ভয়েই তো সে রাতের বেলায় নামাযে লিপ্ত থাকিত। মাতাপিতার সেবা পায়ের দিক হইতে বাধা দিবে, সদকা ডান দিক হইতে বাধা দিবে, আর রোযা বাম হইতে বাধা দিবে। পার্থিব জীবন তো সামান্য কয়েক দিন মাত্র। আজ জীবিত এবং সুস্থাবস্থায় কবর এবং হাশরের জন্য কিছু কামাই করার সুযোগ আছে। কেননা মৃত্যুর পর কবরে গিয়া মানুষ কোন আমল করিতে পারিবেনা। (মৃত্যুর পর) একবার কালেমা শাহাদাত পড়িতে চাইবে, কিন্তু অনুমতি পাইবেনা। পার্থিব জীবন (আসল) পুঁজির ন্যায়। উহার বর্তমানে মানুষ সব কিছুই করিতে পারে। যেমনি ভারে পুঁজি শেষ হইয়া গেলে ব্যবসা করা দুস্কর হইয়া পড়ে, তদ্রুপ জীবন নিঃশেষ হইয়া যাওয়ার পর সকল প্রকার আমল করা অসম্ভব হইয়া যায়। (এই জন্যই) আজ পরিশ্রম করিয়া কিছু অর্জন করার সময়। অথচ (আজ) মানুষ গাফেল হইয়া আছে। কিন্তু এমন একদিন আসিবে, যেদিন মানুস সমস্ত আমলই করিতে চাহিবে, কিন্তু তখন সময় থাকিবে না।

فَاعْتَبِرُوْا يَا اُوْلِى الْاَبْصَارِ

অর্থঃ সুতরাং শিক্ষা গ্রহণ কর, হে প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা!

কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য

হযরত ইসরাফীল (আঃ) মুখে শিঙ্গা লইয়া অপেক্ষায় রহিয়াছেন যে, কোন্ সময় আল্লাহ পাকের নির্দেশ হইবে, আর তিনি উহাতে ফুঁক দিবেন। ফুঁক দেওয়ার সাথে সাথেই সমগ্র পৃথিবী উলট পালট হইয়া যাইবে। সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে এক বর্ণনাতীত অবস্থার সৃষ্টি হইবে। অতঃপর দ্বিতীয়বার ফুঁক দিবেন। তখন সমগ্র পৃথিবী নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। কিছু সংখ্যক ফিরিশ্‌তা ব্যতীত কোন সৃষ্টিই অবশিষ্ট থাকিবে না।

আল্লাহ পাক আযরাইল (আঃ) কে জিজ্ঞাসা করিবেন, আর কি কি অবশিষ্ট আছে? তিনি উত্তর দিবেন জিব্‌রাইল (আঃ), মিকাইল (আঃ) ইসরাফীল (আঃ) এবং আরশ বহনকারী ফিরিশ্‌তাগণ এবং আমি, তখন তাহাকে নির্দেশ দেওয়া হইবে, তাহাদের রুহগুলিও বাহির করিয়া লও। অতঃপর তাহাদের রুহ গুলিও বাহির করা হইবে। তখন মাখলুকের মধ্যে আযরাইল (আঃ) ছাড়া কেহই থাকিবে না। আল্লাহ পাক বলিবেন, হে মালাকুল মাওত! এখন আর কে অবশিষ্ট আছে? উত্তর দিবেন- এখন আপনি ব্যতিত শুধুমাত্র আমিই অবশিষ্ট আছি। নির্দেশ দেওয়া হইবে, হে মালাকুল মাওত! আমাকে ছাড়া সকলকেই ধ্বংস হইতে হইবে। অতএব, তুমিও মরিয়া যাও। অতঃপর বেহেশত এবং দোযখের মধ্যবর্তী স্থানে আযরাইল (আঃ) নিজ হাতে স্বীয় রুহ বাহির করিবেন। (রুহ বাহির করার সময়) এমন এক চিৎকার দিবেন যে, যদি তখন কোন মাখলুক বিদ্যমান থাকিত, তাহা হইলে তাহার চিৎকারের বিকট শব্দে সে মরিয়া যাইত।

তখন তিনি বলিবেন- যদি জানিতাম যে, মৃত্যুর সময় এত কষ্ট হয়, তাহা হইলে মুমিনদের রুহ বাহির করার সময় আর একটু সহজ করিতাম। এখন আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আর কেহই অবশিষ্ট নাই। এমতাবস্থায় আল্লাহ পাক ঘোষণা করিবেনঃ বাদশাগণ কোথায়? শাহজাদারা কোথায়? অত্যাচারীরা কোথায়? এবং তাহাদের সন্তানরা কোথায়? (বল) আজ হুকুমত কাহার হাতে? সমগ্র পৃথিবী তো ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। এখন এই প্রশ্নের জবাব কে দিবে? সেই জন্যই আল্লাহ পাক নিজেই জবাব দিবেন যে, আজকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা আমার হাতে। আমি অদ্বিতীয় এবং সর্ব শক্তিমান। তারপর আকাশ হইতে বীর্যের ন্যায় বৃষ্টি বর্ষিত হইবে এবং উদ্ভিদের ন্যায় মানুষের শরীর ভূগর্ভ থেকে বাহির হইতে থাকিবে।

অতঃপর ইসরাফীল (আঃ) কে পুনরায় জীবিত করা হইবে। অনুরূপভাবে জিবরাইল (আঃ) এবং মিকাইল (আঃ) কেও জীবিত করা হইবে। অতঃপর ইসরাফীল (আঃ) তৃতীয়বার সিঙ্গায় ফুঁক দিবেন এবং উহার দ্বারা সমস্ত মাখলুক পূণঃজীবন লাভ করিবে। (সর্ব প্রথম হযরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত হইবেন) সমস্ত মানুষ উলঙ্গ থাকিবে এবং এক বিশাল প্রান্তরে একত্রিত হইবে।'আল্লাহ পাক মাখলুকের প্রতি মোটেই দৃষ্টিপাত করিবেন না এবং তাহাদের কোন ফয়সাল্লাও দিবেন না। সমস্ত মাখলুক কাঁদিতে কাঁদিতে ক্লান্ত

হইয়া পড়িবে। এমন কি চোখের পানি শেষ হইয়া যাইবে। (অবশেষে) অশ্রুর পরিবর্তে চক্ষু দিয়া রক্ত ঝরিবে। আর এত বেশী পরিমাণে ঘাম বাহির হইবে যে, কাহারো কাহারো মুখ পর্যন্ত যাইয়া পৌছিবে। এমতাবস্থায় হিসাব নিকাশ শুরু করাইবার সুপারিশের জন্য সমস্ত মানুষ আম্বিয়া (আঃ) গণের নিকট যাইবে। কিন্তু সকলেই অস্বীকার করিবেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর- নিকট যাইবে।

অতঃপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুপারিশ করিবেন; তারপর হিসাব নিকাশ শুরু হইবে। ফিরিশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিবেন।ঘোষণা করা হইবে- প্রত্যেকের আমল নিজ নিজ আমলনামায় লিপিবদ্ধ রহিয়াছে (সেখানে দেখিয়া লও)। যে ব্যক্তি (স্বীয় আমলনামায়) ভাল আমল লিপিবদ্ধ দেখিবে, সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করিবে। যাহার আমলনামায় বদ আমল লিপিবদ্ধ দেখিবে, সে নিজেই নিজেকে ভর্ৎসনা করিবে। মানুষ ব্যতীত অন্য সব প্রাণীকে পরস্পর থেকে বিনিময় উসুল করাইয়া ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইবে। (তারপর) মানুষ এবং জ্বিনদের হিসাব শুরু হইবে। অত্যাচারী হইতে অত্যাচারিত ব্যক্তির বিনিময় আদায় করা হইবে। আর সেখানকার জরিমানা টাকা পয়সার দ্বারা গ্রহণ করা হইবে না বরং অত্যাচারীর নেক আমল সমূহ অত্যচারিত ব্যক্তিকে বিনিময় হিসাবে দিয়া দেওয়া হইবে। অত্যচারীর নেকী শেষ হইয়া যাওয়ার পরেও যদি অত্যাচারীতের কোন প্রাপ্য অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে তাহার মাথার উপর অত্যাচারীত ব্যক্তির গোনাহ সমূহ চাপাইয়া দেওয়া হইবে। এমনকি কিছু বড় বড় নেককারদের নিকট একটি মাত্র নেকীও অবশিষ্ট থাকিবেনা। (শেষ পর্যন্ত) অত্যাচারীকে জাহান্নামে আর অত্যাচারীত ব্যক্তিকে জান্নাতে দেওয়া হইবে। সে দিবস এত কঠিন হইবে যে, আল্লাহর নিকটবর্তী ফিরিশতাগণ, আম্বিয়া (আঃ) গণ এবং শহীদগণ নিজ নিজ মুক্তির ব্যাপারেও আশংকা বোধ করিতে থাকিবেন। বয়স, যৌবন, সম্পদ ও ইলম প্রত্যেক বিষয়েই প্রশ্ন করা হইবে। (সেদিন) মানুষ মাত্র একটি নেকীর জন্য পিতা-পুত্র, জননী-স্ত্রী সকলের নিকট যাইবে, কিন্তু অসফলতা আর নৈরাশ্যের সাথে ফিরিয়া আসিবে।

হযরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু এর বর্ণনা- একবার হযরত জিবরাইল (আঃ) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমীপে এমন এক আকৃতি লইয়া উপস্থিত হইলেন যে, ভয়ে তাঁহার মুখমন্ডল বিকৃত হইয়া গিয়াছিল। ইহার পূর্বে কখনো তিনি এইরূপ আকৃতিতে আসেন নাই। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ হে জিবরাইল (আঃ)! ব্যাপার কি? আজ আপনার মুখমন্ডল বিকৃত কেন? জিবরাইল (আঃ) উত্তর দিলেন যে, আজ দোযখের এমন এক অবস্থা দেখিয়া আসিয়াছি, যে ব্যক্তি উহা বিশ্বাস করিবে দোযখ থেকে নিজেকে মুক্ত না করা পর্যন্ত সে ক্ষান্ত হইতে পারেনা।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে জিবরাইল! আমাদেরকে কিছু শোনাও। জিবরাইল (আঃ) বলিলেন, খুব ভাল কথা। তবে শুনুন-আল্লাহ তায়ালা দোযখ সৃষ্টি করিয়া উহাকে এক হাযার বৎসর দগ্ধ করিয়াছেন। ফলে উহা লাল

বর্ণ ধারণ করে। অতঃপর আরও হাযার বৎসর দগ্ধ করেন এবং উহা সাদা বর্ণ ধারণ করে, পুনরায় হাযার বৎসর দগ্ধ করার পর উহা কাল বর্ণ ধারণ করে। তাই এখন উহা ঘোর কাল এবং অন্ধকার। আর উহার অগ্নি স্ফুলিংগ কখনো স্থির হয় না। আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি, যদি দোজখের শুঁচের মাথা পরিমাণ স্থানও দুনিয়ার দিকে খুলিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে সমস্ত পৃথিবী জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে। আর যদি কোন দোযখীর কাপড় আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থানে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহার দুর্গন্ধ ও জ্বালা যন্ত্রণায় সমগ্র পৃথিবীবাসী মৃত্যুর দুয়ারে উপনীত হইবে।

কোরআন পাকে যে (জিঞ্জির সমূহ) এর উল্লেখ রহিয়াছে, যদি তাহা হইতে একটি জিঞ্জিরকেও কোন পাহাড়ে রাখা হয়, তাহা হইলে সে পাহাড় গলিয়া পাতালে পৌঁছিবে। যদি পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তে কাহাকেও দোযখের আযাব দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহার দুর্বিসহ যন্ত্রণায় পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে অবস্থানরত মানুষও ছটফট করিতে থাকিবে। উহার যন্ত্রণা অতি দুর্বিসহ এবং উহার গভীরতাও অসীম। লোহা দোযখের অলংকার। আর ফুটন্ত পুঁজ তথাকার পানীয়। অগ্নিবস্ত্র তাহাদের ভূষণ। উহার দরজা সাতটি, প্রত্যেক দরজা দিয়া নির্ধারিত নারীপুরুষই প্রবেশ করিবে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেনঃ সেইগুলি কি আমাদের ঘরের দরজার মত? জিবরাইল (আঃ) উত্তর দিলেন, না বরং উহা স্তর বিশিষ্ট হইবে। আর সম্পূর্ণ খোলা থাকিবে। দুই দরজার মধ্যবর্তী দুরত্ব সত্তর বৎসরের পথ হইবে। প্রতিটি দরজা অপর দরজা অপেক্ষা সত্তর গুণ বেশী উত্তপ্ত হইবে। আল্লাহর শত্রু (নাফরমান) দেরকে দোযখের দরজার দিকে তাড়াইয়া লইয়া যাওয়া হইবে। যখন তাহারা দরজার পার্শ্বে উপনীত হইবে তখন তাহাদের সামনে জিঞ্জির উপস্থাপিত করা হইবে। মুখ দিয়া জিঞ্জির প্রবিষ্ট করাইয়া মলদ্বার দিয়া বাহির করিয়া আনা হইবে। অনুরূপ ভাবে হাত পা বাঁধিয়া দেওয়া হইবে। প্রত্যেকের সাথে নিজ নিজ শয়তানও (যাহার পূজা তাহারা করিত) থাকিবে। ফিরিশতাগণ তাহাদেরকে উপুড় করিয়া হাঁতুড়ী দ্বারা পিটাইতে পিটাইতে দোযখে নিক্ষেপ করিবে। যদি কখনো যন্ত্রণার তাড়নায় নিস্কৃতি লাভের ইচ্ছা করে, পূনরায় ধাক্কা দিয়া সেখানেই ফিরাইয়া দেওয়া হইবে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেনঃ ঐ সমস্ত দরজায় কোন শ্রেণীর লোক থাকিবে? জিবরাইল (আঃ) উত্তর দিলেন যে, সর্বনিম্ন দরজায় মুনাফিক, আল্লাহদ্রোহী, ফেরাউনের অনুসারীরা থাকিবে। সে দরজাটির নাম হইল, হাভিয়া। জাহীম, নামক দ্বিতীয় দরজায় মুশরিকরা থাকিবে। তৃতীয় দরজায় থাকিবে নক্ষত্রপুজক-উহার নাম সাকার। লাখা নামক চতুর্থ দরজায় ইবলিস এবং তাহার অনুসারীরা থাকিবে। পঞ্চম দরজায় ইহুদীরা থাকিবে আর উহার নাম হইল হোতামাহ। সায়ীর নামক ষষ্ঠ দরজায় খৃষ্টানরা থাকিবে। তারপর জিবরাইল (আঃ) চুপ হইয়া গেলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ চুপ হইয়া গেলেন কেন? সপ্তম দরজায় কাহারা থাকিবে? বলুন! জিবরাইল (আঃ) অত্যন্ত কষ্টের সাথে লজ্জিত ভাবে বলিলেন- সেখানে আপনার ঐ সকল উম্মত থাকিবে যাহারা কবিরা গোনাহ করিয়াছে এবং তওবা ব্যতীত

মারা গিয়াছে। এই কথা শোনা মাত্রই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধৈর্য ধারণ করিতে পারিলেন না, বেহুঁশ হইয়া পড়িলেন।

فِدَاهُ اَبِىْ وَاُمِّىْ ঐ সত্তার জন্য আমার পিতামাতা উৎসর্গ হউক। জিবারাইল (আঃ) হুযুর (সাঃ)-এর মাথা মোবারক স্বীয় ক্রোড়ে উঠাইয়া নিলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ হে জিবরাইল! আমি অত্যন্ত অস্থির এবং চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছি যে, আমার উম্মতকেও জাহন্নামে নিক্ষেপ করা হইবে? জিবরাইল (আঃ) উত্তর দিলেন, জি হ্যাঁ। কবিরা গোনাহ করিয়া তওবা ব্যতীত মৃত ব্যক্তিকে দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে। ইহা শুনিয়া হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁদিতে লাগিলেন এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কাঁদিতে দেখিয়া জিবরাইল (আঃ)ও কাঁদিতে লাগিলেন। অতঃপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে চলিয়া গেলেন এবং মানুষের সাথে দেখা সাক্ষাত ছাড়িয়া দিলেন। শুধু নামাযের জন্য বাহিরে আসিতেন এবং কাহারও সাথে কোন কথা না বলিয়া (সরাসরি) ঘরে চলিয়া যাইতেন। তখন তাহার অবস্থা ছিল এই যে, তিনি ক্রন্দন রত অবস্থায় নামাজ শুরু করিতেন এবং ক্রন্দনরত অবস্থায়ই নামায শেষ করিতেন। তৃতীয় দিন হযরত আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু হুযুরের ঘরের দরজার সম্মুখে দন্ডায়মান হইয়া সালাম পেশ করিলেন এবং প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু ভিতর হইতে কোন উত্তর আসিল না। তাই তিনিও কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া গেলেন। অনুরূপ ব্যবহার হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু-এর সাথেও করিলেন। তিনিও কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া গেলেন। ঠিক এমতাবস্থায় হযরত সালমান ফারসী রাদিআল্লাহু আনহু আসিলেন, কিন্তু তিনিও কোন উত্তর পাইলেন না। ফলে বিচলিত হইয়া পড়িলেন। কখনো বসেন আবার দাড়ান। যদি চলিয়া যান, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎই ফিরিয়া আসেন। আর এই অস্থিরতা লইয়া হযরত ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহাকে পুরা ঘটনা বলিয়া দিলেন। শোনা মাত্রই হযরত ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহাও অস্থির হইয়া পড়িলেন এবং চাদর দ্বারা স্বীয় দেহ আবৃত করিয়া সরাসরি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘরের দিকে রওয়ানা হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দরজার সামনে দাড়াইয়া সালাম প্রদানের পর বলিলেন-আমি ফাতেমা। তখন সিজদায় পড়িয়া হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের মুক্তির জন্য কাঁদিতেছিলেন। (আওয়াজ শুনার পর) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা মোবারক উত্তোলন পূর্বক বলিলেনঃ আমার চোখের প্রশান্তি ফাতেমা! তোমার অবস্থা কি? উম্মুল মুমিনীনদের কাহাকেও বলিলেন-দরজা খুলিয়া দাও। হযরত ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা ঘরে প্রবেশ করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবস্থা দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। তিনি দেখিলেন যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে, গায়ের রং হলুদ বর্ণ ধারণ করিয়াছে, মুখশ্রীর সজীবতা বিলিন হইয়া গিয়াছে। হযরত ফাতেমা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনার এত চিন্তা

কিসের? কিসের চিন্তায় আপনাকে শোকাহত করিয়াছে? যাহার ফলে আপনার এই অবস্থা?

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন যে, হে ফাতেমা! আমার নিকট জিবরাইল (আঃ) আসিয়াছিলেন। তিনি আমাকে দোযখের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করিলেন এবং বলিলেন দোযখের সর্বশেষ স্তরে আমার গোনাহগার উম্মত থাকিবে। ইহার চিন্তা আমাকে এহেন অবস্থায় উপনীত করিয়াছে। হযরত ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহাদেরকে কিভাবে প্রবিষ্ট করানো হইবে? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেনঃ ফিরিশতাগণ তাহাদেরকে দোযখের দিকে টানিয়া লইয়া যাইবে। কিন্তু তাহাদের মুখমণ্ডল কাল হইবেনা নয়নযুগল নীল হইবেনা, বাকশক্তি রুদ্ধ হইবেনা, তাহাদের সাথে শয়তানও থাকিবেনা এবং তাহাদেরকে জিঞ্জির দ্বারাও বাঁধা হইবে না। হযরত ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! ফিরিশতারা কিভাবে টানিয়া লইয়া যাইবে? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেনঃ পুরুষদের দাড়ি ধরিয়া? এবং মহিলাদের বেনী ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইবে। নারী-পুরুষ ও আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই অপমান এবং অপদস্থতার কারণে চিৎকার করিতে থাকিবে। আর এমতাবস্থায় যখন তাহারা দোযখ পর্যন্ত পৌছিবে, তখন দোজখের দারোগা ফিরিশতাদেরকে জিজ্ঞাসা করিবেনঃ তাহারা কে? তাহাদের অবস্থা তো আশ্চর্যজনক। তাহাদের মুখমণ্ডল তো কৃষ্ণবর্ণ নয় আর চোখও নীল নয়, এবং বাকশক্তিও রুদ্ধ নয়। তাহাদের সাথে শয়তানও নাই এবং শিকল দ্বারা তাহাদের গ্রীবাদেশ বাঁধাও হয় নাই। ফিরিশতাগণ উত্তর দিবেন-আমরা কিছুই জানিনা। আমরা শুধু নির্দেশানুযায়ী আপনার নিকটে পৌছাইয়া দিলাম।

তখন দোযখের দারোগা তাহাদেরকে বলিবেন হে দুর্ভাগারা। তোমরাই বল যে তোমরা কে? (এক বর্ণনা মতে তাহারা রাস্তায় হায় মুহাম্মদ! হায় মুহাম্ম! বলিয়া চিৎকার করিতে থাকিবে। কিন্তু দোযখের দারোগাকে দেখা মাত্রই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নাম ভুলিয়া যাইবে) তাহারা জবাব দিবে আমরা ঐ জাতি যাহাদের উপর কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে, রমজানের রোযা ফরয হইয়াছে। দারোগা বলিবেন কুরআন তো শুধু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর অবতীর্ণ হইয়াছে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নাম শোনা মাত্রই তাহারা বলিয়া উঠিবে আমরা হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মত। দারোগা বলিবেন– কুরআন পাকে কি তোমাদেরকে আল্লাহর নাফরমানী থেকে বিরত থাকিতে বলা হয় নাই? তাহারা দোজখের দরজায় অগ্নি দেখিয়া দারোগার নিকট আবেদন জানাইবে যে, আমাদেরকে কাঁদিবার সুযোগ দিন কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাদের নয়নের অশ্রু নিঃশেষ হইয়া যাইবে। অবশেষে চোখ থেকে রক্ত ঝরিতে থাকিবে। দারোগা বলিবেন, আফসোস! যদি দুনিয়াতে এইরূপ কাঁদিতে তাহা হইলে আজকে কাঁদিতে হইত না। দারোগার নির্দেশে তাহাদিগকে দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে।

তখন সবাই لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ বলিয়া চিৎকার করিবে, আর ইহা শোনামাত্র অগ্নি ফিরিয়া যাইবে। দারোগা অগ্নির কাছে ফিরিয়া যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে অগ্নি বলিবে যে, আমি তাহাদেরকে কিভাবে জ্বালাইব, তাহাদের মুখে রহিয়াছে কালেমায়ে তাওহীদ। কয়েকবার এইরূপ ঘটিবে।

অবশেষে দারোগা বলিবে তাহাদেরকে জ্বালানোই আল্লাহর নির্দেশ। তখন অগ্নি তাহাদেরকে জড়াইয়া ধরিবে। কাহারও পা পর্যন্ত কাহারও হাঁটু পর্যন্ত, কাহারও কোমর পর্যন্ত আবার কাহারও গলা পর্যন্ত অগ্নিতে নিমজ্জিত থাকিবে। অগ্নি যখন তাহাদের চেহারা পর্যন্ত পৌছিবে দারোগা বলিবেন– তাহাদের মুখ এবং অন্তর জ্বালাইওনা। কেননা তাহারা দুনিয়াতে নামাযে সিজদাহ করিয়াছিল এবং রমযানে রোযা রাখিয়াছিল। অতঃপর যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করিবেন, তাহারা দোযখেই স্বীয় পাপের শাস্তি ভোগ করিবে। আর তাহারা বার বার আল্লাহকে ডাকিতে থাকিবে। অবশেষে একদিন আল্লাহ পাক জিবরাইল (আঃ) কে বলিবেন, উম্মতে মুহাম্মদিয়ার খবর লও। দেখ, তাহাদের কি অবস্থা? তখন তিনি দৌড়াইয়া দোযখের দারোগার নিকট পৌছিবেন। আর দারোগা দোযখের মধ্যবর্তী স্থানে আগুনের মঞ্চে উপবিষ্ট থাকিবেন। হযরত জিবরাইল (আঃ) কে দেখা মাত্রই অভ্যর্থনার জন দাড়াইয়া যাইবেন এবং উপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন। জিবরাইল (আঃ) উত্তর দিবেন যে, উম্মতে মুহাম্মদিয়ার খবর লাইতে আসিয়াছি। তাহাদের অবস্থা কি? দারোগা উত্তর দিবেন, খুবই খারাপ। অতি সংকীর্ণ স্থানে পড়িয়া রহিয়াছে। অগ্নি তাহাদের শরীর জ্বালাইয়া দিয়াছে আর গোশত ভক্ষণ করিয়া ফেলিয়াছে। শুধুমাত্র মুখমণ্ডল এবং অন্তর অবশিষ্ট রহিয়াছে। যেখানে ঈমানের নুর চমকাইতেছে। জিবরাইল (আঃ) কে দেখা মাত্রই তাহারা বুঝিতে পারিবে যে, তিনি আযাবের ফিরিশতা নহেন। তাহার উজ্জল মুখশ্রীতে অনুগ্রহের অভিব্যক্তি। তাহারা জিজ্ঞাসা করিবে, তিনি কে? এমন সুন্দর মুখশ্রী পূর্বে কখনো তো দেখি নাই। তাহাদিগকে বলা হইবে- তিনি জিবরাইল (আঃ) তিনি হুযুর-এর কাছে ওহী লইয়া যাইতেন। তাহারা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম শোনামাত্রই চিৎকার করিতে থাকিবে। (এবং বলিবে) হে জিবরাইল! আমাদের মনিব হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আমাদের সালাম দিবেন- এবং এই কথাও বলিবেন যে, আমাদের কৃতপাপ আমাদেরকে তাঁহার সংস্পর্শ হইতে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছে এবং ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। জিবরাইল (আঃ) প্রত্যাবর্তন করিবেন এবং মহান অনুগ্রহশীল আল্লাহর দরবারে সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করিবেন।

তখন আল্লাহ পাক বলিবেন- হে জিবরাইল! তাহারা তোমাকে কিছু বলিয়াছে কি? জিবরাইল (আঃ) উত্তর দিবেন-জি, হ্যাঁ। হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি সালাম পৌছাইতে এবং নিজেদের অবস্থার বর্ণনা দিতে বলিয়াছে। আল্লাহ পাক নির্দেশ দিবেন যাও। তাহাদের বার্তা পৌছাইয়া দাও। এই কথা শোনামাত্রই জিবরাইল (আঃ) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমীপে উপস্থিত হইবেন। তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার হাজার

দরজা বিশিষ্ট একটি সাদা মুক্তার তৈরী অট্টালিকায় বিশ্রামরত থাকিবেন। প্রতিটি দরজার উভয় পার্শ্ব স্বর্ণের তৈরী। অতঃপর জিবরাইল (আঃ) সালাম দিবেন এবং বলিবেন- আপনার গোনাহগার উম্মতদের নিকট হইতে আসিয়াছি। তাহারা আপনার প্রতি সালাম বলিয়াছে এবং তাহাদের ধ্বংসের খবরও আপনার নিকট পৌঁছাইতে বলিয়াছে। তাহারা অত্যন্ত অস্থিরতা এবং দুঃখ কষ্টে নিমজ্জিত আছে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই খবর শোনা মাত্রই আরশের নীচে আসিয়া সিজদায় পড়িয়া যাইবেন এবং অভূতপূর্ব শব্দাবলীর দ্বারা আল্লাহর এমন প্রশংসা করিবেন যাহা হুযুরের পূর্বে আর কেউ কোন দিন করে নাই।

আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে নির্দেশ হইবে, মাথা উঠাও! যাহা চাহিবার আছে চাও! অবশ্যই চাহিদা পূরণ করা হইবে। যদি কাহারো জন্য সুপারিশ করিতে চাও তাহা হইলে তাহাও কর, গ্রহণ করা হইবে। আল্লাহর দরবারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবেদন করিবেন- হে মেহেরবান আল্লাহ! আমার গোনাহগার উম্মতের উপর আপনার আযাবের ফয়সালা হইয়া গিয়াছে। আর তাহাদেরকে তাহাদের পাপের শাস্তি দেওয়াও হইয়াছে। এখন তাহাদের সম্পর্কে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। ঘোষণা দেওয়া হইবে যে, আমি আপনার সুপারিশ গ্রহণ করিলাম। এখন আপনি নিজেই সেথায় গমন করুন এবং যে ব্যক্তি لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ পড়িয়াছে তাহাকে দোযখ হইতে বাহির করিয়া আনুন।

অতঃপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোযখের দিকে যাইবেন, দোযখের দারোগা হুযুরকে দেখামাত্রই সম্মানার্থে দাড়াইয়া যাইবেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন- আমার গোনাহগার উম্মতের কি অবস্থা? তিনিও উত্তর দিবেন, খুব খারাপ। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোযখের দরজা খোলার আদেশ দিবেন। তাহারা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখামাত্রই চিৎকার করিয়া বলিবে, ইয়া রাসুলুল্লাহ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম অগ্নি আমাদের চামড়া এবং কলিজা জ্বালাইয়া দিয়াছে। অতঃপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলকে বাহির করিয়া লইবেন। তাহাদের সকলকেই কয়লার ন্যায় কাল বর্ণ দেখা যাইবে। তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে জান্নাতে দরজার পার্শ্বে অবস্থিত রিয্ওয়ান নামক নদীতে নিয়া গোসল দিবেন। তাহাতে গোসল করিয়া তাহারা অতি সুশ্রী যুবকের ন্যায় বাহির হইয়া আসিবে। তাহাদের মুখশ্রী চাঁদের ন্যায় নূরানী হইবে। তাহাদের কপালে লেখা থাকিবে - তাহারা ঐ সকল জাহান্নামী, যাহাদেরকে পাক করুণাময় আল্লাহ তায়ালা মুক্তি প্রদান করিয়াছেন। অতঃপর তাহাদিগকে বেহেশতে প্রবিষ্ট করানো হইবে। তখন অবশিষ্ট দোযখীরা আফসোসের সাথে বলিবে, হায়! যদি মুসলমান হইতাম, তাহা হইলে আজ তাহাদের ন্যায় আমাদেরকেও বাহির করা হইত।

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ

অর্থ ঃ বহু সংখ্যক কাফির (আফসোসের সাথে) এই আকাংক্ষা করিবে যদি তাহারাও মুসলমান হইত।

তারপর মৃত্যুকে বেহেশ্তবাসী এবং দোযখবাসীদের সম্মুখে একটি দুম্বা আকৃতিতে যবেহ করিয়া দেওয়া হইবে এবং এই উভয় দলকে বলা হইবে যে, এখন থেকে আর কাহারও মৃত্যু আসিবেনা, যে যেখানে আছে অনন্তকাল সেখানেই থাকিবে।

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ

অর্থ ঃ হে মুক্তিদাতা! মহান রব! আমাদেরকে দোযখ হইতে মুক্তি দাও।

বেহেশ্ত এবং বেহেশ্তবাসী

বেহেশ্তের হাকীকত

হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন– আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলামঃ বেহেশত কিসের তৈয়ারী? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, পানির তৈয়ারী। আমরা বলিলাম, আমাদের উদ্দেশ্য বেহেশতের অট্টালিকা নিমার্ণ সম্পর্কে অবগত হওয়া। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ বেহেশতের একটি ইট স্বর্ণের অপরটি রূপার আর প্রলেপ হইল মেশকের, ইহার মাটি জাফরানের আর কংকর মুক্তা এবং ইয়াকুতের । যে ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করিবে সে কোন প্রকার নেয়ামত হইতে বঞ্চিত ও নিরাশ থাকিবে না। সে ব্যক্তি অনন্তকাল তথায় বসবাস করিবে। কখনো তাহার মৃত্যু হইবেনা। তাহার পরিধেয় ভুষণ কখনো পুরাতন হইবে না। যৌবনও অটল থাকিবে।

অতঃপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ তিন ব্যক্তির দোয়া ফিরাইয়া দেওয়া হয় না।

(১) আদেল ইমাম অর্থাৎ ন্যায়পরায়ন বাদশা ও বিচারক।

(২) রোযাদারের দোয়া ইফতারের সময়।

(৩) অত্যাচারিত ব্যক্তির দোয়া, তাহার প্রার্থনা মেঘের উপরে উঠাইয়া নেওয়া হয়। আল্লাহ পাক বলেন, কিছু বিলম্ব হইলেও আমি অবশ্যই তোমার সাহায্য করিবে।

বেহেশ্তের বৃক্ষ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ বেহেশ্তে একটি বৃক্ষ আছে। যাহার ছায়ায় বেহেশতবাসীগণ শত বৎসর চলার পরেও উহার ছায়া অতিক্রম করিতে পারিবেনা, অধিকন্তু তাহারা এইরূপ নেয়ামত সমূহ পাইবে, যাহা কোন চক্ষু কখনও অবলোকন করে নাই, কোন কর্ণ উহার বর্ণনা কখনও শ্রবণ করে নাই এবং কোন অন্তর উহার কল্পনাও করে নাই। কুরআন মজিদে বর্ণিত হইয়াছে– فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ

অর্থঃ কেহই জানেনা যে, সেখানে চক্ষুর প্রশান্তি প্রদানকারী কি লুকাইয়া রাখা হইয়াছে।

বেহেশতের একটা সামান্য বিন্দু পরিমাণ স্থানও দুনিয়া এবং দুনিয়াতে যাহা কিছু আছে তাহা হইতে উত্তম।

বেহেশ্তের হুর 'লায়বা'

হযরত ইবনে আব্বাস রাাদিআল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ বেহেশতে লায়বা নাম্নী এক হুর রহিয়াছে। চার বস্তুর সমন্বয়ে তাহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে যথা–

(১) মেশক। (২) আম্বর (এক প্রকার সুগন্ধি দ্রব্য)।

(৩) কর্পূর (ইহাও এক প্রকার সুগন্ধি বিশেষ)।

(৪) জাফরান। প্রভৃতি উপাদান দ্বারা তাহার শরীর গঠন করা হইয়াছে। বেহেশ্তের সমস্ত হুর তাহার প্রতি আসক্ত। যদি সে সাগরে থুথু ফেলে, তাহা হইলে সাগরের পনি মিঠা হইয়া যাইবে। তাহার ললাটে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে 'যে আমাকে পাইতে চায় সে যেন আল্লাহর অনুগত হয়।' হযরত মুজাহিদ রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, বেহেশ্তের ভূমি রূপার এবং মাটি মেশকের হইবে। আর বৃক্ষ মূল রূপার হইবে। ইহার শাখা প্রশাখা সমূহ মুক্তা এবং জবরজদ পাথরের নির্মিত হইবে। পাতা এবং ফল হইবে নিম্নমুখী মূল হইবে উর্দ্ধমুখী। দাঁড়াইয়া, বসিয়া, শুইয়া অর্থাৎ যে ভাবে ইচ্ছা উহার ফল পাড়িতে পারিবে।

বেহেশ্তী ব্যক্তির সৌন্দর্য ও মাধুর্য

হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- বেহেশ্তী ব্যক্তির সৌন্দর্য ও মাধুর্য ক্রমশঃ বাড়িতে থাকিবে। পার্থিব জগতে তো ধীরে ধীরে বার্ধক্য নামিয়া আসে। সেখানে রূপ যৌবনের মাধুর্যের ক্রমোন্নতি হইতে থাকিবে।

বেহেশতের সবচেয়ে বড় নেয়ামত

হযরত সুহায়র রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ যখন বেহেশতীরা বেহেশতে এবং দোযখীরা দোযখে চলিয়া যাইবে, তখন এক ঘোষক ঘোষণা করিবে, হে বেহেশত বাসীগণ! আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রতি এক অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। আল্লাহ পাক উহা পূরণ করিতে চান। তখন বেহেশতীরা বলিবে– সে অঙ্গীকার কি? আল্লাহ পাক কি আমাদের নেকীর পাল্লা ভারী এবং মুখমণ্ডল আলোকিত করেন নাই? তিনি কি আমাদেরকে বেহেশতে প্রবিষ্ট করান নাই? তিনি কি আমাদেরকে দোযখ হইতে মুক্তি দেন নাই?

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভবিষৎ বাণী মোতাবেক পর্দা উঠাইয়া দেওয়া হইবে। বেহেশ্তবাসীরা আল্লাহর দিদার লাভে ধন্য হইবে। বর্ণনাকারী

বলেনঃ আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি, বেহেশতীদের ইহা অপেক্ষা অধিক প্রিয় এবং উত্তম অন্য কোন নিয়ামত হইবেনা। হে আল্লাহ! আমাদের সকলকে এই নেয়ামত দান করুন।

সু-সংবাদ প্রদানের এক অদ্ভুত অবস্থায় জিবরাইল (আঃ)-এর আগমন

হযরত আনাস বিন মালেক রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু-এর বর্ণনা একবার জিবরাইল (আঃ) একটি সাদা আয়নাসহ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আগমন করেন। উহাতে একটি কাল দাগ ছিল। রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেনঃ হে জিবরাইল! ইহা কিসের আয়না?

জিবরাইল (আঃ) উত্তর দিলেন- ইহা জুমার দিন সাদৃশ্য। আর কাল দাগটি প্রতি শুক্রবার দোয়া কবুল হওয়ার সময়। আপনাকে এবং আপনার উম্মতকে ইহার দ্বারা (অর্থাৎ জুমার দিন দ্বারা) অন্যান্য উম্মতের উপর প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। এই দিনে এমন একটি সময় রহিয়াছে যখন প্রতিটি দোয়া কবুল হয়। কিন্তু আমাদের কাছে ইহা একটি অতিরিক্ত দিন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম জিজ্ঞাসা করিলেনঃ অতিরিক্ত দিনের কি অর্থ জিবরাইল (আঃ) উত্তর দিলেন আল্লাহ পাাক বেহেশতে একটি ময়দান নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন যে, সেখানে মেশ্কের একটি টিলা (উচ্চস্থান) রহিয়াছে প্রতি জুমার দিনে সেখানে নূরের মিম্বার বিছাইয়া দেওয়া হয়। উহার উপর আম্বিয়ায়ে কেরায় (আঃ) সমাসীন হন। অপর কতগুলি ইয়াকুত ও যবরজদ পাথর খচিত স্বর্ণের মিম্বারে সিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও নেককারগণ উপবিষ্ট হন। মেশকের সে টিলায় আহলে গারফ বসেন (অর্থাৎ সাধারণ জান্নাতীগণ)। অতঃপর সকলে একত্রে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করেন। আল্লাহ পাক ঘোষণা করিবেনঃ তোমাদের চাওয়ার আছে চাও! তখন সকলেই আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রার্থনা করিবেন। আল্লাহ পাক বলিবেনঃ আমি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট আছি। আমি তোমাদেরকে আমার স্থানে বসবাস করার সুযোগ দিয়াছি এবং স্বীয় পক্ষ থেকে সম্মান করিয়াছি। অতঃপর আল্লাহ তায়ালার জ্যোতি (তাজাল্লী) প্রকাশ পায়। আর তাহারা আল্লাহ পাকের জ্যোতি দেখিতে পায়। সুতরাং এইদিনে তাহাদের সম্মান বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে তাহাদের কাছে জুমার দিন অপেক্ষা অধিক প্রিয় কোন দিন নাই।

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছেঃ আল্লাহ পাক ফিরিশতাদিগকে বলিবেনঃ আমার বন্ধুগণকে আহার করাও। অতঃপর ফিরিশতাগণ বিভিন্ন রকম খাদ্য দ্রব্য উপস্থিত করিবেন। আর তাহারা উহার প্রতি লোকমাতে নিত্য নতুন স্বাদ উপভোগ করিবে। পূনরায় আল্লাহর আদেশে পানীয় দ্রব্যাদি উপস্থিত করা হইবে এবং প্রতি ঢোকে নতুন নতুন স্বাদ অনুভব করিবে। তাহাদের পানাহারান্তে আল্লাহ পাক বলিবেনঃ আমি তোমাদের প্রভু! আমি তোমাদের কাছে যে অঙ্গীকার করিয়াছিলাম উহা তো পুরো করিয়াছি। এখন আর যাহা কিছু চাহিবে উহাই দেওয়া হইবে। আল্লাহর বান্দাগণ বার বার আবেদন করিবে যে, আমরা আপনার সন্তুষ্টি চাই।

"আল্লাহ পাক উত্তর দিবেন, আমি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট আছি" এবং আমার কাছে আরও কিছু রহিয়াছে। আজ তোমাদেরকে এমন এক নিয়ামত দান করিব যাহা ঐ সমস্ত নিয়ামতের উর্ধ্বে। অতঃপর পর্দা উঠাইয়া দেওয়া হইবে এবং সকলেই আল্লাহর নূর (তাজাল্লী) দেখিতে পাইবে আর তৎক্ষণাৎ সিজদায় পড়িয়া যাইবে। আল্লাহ তায়ালার পূনঃনির্দেশ না হওয়া পর্যন্ত সিজদার অবস্থায় থাকিবে। তারপর আল্লাহ পাক বলিবেনঃ মাথা উঠাও! ইহা ইবাদত করার স্থান নহে। বেহেশতবাসীরা আল্লাহর দিদার লাভে সকল নিয়ামত ভুলিয়া যাইবে। তারপর আরশের নিম্নদেশ থেকে সুশীতল সমীরণ প্রবাহিত হইতে থাকিবে। মেশকের শুভ্র টিলা হইতে মেশক উঠিয়া জান্নাতিদের মাথা এবং তাহাদের **অশ্বসমূহের ললাটে** পতিত হইবে। যখন তাহারা (নিজ নিজ বাসভবনে) ফিরিয়া যাইবে। তখন তাহাদের সহধর্মিনীরা বলিবে-"আপনারা তো আরও অধিক -সুন্দর ও সুশ্রী হইয়া ফিরিয়াছেন।

হযরত ইকরামা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন-বেহেশতে নারী পুরুষ উভয়েই তেত্রিশ বৎসর বয়স্ক এবং অতুলনীয় সৌন্দর্যের অধিকারী হইবে। প্রত্যেকের পরিধানে সত্তরটি পোষাক শোভা পাইবে। প্রত্যেক স্বামী স্বীয় সহধর্মিনীর মুখমন্ডল, বক্ষ দেশ ও পাদদেশে স্বীয় দেহাবয়ব দেখিতে পাইবে। অনুরূপভাবে স্ত্রীও স্বামীর মুখমন্ডল ইত্যাদিতে স্বীয় অবয়ব দেখিতে পাইবে। তথায় মুখ ও নাসিকা হইতে দুর্গন্ধ যুক্ত কোন কিছু নির্গত হওয়ার কল্পনাও করা যায় না। এক হাদীছে আছেঃ যদি কোন জান্নাতী হুর আকাশ থেকে তাহার হাতের তালু পৃথিবীর দিকে খুলিয়া ধরে তাহা হইলে সমগ্র বিশ্ব আলোকিত হইয়া যাইবে।

বেহেশতে পেশাব পায়খানার প্রয়োজন হইবে না

যায়েদ বিন আরকাম রাদিআল্লাহু আনহু বলেন যে, কোন এক আহলে কিতাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর সামনে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল 'আপনার মতে বেহেশতে খানাপিনার ব্যবস্থা থাকিবে কি?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন-হ্যাঁ। বেহেশতের মধ্যে তো এক ব্যক্তিকে খানাপিনা ও স্ত্রী সহবাসে শত ব্যক্তির সমপরিমাণ শক্তি দেওয়া হইবে। সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, খানাপিনার পর তো অবশ্যই পেশাব পায়খানা হইয়া থাকে, বেহেশত হইল পবিত্র স্থান। উহাতে এইসব অপবিত্র জিনিস কিভাবে থাকিতে পারে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ বেহেশতে পেশাব পায়খানা করার প্রয়োজন হইবে না। বরং মেশকের সুগন্ধিযুক্ত ঘর্ম নির্গত হইবে শুধু, আর ইহাতেই খাদ্যদ্রব্য হজম হইয়া যাইবে।

বেহেশ্তে 'তোবা' বৃক্ষ

বেহেশতে 'তোবা' বৃক্ষ নামক একটি বৃক্ষ থাকিবে। প্রত্যেক জান্নাতির ঘরে ইহার একটি করিয়া শাখা থাকিবে। আর প্রত্যেক শাখায় বিভিন্ন ধরনের ফল থাকিবে। উটের ন্যায় পক্ষী সমূহ উহার উপরে আসিয়া বসিবে। যদি কোন জান্নাতী কোন পক্ষী আহার করার ইচ্ছা করে তখন সাথে সাথে উহা দস্তর খানার উপর আসিয়া

যাইবে। ঐ ব্যক্তি একই পক্ষীর এক পার্শ্ব হইতে শুকনা গোশত আর অপর পার্শ্ব হইতে ভুনা গোশত আহার করিবে। অতঃপর পক্ষীটি উড়িয়া চলিয়া যাইবে।

বেহেশতবাসীর আকৃতি

ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু এবং আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ আমার উম্মতের সর্ব প্রথম বেহেশতে প্রবেশকারীর মুখশ্রী পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় আলোকিত হইবে। তাহার পর প্রবেশকারীর মুখশ্রী উজ্জল নক্ষত্রের ন্যায় হইবে। অতঃপর একের পর এক বিভিন্ন আকৃতি লাভ করিবে। বেহেশতে পেশাব পায়খানার প্রয়োজন হইবে না এবং নাকে মুখে দুর্গন্ধময় কোন কিছু সৃষ্টি হইবে না। সেখানকার চিরুনী স্বর্ণের তৈরী হইবে আর সুগন্ধ যুক্ত কাঠের তৈয়ারী হইবে। শরীরের ঘর্ম মেশকের ন্যায় সুগন্ধযুক্ত হইবে। সকলের দেহাকৃতি এক ধরনের হইবে। হযরত ঈসা (আঃ)-এর ন্যায় তেত্রিশ বৎসরের যুবক এবং হযরত আদম (আঃ)-এর ন্যায় ষাট হাত দীর্ঘ শ্মশ্রুবিহীন হইবে। ভ্রু এবং পলক ব্যতীত কোথাও কোন লোম থাকিবেনা। গায়ের রং শুভ্র হইবে। পোশাক সবুজ রংয়ের হইবে। যদি কোন ব্যক্তি আহার করার ইচ্ছায় দস্তর খানা বিছায় তাহা হইলে সম্মুখ হইতে এক পক্ষী আসিয়া বলিবে, হে আল্লাহর ওলী! আমি সালসাবীল নামক প্রস্রবনের পানি পান করিয়াছি। আরশের নীচে বেহেশতের বাগানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি এবং অমুক অমুক ফল ভক্ষন করিয়াছি। তখন সে বেহেশতী পাখীর এক পার্শ্ব হইতে রন্ধন করা অপর পার্শ্ব হইতে ভুনা গোশত খাইবে। সত্তর প্রকার পোষাক পরিহিত থাকিবে, তার প্রতিটি পোষাকের রং ভিন্ন হইবে। তাহাদের আংগুল সমূহে দশটি আংটি থাকিবে-

প্রথম আংটিতে লিখা থাকিবে- – سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ

অর্থঃ তোমরা ইহজীবনে ধৈর্য ধারণ করিয়াছিলে তাই তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

দ্বিতীয় আংটিতে লিখা থাকিবে- – اُدْخُلُوْهَا بِسَلَامٍ اٰمِنِيْنَ

অর্থঃ শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে বেহেশতে প্রবেশ কর।

তৃতীয় আংটিতে লিখা থাকিবে-

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِىْ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ –

অর্থঃ এই জান্নাত তোমাদের কৃত আমলের বিনিময় স্বরূপ প্রদান করা হইল।

চতুর্থটিতে লিখা থাকিবে- – رُفِعَتْ عَنْكُمُ الْاَحْزَانُ وَالْهُمُوْمُ

অর্থঃ তোমাদের থেকে চিন্তা ভাবনা দূর করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

পঞ্চমটিতে লিখা থাকিবে- – اَلْبَسْنَا كُمُ الْحُلِىَّ وَالْحُلَلَ

অর্থঃ আমি তোমাদিগকে পোষাক ও অলংকার পরিধান করাইয়াছি।

ষষ্ঠটিতে লিখা থাকিবে- زَوَّجْنٰكُمُ الْحُوْرَ الْعِيْنَ

অর্থঃ আমি তোমাদিগকে ডাগর চোখা হুরের সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করিয়াছি।

সপ্তমটিতে লিখা থাকিবে-

وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُ وَاَنْتُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

অর্থঃ সেথায় তোমাদের আকাংক্ষিত সবকিছুই রহিয়াছে। অধিকন্তু রহিয়াছে তোমাদের নয়নের প্রশান্তিদায়ক বস্তু সমূহ আর সেথায় তোমরা অনন্তকাল থাকিবে।

অষ্টমটিতে লিখা থাকিবে-- وَافَقْتُمُ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ

অর্থঃ তোমরা নবীগণ ও সিদ্দীকীনদের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করিয়াছিলে।

নবমটিতে লিখা থাকিবে- صِرْتُمْ شَبَابًا لَاتَهْرَمُوْنَ

অর্থঃ তোমরা এমন যুবকে পরিণত হইয়াছ যে তোমরা আর বৃদ্ধ হইবে না।

দশমটিতে লিখা থাকিবে- سَكَنْتُمْ فِيْ جِوَارِ مَنْ لَايُؤْذِي الْجِيْرَانِ

অর্থঃ আজ তোমরা এমন লোকের প্রতিবেশী যাহারা স্বীয় প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না।

বেহেশতে প্রবেশের জন্য পাঁচটি শর্ত

যে ব্যক্তি উপরোল্লিখিত নিয়ামত সমূহ লাভ করিতে চায় সে ব্যক্তি যেন নিম্নে পাঁচটি বিষয়ের উপর নিয়মিত আমল করে।

(১) সকল প্রকার পাপ কার্য হইতে বিরত থাকা যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ

وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى -

অর্থঃ যে ব্যক্তি কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ হইতে বিরত থাকিল তাহার ঠিকানা হইবে বেহেশত।

(২) যৎসামান্য পার্থিব সম্পদের উপর সন্তুষ্ট থাকা।

(৩) নেক কাজে খুব আগ্রহী থাকা কেননা বেহেশত তো আমলের বিনিময়েই মিলিবে,

(৪) আল্লাহর নেককার বান্দাদেরকে মহব্বত করা এবং তাহাদের সাথে সাক্ষাৎ করিতে থাকা। তাহাদের মজলিস সমূহে অংশগ্রহণ করিতে থাকা। কেননা কিয়ামতের দিবসে তাহাদের সুপারিশ গ্রহণ করা হইবে। হাদীছে আছে উত্তম লোকদের সহিত গভীর ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন কর কেননা কিয়ামতের দিবসে প্রত্যেকে স্বীয় ভ্রাতার জন্য সুপারিশের অধিকারী হইবে।

(৫) (আল্লাহর দরবারে) বেশী বেশী দোয়া করিতে থাকা, বিশেষ করে বেহেশত এবং উত্তম মৃত্যুর জন্য।

হেকমত পূর্ণ উক্তি

(১) পরকালীন প্রতিদান সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্বেও পার্থিব জগতের প্রতি আসক্ত এবং উহার উপর নির্ভরতা বোকামী এবং মূর্খতা।

(২) আমল সমূহের প্রতিদান জানা থাকা সত্বেও উহার জন্য চেষ্টা ও পরিশ্রম না করা, ইচ্ছাকৃত অন্ধকারে নিমজ্জিত হওয়ার তুল্য।

(৩) সে ব্যক্তিই বেহেশতের সুখ শান্তির অধিকারী হইবে যে পার্থিব সুখ শান্তিকে বর্জন করিয়াছে। বেহেশতে মওজুদ সম্পদ ঐ ব্যক্তিই লাভ করিবে যে তুচ্ছ পার্থিবতা পরিত্যাগ করিয়া তুষ্ট রহিয়াছে।

এক ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তির ঘটনা

কোন এক ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি শাক শজিতে লবণ মিশ্রিত করিয়া রুটি ব্যতীত আহার করিতেন। জনৈক ব্যক্তি তাহার এইরূপ আমল সম্পর্কে তাচ্ছিল্য মূলক প্রশ্ন করিলে তিনি উত্তর দিলেন যে- পার্থিব জগতকে আমি আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করি, যাহাতে আহার্য বস্তুর দ্বারা শক্তি অর্জিত হয় এবং আল্লাহর ইবাদত করিতে পারি, উহার বিনিময়ে বেহেশত লাভ হইবে। আর তুমি তো পার্থিব জগতের মূল্যবান খাদ্য দ্রব্যাদি পায়খানায় পরিণত করার উদ্দেশ্যে আহার কর।

ব্যাখ্যাঃ ইহা তো উল্লিখিত ব্যক্তির ঘটনা। তদনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তির আমল করা সমীচীন নহে। কেননা আল্লাহ প্রদত্ত হালাল নিয়ামত সমূহ ব্যবহার করা শুধু বৈধই নহে বরং আল্লাহর কাছে পছন্দনীয়, আল্লাহ পাক যাহাকে নিয়ামত দান করেন তাহার উপর নিয়ামতের প্রভাব দেখিতে পছন্দ করেন-

আল্লাহ পাক বলেনঃ – وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

অর্থ ঃ স্বীয় প্রভুর নিয়ামত সমূহকে প্রকাশ কর।

ইবরাহীম বিন আদহাম রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর ঘটনা

একবার ইবরাহীম বিন আদহাম রহমতুল্লাহি আলাইহি গোসলখানায় যাইবার ইচ্ছা করিলেন। তখন গোসলখানার মালিক তাহাকে এই বলিয়া ফিরাইয়া দিলেন যে, ভাড়া ব্যতীত প্রবেশ করিতে পারিবেন না। এই কথা শোনা মাত্রই তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, হে আল্লাহ! শয়তানের ঘরে ভাড়া ব্যতীত প্রবেশের অনুমতি প্রদান করা হইতেছেনা আর বেহেশত তো আম্বিয়া এবং সিদ্দীকগণের ঘর সেখানে ভাড়া ব্যতীত কিভাবে প্রবেশের অনুমতি থাকিবে। (অর্থাৎ আমল ব্যতীত কিভাবে প্রবেশের অনুমতি মিলিবে?)।

একটি সুক্ষ্ম বিষয়

আল্লাহ পাক জনৈক নবীর প্রতি ওহী প্রেরণ করিলেন যেঃ হে আদম সন্তান! তোমরা তো অধিক মূল্যে দোযখ ক্রয় করিতেছ, অথচ অল্প মূল্যে বেহেশত ক্রয় করিতেছ না। এই বাণীর ব্যাখ্যা এইরূপ করা হইয়াছে যে, এক ফাসেক বক্তি স্বীয় নাম ধামের জন্য ফাসেকদেরকে নিমন্ত্রণ করে হাজার হাজার টাকা খরচ করা

সাধারণ ব্যাপার মনে করে এবং উহার বিনিময়ে দোযখ ক্রয় করে। আল্লাহর উদ্দেশ্যে দরিদ্র ও ক্ষুধার্তকে নিমন্ত্রণ পূর্বক চার আনা খরচ করা তাহার জন্য কঠিন বলিয়া মনে হয় অথচ ইহাই ছিল বেহেশতের মূল্য

আবু হাযিম রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর উক্তি

আবু হাযিম রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- যদি সমস্ত হৃদয়গ্রাহী বিষয়কে বর্জন করিয়াও বেহেশত লাভ হয়, তাহাও অতি সস্তা দ্রব্য। অনুরূপভাবে সমস্ত দুঃখ কষ্ট স্বীকার করিয়াও যদি দোযখ হইতে মুক্তি লাভ হয় তাহাও অতি সস্তা। অথচ আল্লাহর উদ্দেশ্যে সহস্র হৃদয়গ্রাহী বিষয় থেকে যে কোন একটিকে বর্জন করিলেও বেহেশত লাভ হইবে এবং সহস্র দুঃখ কষ্ট হইতে যে কোন একটি সহ্য করিলেও দোযখ হইতে মুক্তি মিলিবে আর ইহা কতই না সস্তা?

বেহেশতের বিনিময়

হযরত ইয়াহ্ইয়া বিন মুয়ায রাযী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, পার্থিবতা বর্জন করা তো কঠিন ব্যাপার। কিন্তু বেহেশত বর্জন ইহা অপেক্ষা আরও অধিক কঠিন। আর পার্থিবতা বর্জন করাই বেহেশতের বিনিময়।

বেহেশত এবং দোযখের সুপারিশ

হযরত আনাস বিন মালেক রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, যদি কোন ব্যক্তি তিনবার বেহেশত তালাশ করে তাহা হইলে বেহেশত আল্লাহর দরবারে আবেদন করে যে, হে আল্লাহ! তাহাকে বেহেশতে প্রবিষ্ট করিয়া দিন। আর যদি কোন ব্যক্তি তিন বার দোযখ হইতে রেহাই চায়,তাহা হইলে দোযখ আল্লাহর দরবারে আবেদন করে যে, হে আল্লাহ! তাহাকে দোযখ হইতে রেহাই দান করুন।

اَللّٰهُمَّ اَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ اَللّٰهُمَّ اَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ اَللّٰهُمَّ اَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ

হে আল্লাহ! আমাদিগকে বেহেশত দান করুন!!

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাদিগকে দোযখ হইতে রেহাই প্রদান করুন!!
বেহেশতে বন্ধুবান্ধবের সাক্ষাৎ কি সাধারণ অনুগ্রহ? ইহার পরে আবার রহিয়াছে অগণিত ও অফুরন্ত নিয়ামতের সমারোহ।

বেহেশতের বাজার

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ বেহেশতে বাজার থাকিবে। কিন্তু সেথায় ক্রয় বিক্রয় হইবে না। বরং বন্ধু বান্ধবগণ বৃত্তাকারে উপবেশন করিবে এবং পার্থিব জগত সম্পর্কীয় আলাপ আলোচনা করিতে থাকিবে যে, জাগতিক জীবনে কিভাবে আল্লাহর ইবাদত করিয়াছিল। পার্থিব জগতে দরিদ্র এবং সম্পদশালীর অবস্থা কি ছিল। মৃত্যু কিভাবে আগমন করিয়াছিল এবং কত দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া বেহেশতে পৌছিয়াছে।

বেহেশত লাভের জন্য কেউ প্রস্তুত রহিয়াছে কি?

বেহেশতের হাকিকত, উহার নিয়ামত সমূহ এবং বিভিন্ন অবস্থা আপনি অধ্যয়ন করিয়াছেন, সুতরাং বেহেশতে প্রবেশ করার জন্য বোধ হয় অবশ্যই আপনার মন চাহিতেছে এবং সে উদ্দেশ্যে হয়তো বা আল্লাহর দরবারে প্রার্থনাও করিতেছেন। নিঃসন্দেহে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য বেহেশতের আকাংক্ষা থাকা চাই। কিন্তু ঈমান এবং নেক আমল ব্যতিরেকে বেহেশত লাভের ইচ্ছা পোষণ করা এবং শুধুমাত্র দোয়া করিয়াই ক্ষান্ত থাকা নিজেকে ধোকা দেওয়ার নামান্তর। সে ব্যক্তি মুর্খ যে বেহেশতের আকাংক্ষা তো করে কিন্তু গোনাহে লিপ্ত থাকিয়া নেক আমলের পুজি সংগ্রহের ব্যাপারে গাফেল থাকে। মুয়াযযিন আল্লাহর দিকে আহবান করার পরও সে আরামে শুইয়া থাকে। ব্যবসায় লিপ্ত থাকিয়া ওয়াক্তের পর ওয়াক্ত নামায নষ্ট করিতেছে। যাকাত আদায় করার সময় হইলে মালের মহব্বতে প্রাণ বায়ু উড়িয়া যাইতে চায়। রমযান মাস উপস্থিত হইলে রোযা রাখার খবরও থাকে না। হজ্জ ফরজ হইলে সম্পদের মহব্বতে হজ্জ না করিয়াই মরিয়া যায়। ব্যবসায় হালাল হারামের প্রতি বিন্দুমাত্রও লক্ষ্য রাখেনা। অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করাকে বাহাদুরী মনে করে। কুরআন হাদীস শিক্ষা করা এবং শিক্ষা প্রদানকে হীন কাজ বলিয়া মনে করে। দুর্বলদের উপর জুলুম অত্যাচার অবিচার করে, দরিদ্রকে কষ্ট দেয়, আর বলপূর্বক পারিশ্রমিক বিহীন কাজ করাইয়া নেয়। ঘুষ দেওয়া নেওয়া ভাল কাজ বলিয়া মনে করে, এতিমদের সম্পদ আত্মসাৎ করে। বিধবাদের দুর্বলতা ও অসহায় অবস্থা হইতে ফায়দা লুটে। একে অন্যের অধিকার গ্রাস করিয়া লয়। নফল ইবাদতের ভয়ে পালাইতে থাকে। আল্লাহর জিকির হইতে দূরে থাকে। এতদ্বসত্ত্বেও শুধুমাত্র বেহেশতই নহে বরং বেহেশতের উচ্চ মর্যাদার আকাংক্ষা করা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কি হইতে পারে? যদি বেহেশতে যাইতে হয় তাহা হইলে পূর্ণ জীবনই আল্লাহর এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর নির্দেশানুযায়ী জীবন-যাপন করিতে হইবে। কুপ্রবৃত্তিকে দমন করিতে হইবে। এক কবি বলিয়াছেন-সর্বদা গাফেল থাকা তোমার বৈশিষ্ট্য নহে। মনে রাখিও বেহেশত এত সস্তা নহে। দুনিয়া তো পথিকের চলার পথ মাত্র। ইহা অবস্থানের স্থান নহে। আরাম আয়েশ আর যেমন খুশী জিন্দেগী চালাইবার স্থান নহে।

আল্লাহর রহমত

وَرَحْمَتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ

অর্থাৎ- আমার অনুগ্রহ (রহমত) সবকিছুকে পরিবেষ্টন করিয়া আছে।

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর অভিশপ্ত ইবলীস বলিতে থাকে যে, আমিও তো সব কিছুর অন্তর্ভূক্ত। তাই সেও আল্লাহর অনুগ্রহ পাইবে বলিয়া ধারণা করিতে থাকে। অনুরূপভাবে ইহুদী খৃষ্টানরাও আল্লাহর অনুগ্রহের আশা করিতে থাকে। অতঃপর

فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ

অর্থঃ আমি উল্লেখিত অনুগ্রহ এমন সব লোকের উপর বর্ষিত করিব যাহারা শিরক হইতে বাঁচিয়া থাকে, যাকাত আদায় করে, এবং আমার আয়াত সমূহের উপর ঈমান রাখে।

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর অভিশপ্ত ইবলীস আল্লাহ হইতে নিরাশ হইয়া গেল। কিন্তু ইহুদী খৃষ্টানরা বলিতে লাগিল, আমরা তো শিরক হইতে বাঁচিয়া থাকি এবং যাকাতও আদায় করি এবং আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহের উপর ঈমান রাখি। অতঃপর–

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِىَّ الْاُمِّىَّ الخ

অর্থ ঃ যাহারা উম্মী রাছুলকে অনুসরণ করে।

অত্র আয়াতাংশ অবতীর্ণ হওয়ার পর ইহুদী-খৃষ্টানরাও নিরাশ হইয়া গেল। এখন শুধু মুমিন ব্যক্তিগণই ইহার অধিকারী হিসাবে অবশিষ্ট রহিল। প্রতিটি মুমিন ব্যক্তি আল্লাহ পাকের এই মহান অনুগ্রহের প্রতি সীমাহীন কৃতজ্ঞ হওয়া চাই।

ইয়াহ্ইয়া বিন মুয়ায রাযী রাদিআল্লাহু আনহু -এর দোয়া এবং আশা

ইয়াহ্ইয়া বিন মুয়ায রাযী রাদিআল্লাহু আনহু বলিতেন-

(১) হে আল্লাহ! আপনি দুনিয়াতে রহমতের মাত্র এক অংশ অবতীর্ণ করিয়াছেন। ইহার দ্বারা ইসলামের ন্যায় মহামূল্য সম্পদ আমাদিগকে দান করিয়াছেন। যখন আপনি একশত রহমত অবতীর্ণ করিবেন তখন আপনার কাছ থেকে ক্ষমা পাওয়ার আশা করিব না কেন?

(২) হে আল্লাহ! আপনার অনুগতদের জন্য আপনার পক্ষ হইতে সওয়াব নির্ধারিত রহিয়াছে। আর আপনার রহমত গোনাহগারদের জন্য, আমি তো আপনার অনুগত না হওয়া সত্ত্বেও আপনার সওয়াব পাওয়ার আশা রাখি। তাহা হইলে গোনাহগার হইয়া আপনার রহমতের আশা করিব না কেন?

(৩) হে আল্লাহ! আপনি স্বীয় বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করার জন্য বেহেশত প্রস্তুত করিয়াছেন। কাফেরদের ইহা হইতে নিরাশ ও বঞ্চিত করিয়াছেন। ফিরিশতাদের তো বেহেশতের প্রয়োজনই নাই। আপনিও ইহার মুখাপেক্ষী নহেন। সুতরাং বেহেশত আমাদের ব্যতীত অন্য আর কাহার জন্য?

আল্লাহর রহমত হইতে কাহাকেও নিরাশ করিও না

একদিন কোন এক সাহাবীকে হাসিতে দেখিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসন্তুষ্টির সহিত বলিলেন-তোমরা হাসিতেছ অথচ তোমাদের পিছনে রহিয়াছে জাহান্নাম। ভবিষ্যতে যেন তোমাদেরকে হাসিতে না দেখি। এই কথা বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। অতঃপর হঠাৎ করিয়া তিনি ফিরিয়া আসিয়া বলিলেনঃ এখনই জিবরাইল (আঃ) পয়গাম লইয়া আসিয়াছেন যে, আল্লাহ পাক

বলেনঃ "আপনি আমার বান্দাগণকে আমার রহমত হইতে নিরাশ করিয়া দিয়াছেন। তাহাদেরকে আপনি বলিয়া দিন যে, আমি ক্ষমাশীল ও দয়াশীল এবং আমার শাস্তিও মর্মন্তুদ।"

চারটি বিষয় কসম করিয়া বলা যায়

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু হযরত আব্দুর রহমান রাদিআল্লাহু আনহুকে বলেন যে, তিনটি বিষয় কসম করিয়া বলা যায়। আর চতুর্থ বিষয়ে যদি আপনি কসম করেন, তাহা হইলে আমি আপনার কসমের সত্যতার সাক্ষ্য দিব।

(১) আল্লাহ যাহাকে দুনিয়াতে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিবেন, কিয়ামতের দিনও তাহাকেই বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিবেন, অন্যকে নহে।

(২) অমুসলিমদের সাথে আল্লাহ পাক যে ব্যবহার করিবেন, মুসলমানদের সাথে অবশ্যই তদ্রুপ ব্যবহার করিবেন না। (মুসলমান যতই দুর্বল ঈমান ওয়ালা হউক না কেন?)

(৩) যে ব্যক্তি জাগতিক জীবনে যাহাকে ভালবাসিবে কিয়ামতের ময়দানে সে তাহারই সাথে থাকিবে।

(৪) আল্লাহ পাক ইহজগতে যাহার আয়েব ঢাকিয়া রাখিবেন। কেয়ামতের দিন অবশ্যই তাহা ঢাকিয়া রাখিবেন।

শাফায়াত গোনাহগারদের জন্য হইবে

হযরত জাবের রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত- রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আমার শাফায়াত উম্মতের মধ্যে গোনাহগার ব্যক্তিদের জন্য নির্ধারিত। যে ব্যক্তি শাফায়াতের কথা অস্বীকার করিবে সে আমার শাফায়াত হইতে বঞ্চিত থাকিবে।"

শিক্ষামূলক একটি ঘটনা

হযরত জিবরাইল (আঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- কে একটি ঘটনা বর্ণনা করিলেন যে, এক ব্যক্তি পাঁচশত বৎসর পর্যন্ত পাহাড়ের শৃঙ্গে ইবাদত করিতেছিল। পাহাড়ের চতুষ্পার্শ্বে লবণাক্ত পানি ছিল। আল্লাহ পাক তাহার জন্য পাহাড়ের মধ্যে মিঠা পানির একটি ছোট প্রস্রবন প্রবাহিত করিলেন। আর একটি ডালিম গাছ উদগত করিলেন। লোকটি প্রতিদিন ডালিম খাইত আর মিঠা পানি পান করিত এবং তাহা দ্বারা অজু করিত। একদিন সে আল্লাহর কাছে দোয়া করিল- 'হে আল্লহ! আমার প্রাণ যেন সিজদা করা অবস্থায় বাহির হয়' আল্লাহ পাক তাহার দোয়া কবুল করিলেন। হযরত জিবরাইল (আঃ) বলেন- আমরা আসমান থেকে উঠানামা করার সময় তাহাকে সিজদারত অবস্থায় দেখিতে পাইতাম। জিবরাইল (আঃ) আরও বলেন যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক তাহার সমন্ধে বলিবেন আমার রহমতে আমার এই বান্দাকে বেহেশতে প্রবিষ্ট কর। কিন্তু সে ব্যক্তি বলিবে– না! বরং আমাকে স্বীয় আমলের বিনিময়ে বেহেশতে প্রবিষ্ট করুন।

আল্লাহ পাক ফিরিশতাদের নির্দেশ দিবেনঃ আমার প্রদত্ত নিয়ামত সমূহকে এই বান্দার আমলের সাথে তুলনামূলক পরিমাপ কর। পরিমাপ করার পর দেখা যাইবে যে, তাহার পাঁচশত বৎসরের ইবাদত শুধু দৃষ্টিশক্তির বিনিময়ে শেষ হইয়া যাইবে আর আল্লাহর নেয়ামতের শেষ নাই। অতঃপর তাহাকে দোযখের দিকে লইয়া যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইবে। ফিরিশতাগণ তাহাকে দোযখের দিকে লইয়া চলিবে। কিছু দূর যাওয়ার পর বান্দা আবেদন করিবে যে, হে আল্লাহ! আমাকে আপনার অনুগ্রহ ও মেহেরবানীতে বেহেশতে প্রবিষ্ট করুন। তখন তাহাকে ফিরাইয়া আনার হুকুম হইবে। অতঃপর তাহাকে আল্লাহ পাকের সামনে দাঁড় করাইয়া কতগুলি প্রশ্ন করা হইবে। যেমনঃ

প্রশ্নঃ হে বান্দা! তোমাকে কে সৃষ্টি করিয়াছেন?

উত্তরঃ হে আল্লাহ! আপনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

প্রশ্নঃ তোমার সৃষ্টি তোমার আমলের বিনিময়ে হইয়াছে, না আমার রহমতে হইয়াছে?

উত্তরঃ আপনার রহমতে হইয়াছে।

প্রশ্নঃ পাঁচশত বৎসর ইবাদত করার শক্তি ও তৌফিক তোমাকে দান করিয়াছে কে?

উত্তরঃ হে মহান রব! আপনি দান করিয়াছেন।

প্রশ্নঃ সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত পর্বতে তোমাকে পৌছাইয়াছে কে? লবণাক্ত পানির মধ্যে মিঠাপানির প্রস্রবন কে প্রবাহিত করিয়াছে? ডালিম গাছ কে উদগত করিয়াছে? তোমার আবেদন মোতাবেক সিজদা অবস্থায় তোমার মৃত্যু কে দিয়াছে?

উত্তরঃ হে মহান রাব্বুল আলামীন! এই সব কিছু আপনি করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ পাক বলিবেন যে, এই সব কিছু আমার রহমতে হইয়াছে। আর আমি স্বীয় রহমতেই তোমাকে বেহেশতে প্রবিষ্ট করিব।

সুসংবাদ

মৃত্যুকালে যাহার অন্তরে আশা এবং ভয় উভয় একত্রিত হয় আল্লাহ পাক তাহার আশা অনুযায়ী কাংক্ষিত বিষয় দান করেন এবং তাহার ভয় দূর করেন।

মূল্যবান উক্তি

হযরত ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- কিয়ামতের দিবসে আল্লাহ পাকের সীমাহীন রহমতের জোয়ার দেখিয়া অবস্থা এমন হইবে যে, শয়তান পর্যন্ত আল্লাহর রহমত লাভের এবং মুক্তি পাওয়ার আশা করিবে। ফুযায়ল বিন আয়ায রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন যে, সুস্থ অবস্থায় (অসুস্থতার) ভয় থাকা ভাল। যাহাতে অধিক আমল করার জন্য চেষ্টা করিতে পারে এবং অসুস্থতা ও দুর্বলতায় সুস্থতার আশা থাকা ভাল যাহাতে নিরাশ না হইয়া পড়ে।

আল্লাহর ক্ষমা প্রদর্শনের বিষ্ময়কর ঘটনা

আহমদ বিন সুহায়ল বলেন আমি স্বপ্নে ইয়াহইয়া আকতাম-এর সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আল্লাহ পাক আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন? তিনি বলিলেন- আল্লাহ পাক আমাকে বলিলেন যে, হে শায়খ! তুমি তো অনেক কাজ করিয়াছ? আমি বলিলাম, হে রব! এই সম্পর্কে আমি এখন আপনার সাথে কোনরূপ আলোচনা করিবনা। আল্লাহ পাক বলিলেন, তাহা হইলে কি সম্পর্কে আলোচনা করিবে? আমি বলিলাম যে, আমাকে আব্দুর রায্যাক আর আব্দুর রায্যাককে যুহরী- এবং তাহাকে হযরত আরওয়া আর তাহাকে হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা এবং হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে হযরত জিবরাইল (আঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, আপনি বলিয়াছেন- আমি কোন বৃদ্ধলোককে আযাব দিতে ইচ্ছা করিলেও বার্ধক্যের দিকে খেয়াল করিয়া তাহাকে আযাব প্রদান করিতে লজ্জা বোধ করি। "হে প্রভু! আমি তো অতিশয় বৃদ্ধ।" আল্লাহ পাক বলেন যে, তাহারা (বর্ণনাকারীগণ) সকলেই সত্য বলিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে ব্যাপার এইরূপই যাহা তাহারা বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত ইয়াহইয়া বলেন যে, অতঃপর আমার জন্য বেহেশতের ফয়সালা করা হইয়াছে।

পরিপূর্ণ উপদেশ

একদা হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁদিতেছেন। হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু ক্রন্দনের কারণ জানিতে চাহিলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- আমার কাছে জিবরাইল (আঃ) আসিয়া বলিয়াছেন যে, আল্লাহ পাক বৃদ্ধ লোকদিগকে তাহাদের বার্ধ্যকের খাতিরে আযাব প্রদান করিতে লজ্জা বোধ করেন। তাহা হইলে বৃদ্ধ লোকেরা আল্লাহ পাকের নাফরমানী করিতে কেন লজ্জা বোধ করে না? আল্লাহ পাকের এই অসাধারণ পুরস্কার ও সম্মান প্রদানের বিনিময়ে মুসলমানগণ আল্লাহ পাকের সীমাহীন শুকরিয়া আদায় করা এবং তাহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকা উচিত। আর তাহাদের আল্লাহ পাকের কাছে এবং কেরামান কাতেবীন নামক ফিরিশতা দ্বয়ের কাছে লজ্জা বোধ করা এবং সর্ব প্রকার গোনাহ হইতে সম্পূর্ণরূপে বাঁচিয়া থাকা কর্তব্য। কারণ মৃত্যু কখন আসে তাহা কেহই বলিতে পারেনা। বিশেষ করিয়া বৃদ্ধ বয়সে তো অবশ্যই লজ্জা বোধ করা উচিত। কেননা শস্যক্ষেত্রের শস্য যখন পাকিয়া যায় তখন তাহা সাথে সাথেই কাটিয়া লওয়া হয়। শৈশবকালে যৌবনের, যৌবনকালে বার্ধক্যের আশা থাকে। কিন্তু বার্ধক্য আসিয়া গেলে মৃত্যু ব্যতিত আর আশা করা যাইতে পারে কি?

আল্লাহ পাকের আরশের ছায়া সাত প্রকারের লোকের উপর পতিত হইবে

কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের আরশের ছায়া ব্যতীত অন্য কোন জিনিসের ছায়া থাকিবে না। তখন আল্লাহ পাক সাত প্রকার লোককে স্বীয় আরশের নীচে ছায়া প্রদান করিবেন।

(১) সুবিচারক বা ন্যায় পরায়ন বাদশাহ।

(২) যৌবনকালে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল ব্যক্তি। (প্রত্যেকের ইবাদতই আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় কিন্তু যৌবন কালের ইবাদত সর্বাধিক পছন্দনীয়)

(৩) এমন ব্যক্তি যাহার অন্তর সর্বদা মসজিদের সাথে লটকাইয়া থাকে। (অর্থাৎ সর্বদা সে নামাযের অপেক্ষায় থাকে)

(৪) এমন দুই ব্যক্তি যাহারা শুধু আল্লাহর ওয়াস্তে অপরকে ভালবাসে।

(৫) এমন ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহ পাকের স্মরণ করিয়া ক্রন্দন করে।

(৬) যে ব্যক্তি এত গোপনে দান করে যে, তাহার নিজেরও জানা থাকে না যে কত দান করিয়াছে।

(৭) যাহাকে পরমা সুন্দরী যুবতী অবৈধ কার্যের দিকে আহবান করে, সে এই বলিয়া কাটিয়া পড়ে যে, আমি আল্লাহকে ভয় করি।

দোয়াঃ হে আল্লাহ! সমস্ত মুসলমানদিগকে এবং তাহাদের তোফায়েলে এই গোনাহগারকে উল্লিখিত গুণাবলী দ্বারা সুশোভিত করিয়া আপনার আরশের ছায়ার নীচে স্থান পাওয়ার তৌফিক দান করুন! আমীন!

সৎকার্যের আদেশ ও অসৎ কার্যের নিষেধ

বিশেষ কিছু লোকের বদ আমলের কারণে ব্যাপকভাবে আযাব অবতীর্ণ হয় না। কিন্তু যদি বদ আমল ব্যাপকভাবে হইতে থাকে এবং তাহা বাধা না দেওয়া হয়, তাহা হইলে ব্যাপকভাবে আযাব অবতীর্ণ হয়। আর বিশেষ ও সাধারণ, সর্ব প্রকারের লোক এই আযাবের শিকারে পরিণত হয়। ফকীহ আবুল লায়ছ (রহঃ) বলেন-

আল্লাহ পাক হযরত ইউসা বিন নুন (আঃ) কে বলেন যে, আমি তোমার সম্প্রদায় থেকে চল্লিশ হাযার নেককার লোক এবং ষাট হাজার বদকার লোক ধ্বংস করিব। হযরত ইউসা বিন নুন (আঃ) বলেন- বদকার লোকদের ধ্বংস করার ব্যাপারে তো কোন পশ্ন নাই, কিন্তু নেককার লোকদের কি অপরাধ? আল্লাহ পাক বলেন- নেককার লোকেরা বদকার লোকদিগকে অসৎকর্ম হইতে বাধা প্রদান করে নাই, তাহাদের কৃত অসৎকর্ম খারাপ বলিয়া ঘৃণাও করে নাই, বরং তাহাদের সাথেই একত্রে পানাহার করিয়াছে।

সুসংবাদ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ কতক লোক এমন রহিয়াছে যাহারা সৎকার্যের প্রচার ও প্রসার করে এবং অসৎ কার্য প্রতিরোধ করিতে থাকে। আর কতক লোক এমন রহিয়াছে যাহারা অসৎ কার্যের প্রচার ও প্রসার করে এবং সৎকার্য প্রতিরোধ করিয়া থাকে। যাহারা সৎকার্যের প্রচার ও প্রসার করে অসৎ কার্যের প্রতিরোধ করে, তাহাদের জন্য সুসংবাদ রহিয়াছে।

আর যাহারা অসৎ কার্যের প্রচার ও প্রসার করে এবং সৎকার্য প্রতিরোধ করে তাহাদের জন্য রহিয়াছে ধ্বংস।

মুমিন ও মুনাফিকের পরিচয়

সৎকার্যের আদেশ করা আর অসৎ কার্যের নিষেধ করা মুমিনের আলামত। কুরআন পাকে আল্লাহপাক ঘোষণা করিয়াছেন-

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

অর্থঃ মুমিন নরনারী পরস্পর পরস্পরের বন্ধু (হিতাকাংখী)। একে অপরকে সৎকার্যের আদেশ করে আর অসৎ কার্যের নিষেধ করে।

আল্লাহ পাক আরও বলেন-

اَلْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ

অর্থঃ মুনাফিক নরনারী সকলে এক এক নীতির অনুসারী। তাহারা অসৎকার্যের আদেশ করে আর সৎকার্য হইতে নিষেধ করে।

সুতরাং সৎকার্যে নিষেধ করা আর অসৎ কার্যে আদেশ করা মুনাফিকের পরিচয়। হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু এর বাণী-সৎকার্যের আদেশ মুমিনের কোমরকে মজবুত করে আর অসৎ কার্যের নিষেধ মুনাফিককে অপদস্থ করে।

সৎকার্যের আদেশ করার জন্য যোগ্যতার প্রয়োজন

হযরত আবু দারদা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- যে ব্যক্তি তাহার ভ্রাতাকে (অর্থাৎ অন্যকে) অন্যান্য মানুষের সামনে উপদেশ প্রদান করিল, সে তাহাকে অপদস্থ করিল। আর যে তাহাকে নির্জনে একাকী অবস্থায় উপদেশ প্রদান করিল সে তাহাকে সুশোভিত করিল। (নির্জনতায় যে উপদেশ প্রদান করা হয় তাহা প্রভাব বিস্তার করে। প্রত্যেক ব্যক্তি তাহা কবুল করিয়া লয় এবং উপদেশ অনুযায়ী আমল করার চেষ্টা করে। আর মানুষ আমল দ্বারাই সুশোভিত হয়।)

সৎকার্যের প্রতি আহবান বর্জন করিলে অত্যাচারী শাসনকর্তা চাপাইয়া দেওয়া হয়

হযরত আবু দারদা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- হে মানুষ! সৎকার্যের দিকে আহবান আর অসৎ কার্যের নিষেধ করিতে থাক। অন্যথায় আল্লাহ পাক তোমাদের উপর এমন শাসনকর্তা চাপাইয়া দিবেন যে, সে তোমাদের বড়দের সম্মান করিবে না, ছোটদেরকে স্নেহ করিবেনা। তোমাদের মধ্যে যাহারা নেককার তাহারা দোয়া করিলেও দোয়া কবুল হইবেনা। আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করিলেও সাহায্য করা হইবে না। আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেও তাহা কবুল হইবে না।

সৎকার্যের আদেশ ও অসৎকার্যে নিষেধের ভিত্তি স্তর

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- যদি কোথাও কোন অসৎ কার্য হইতেছে দেখ। তাহা হইলে তোমরা তাহা হাত দ্বারা বাধা প্রদান

কর। যদি হাত দ্বারা বাধা দেওয়ার শক্তি না হয় তাহা হইলে মুখের কথার দ্বারা বাধা প্রদান কর। ইহা করারও যদি সামর্থ্য না থাকে তাহা হইলে তাহা অন্তর দ্বারা খারাপ জান। আর ইহা হইল ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর। ওলামাদের কেহ কেহ বলেন যে, হাত দ্বারা বাধা প্রদান করা সর্দার প্রধানদের কার্য, কথা দ্বারা বাধা প্রদান করা ওলামাদের দায়িত্ব, অন্তরের দ্বারা খারাপ জানা সাধারণ লোকের কার্য।

চিত্তাকর্ষক কাহিনী

এক ব্যক্তি একস্থানে কিছু লোককে বৃক্ষের পূজা করিতে দেখিয়া রাগে ফুলিয়া উঠিল। ঘরে ফিরিয়া একটি কুঠার হাতে লইয়া গাধার পিঠে আরোহন করিয়া বৃক্ষটি কাটিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যে চলিল। পথিমধ্যে অভিশপ্ত শয়তানের সাথে সাক্ষাৎ হইল। শয়তান বলিল- 'হযরত কোথায় রওয়ানা হইয়াছেন?' সে বলিল- অমুক স্থানে কতক লোক একটি বৃক্ষের পূজা করিতেছে আমি বৃক্ষটির মুলোৎপাটনের উদ্দেশ্যে চলিয়াছি। শয়তান বলিল- 'আপনি আবার কোথায় গিয়া ঝগড়ায় পরিয়া যাইবেন। এই চিন্তা পরিত্যাগ করুন। যে অভিশপ্ত ইহার পুজা করিবে পরকালে সে ইহার শাস্তি ভোগ করিবে।' উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি হইতে হইতে ঝগড়া হইয়া গেল। তিনবার মারপিট হইল। অবশেষে ইবলিস বুঝিতে পারিল যে, এই লোকটিকে তো এমনিভাবে বশ করা যাইবে না। তাই সে নতুন চাল শুরু করিল। ইবলিস বলিল- আপনি এই চিন্তা পরিত্যাগ করুন। ইহার বিনিময়ে আমি আপনাকে প্রতিদিন চার দেরহাম দিতে থাকিব। প্রত্যুষে বিছানার নীচে তাহা মিলিবে। শয়তানের এই চালটি কার্যকরী হইল। সে বলিল- সত্যিই এইরূপ করিবে? শয়তান বলিল- হ্যাঁ, পাকাপোক্ত ওয়াদা করিতেছি। অতঃপর সে ব্যক্তি ঘরে ফিরিয়া আসিল। প্রতিদিন তার বিছানার নীচ হইতে চার দেরহাম করিয়া পাইতে লাগিল হঠাৎ একদিন ওয়াদাকৃত দেরহাম বিছানার নীচে পাওয়া গেল না। লোকটি রাগে ফুলিয়া পূনরায় কুড়াল লইয়া বৃক্ষটি কাটিতে রওয়ানা হইল। পথিমধ্যে পুনরায় শয়তানের সাথে সাক্ষাৎ হইল। শয়তান জিজ্ঞাসা করিল, হযরত কোথায় রওয়ানা হইয়াছেন? সে বলিল- অমুক স্থানে যে গাছটির পুজা হইতেছে তাহা কাটিবার জন্য চলিয়াছি। শয়তান বলিল- থাম মিয়া, এই কাজ তোমার দ্বারা সম্ভব নহে। প্রথমতো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বৃক্ষটি কাটিতে চলিয়াছিলে। তখন আমি সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া তোমাকে বাধা দিতে চাহিলেও পারিতাম না। এখন তুমি তো আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যাইতেছনা। বরং শুধু চারটি দেরহাম লাভের উদ্দেশ্যে চলিয়াছ। এখন যদি আর এক পাও সামনে বাড়াও তাহা হইলে আর রক্ষা নাই। মাথা উড়াইয়া দিব। অতঃপর সে বেগতিক হইয়া বৃক্ষ কাটার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইল।

মোবাল্লেগদের জন্য পাঁচ শর্ত

(১) আলেম হওয়া- সৎ কার্যের আদেশ করার জন্য ইসলামে অপরিহার্য শর্ত। (জাহেল ইলম ব্যক্তি) সৎ কার্যের আদেশ করার যোগ্য নয়।

(২) এখলাস থাকা-এখলাস আমলের প্রাণ। এখলাস ব্যতীত কোন আমল কবুল হয় না।

(৩) আখলাক ও মহব্বত থাকা- বদমেজাজী ও কর্কশ ব্যক্তির উপদেশ অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করেনা।

(৪) ধৈর্য্যশীল হওয়া- তাবলীগ করিতে বাহির হইলে নিঃসন্দেহে বিপদাপদের সম্মুখীন হইতে হয়। অধিকন্তু বিভিন্ন মেজাজ বিশিষ্ট লোকের সংস্পর্শে আসিতে হয়। সুতরাং ধৈর্যশীল না হইলে স্বীয় উদ্দেশ্যে সফলতা লাভ করা সম্ভব নহে।

(৫) অপরকে যে উপদেশ প্রদান করিবে নিজেও তাহা আমল করিবে- অন্যথায় অন্যের উপর তাহার উপদেশ কোন প্রকার প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবেনা। অথবা মোবাল্লেগ নিজেই অন্যের তিরস্কার হইতে বাঁচার উদ্দেশ্যে কোন কথা খুলিয়া বলিবেনা।

হাদীসঃ হযরত হোযায়ফা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- হে মানুষ! তোমরা সৎকর্মের আদেশ করিতে থাক, আর অসৎ কর্ম হইতে মানুষকে বাধা দিতে থাক। অন্যথায় এমন সময় আসার সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, তোমাদের উপর আল্লাহর আযাব আসিবে আর তখন তোমরা দোয়া করিবে, কিন্তু তোমাদের দোয়া কবুল করা হইবে না। (তিরমীজি ও ইবনে মাজা)।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- যে ব্যক্তি কোন অত্যাচার হইতে দেখিয়া বাধা দিলনা সে যেন আল্লাহর ব্যাপক আযাবের জন্য অপেক্ষা করে। (আবু দাউদ)

তওবা

হযরত হামযা রাদিআল্লাহু আনহু-এর হত্যাকারী হযরত ওহাশী রাদিআল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণের পূর্বে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট চিঠি লিখলেন- 'আমি তো মুসলমান হইতে চাই। কিন্তু নিম্নল্লিখিত আয়াত আমার ইসলাম গ্রহণের পথে প্রতিবন্ধক হইয়া রহিয়াছে।'

وَالَّذِيْنَ لَايَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَايَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ
اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا -

অর্থঃ যাহারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহাকেও উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করেনা, কাহাকেও নাহক হত্যা করেনা এবং ব্যভিচার করে না তাহারা নেককার। আর যাহারা এইসব কার্য করিয়াছে-তাহারা পাপী। হযরত ওহাশী রাদিআল্লাহু আনহু লিখেন-আমি আয়াতে উল্লিখিত কর্মত্রয়ের প্রত্যেকটি করিয়াছি, আমার জন্য তওবা করার সুযোগ রহিয়াছে কি? তাহার এই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়

اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا -

অর্থঃ কিন্তু যাহারা তওবা করিয়াছে; ঈমান গ্রহণ করে আর নেককাজ করে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লেখিত আয়াতটি হযরত ওহাশী রাদিআল্লাহু আনহু-এর পত্রের উত্তরে লিখিয়া পাঠান। কিন্তু ওহাশী রাদিআল্লাহু আনহু পুনরায় চিঠি লিখেন যে, আয়াতে নেক কাজ করার শর্ত লাগানো হইয়াছে। আমি নেক কাজ করিতে সক্ষম হইব কি হইবনা এই সম্পর্কে কিছুই বলিতে পারি না। তাহার এই পত্রের উত্তরে নিম্নোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়- ان

إِنَّ اللّٰهَ لَايَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ

অর্থঃ আল্লাহ পাক শিরক ক্ষমা করেন না। ইহা ব্যতীত যাহা ইচ্ছা করেন ক্ষমা করিয়া দেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্র আয়াত চিঠিতে লিখিয়া ওহাশী রাদিআল্লাহু আনহু-এর নিকট পুনরায় প্রেরণ করেন। ওহাশী রাদিআল্লাহু আনহু পুনরায় চিঠি লিখেন যে- অত্র আয়াতেও মার্জ্জনা আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। আমার জন্য আল্লাহর ইচ্ছা হইবে কিনা সে বিষয়ে আমি অবগত নহি। অতঃপর উহার জবাবে নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়

قُلْ يَا عِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَاتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ -

"হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম!) আপনি আমার এই বাণীটি পৌছাইয়া দিন যে, হে আমার সীমা লংঘনকারী বান্দাগণ! তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হইওনা। আল্লাহপাক তোমাদের সমস্ত গোনাহ্ মাফ করিয়া দিবেন। তিনি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

অতঃপর ওহাশী রাদিআল্লাহু আনহু মদিনায় আসিয়া ইসলাম গ্রহণ করেন।

মানুষের আচরণ বড়ই আশ্চর্যজনক

মুহাম্মদ বিন মোতাররাফ -এর সূত্রে আল্লাহ পাকের বাণী বর্ণনা করা হইয়াছে, আল্লাহ পাক বলেন- "মানুষের আচরণ বড়ই আশ্চর্যজনক। সে পাপ করিয়া আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেই। কিন্তু আবার গোনাহ করিয়া আবার ক্ষমা প্রার্থনা করে। এইবারও আমি তাহাকে ক্ষমা করি। সে পাপ কার্যও পরিত্যাগ করেনা আবার আমার রহমত থেকেও নিরাশ হয়না। হে ফিরিশতাগণ! তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিলাম।"

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ গোনাহ করার পর গোনাহ থেকে আল্লাহ পাকের নিকট তওবা করা এবং গোনাহের কার্যে অটল না থাকা উচিত। তওবাকারীকে গোনাহের কার্যে অটল আছে বলা যাইবে না, যদিও এক দিনে সত্তরবার গোনাহ করে।

মৃত্যুর পূর্বেও তওবা কবুল হয়

হযরত হাসান বসরী রহমতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আল্লাহ পাক ইবলীসকে পৃথিবীতে নামাইয়া

দেওয়ার পর ইবলীস বলিয়াছিল, 'হে আল্লাহ! আপনার ইজ্জত ও সম্মানের শপথ করিয়া বলিতেছি যে-যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের দেহে প্রাণ থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাকে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টায় লিপ্ত থাকিব?' আল্লাহ পাক বলেন- "আমিও স্বীয় ইযযত ও সম্মানের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, মুমুর্ষ অবস্থার পূর্ব পর্যন্ত আমিও মানুষের তওবা কবুল করিতে থাকিব।"

অভিশপ্ত ইবলীসের আক্ষেপ ও নৈরাশ্য

এক রেওয়ায়েতে আসিয়াছে যে, মানুষ একটি গোনাহ করিলে লেখ হয় না। দ্বিতীয় গোনাহ্ও লেখ হয় না। পাঁচটি গোনাহ করার পরে তাহার গোনাহ লেখা হয়। অতঃপর যদি একটি নেকী করে তাহা হইলে পাঁচটি নেকী লেখা হয়। আর এই পাঁচটি নেকীর পরিবর্তে কৃতগোনাহ্ পাঁচটি মাফ করিয়া দেওয়া হয়। তখন ইবলীস নিরাশ হইয়া আক্ষেপ করিয়া বলিতে থাকে, এইরূপ হইলে আমি কিভাবে মানুষকে স্বীয় আওতায় আনিতে সক্ষম হইব? তাহার একটি নেকীই তো আমার সমস্ত পরিশ্রম নষ্ট করিয়া দিয়াছে।

আল্লাহর আরেফদের ছয়টি বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ পাকের পরিচয় পাইয়াছে এমন লোকদের ছয়টি বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে-

(১) আল্লাহ পাককে স্মরণ করার নিয়ামত বড় বলিয়া মনে করা (অর্থাৎ এই নিয়ামতের কদর করা)।

(২) যখন নিজের দিকে দৃষ্টিপাত করে তখন নিজকে ক্ষুদ্র দেখিতে পাওয়া (ইহাই দাসত্বের প্রকৃত পরিপূর্ণতা)।

(৩) আল্লাহ পাকের বিভিন্ন নিদর্শন দেখিয়া নিজে নিজেই উপদেশ লাভ করা (আসল মুকছুদ তো ইহাই)।

(৪) কামভাব এবং পাপ কার্যের চিন্তা হইলেই আল্লাহকে ভয় পাওয়া (পাপ কার্যের চিন্তা হইলেই ভয় পাইয়া যাওয়া পরিপূর্ণতার নিদর্শন)

(৫) আল্লাহর মার্জনা করার গুণের কল্পনা হইলেই খুশী হইয়া যাওয়া (বান্দার মুক্তি প্রভুর মার্জনার উপরই নির্ভরশীল)।

(৬) পূর্বকৃত পাপের কথা স্মরণ হইলেই ক্ষমা প্রার্থনা করা (কামেল বান্দারদের অবস্থা এইরূপ হইয়া থাকে)।

তাওবায়ে নাছুহা

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু তাওবায়ে নাছুহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলেন- তওবায়ে নাছুহা তিনটি বিষয়ের সমষ্টির নাম-

(১) কৃতপাপের কথা স্মরণ করিয়া আন্তরিকভাবে লজ্জিত হওয়া।

(২) মুখের ভাষায় ক্ষমা পার্থনা করা।

(৩) দ্বিতীয়বার গোনাহ না করার পোক্তা এরাদা করা।

কুরআন পাকে তাওবায়ে নাছুহা করার নির্দেশ আসিয়াছে-

অর্থাৎ -হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর দরবারে পাকা পোক্তা তওবা কর।

ক্ষমা প্রার্থনার সাথে গোনহ্ না করার পাকা পোক্তা নিয়ত করা অপরিহার্য

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- মুখে ক্ষমা প্রার্থনার সাথে সাথে গোনাহের কার্যে লিপ্ত ব্যক্তি আল্লাহর সাথে ঠাট্টা বিদ্রুপ কারীর তুল্য। হযরত রাবেয়া বসরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন- আমাদের ক্ষমা প্রার্থনার জন্যও ক্ষমা চাওয়া প্রয়োজন।

এক চিত্তাকর্ষক কাহিনী

এক বনী ইসরাইলী বাদশাহ্ এক গোলামের প্রশংসা শুনিয়া তাহাকে স্বীয় খেদমতে নিয়োগ করিল। বাদশা গোলামের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল হইল। গোলাম একদিন বলিল- আমার ব্যাপারে তো আপনি অনেক সহানুভুতিশীল। কিন্তু যদি একদিন রাজমহলে প্রবেশ করিয়া আপনি দেখিতে পান যে, আমি আপনার কোন বান্দীর সাথে হাসি তামাশা করিতেছি, তখন আপনি আমার সাথে কি আচরণ করিবেন? বাদশা তাহার কথা শুনিতেই রাগে ফুলিয়া বলিল- নালায়েক! তুই আমার সামনে এই কথাটি বলার সাহস কোথায় পাইলি। গোলাম বলিল হ্যাঁ, জনাব! আমি আপনাকে শুধু পরীক্ষা করিতেছি। আমি এক মহান প্রভূর গোলাম যিনি প্রতিদিন সত্তর বার আমাকে এই ধরনের গোনাহ করিতে দেখিয়াও আপনার ন্যায় রাগ হন না। স্বীয় দরওয়াজা থেকে দূর করিয়া দেননা। রিযিক বন্ধ করিয়া দেননা বরং তওবা করিলে মাফ করিয়া দেন। তাহা হইলে তাহার দরওয়াজা ছাড়িয়া আপনার দরওয়াজা পছন্দ করিব কেন? এখন তো আমি অবাধ্য হওয়ার মাত্র কল্পনাটুকু করিয়াছিলাম। ইহাতেই আপনার এই অবস্থা? যদি কোন একটি হইয়া যায়,তাহা হইলে অবস্থা কি হইবে? এই কথা বলিয়া গোলাম বিদায় হইয়া গেল।

শয়তানও আফসোস করিতে থাকে

কোন এক তাবেয়ী বলেন- গোনাহগার গোনাহ করার পর যখন তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করে, আর স্বীয় গোনাহের কারণে লজ্জিত হইয়া পড়ে। গোনাহ করার পূর্বে তাহার যে মর্যাদা ছিল এখন ক্ষমা প্রার্থনা ও লজ্জা পাওয়ার কারণে তাহার মর্যাদা আরও অধিক বাড়িয়া যায়। আর সে জান্নাতের হকদার হইয়া যায়। তাহার এই উচ্চ মর্যাদা দেখিয়া শয়তান আফসোস করিয়া বলিতে থাকে হায়! যদি আমি তাহাকে গোনাহের প্রতি আকৃষ্টই না করিতাম তাহা হইলে কত ভাল হইত!

তিনটি বিষয়ে তাড়াতাড়ি করা উত্তম

(১) ওয়াক্ত হইলে সাথে সাথে নামায আদায় করা (মুস্তাহাব ওয়াক্ত থেকে বিলম্ব করা উচিত নহে)

(২) মৃতব্যক্তিকে দাফন করা (মৃত্যুর পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দাফন করিয়া দেওয়া চাই)

(৩) গোনাহ করার পর তওবা করা (ইহা অতি তাড়াতাড়ি করার কার্য। এমন যেন না হয় যে, তওবা করার পূর্বেই মৃত্যু আসিয়া যায়)

তওবা কবুলের আলামত

কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেন- কাহারও তওবা কবুল হইয়াছে কিনা তাহা চারটি আলামতের দ্বারা বুঝা যায়। যথা-

(১) তওবা করার পর যদি অনর্থক মিথ্যা কথা এবং অন্যের গীবত করা বন্ধ করিয়া দেয়।

(২) তওবাকারী স্বীয় অন্তরে অন্যের প্রতিহিংসা ও শত্রুতার ভাব পোষণ করে না।

(৩) অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করে।

(৪) মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে।

সর্বদা স্বীয় গোনাহের জন্য লজ্জিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকে। আর আল্লাহর বাধ্য হইয়া জীবন অতিবাহিত করে। কোন এক বিজ্ঞ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, তওবাকারীদের তওবা কবুল হওয়ার এমন কোন আলামত আছে কি, যাহা দ্বারা তাহাদের তওবা কুবল হইয়াছে কিনা বুঝা যাইতে পারে? বিজ্ঞ ব্যক্তি বলিলেনঃ তওবা কবুলের আলামত চারটি-

(১) অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গ গ্রহণ করা। আর মানুষের অন্তরে তওবা করার ভয় পয়দা হওয়া।

(২) সর্ব প্রকার পাপ কার্য পরিত্যাগ করিয়া আল্লাহর আনুগত্যের দিকে ঝুকিয়া পড়া।

(৩) অন্তর থেকে দুনিয়ার মহব্বত বাহির হইয়া পড়া আর সর্বদা আখেরাতের চিন্তায় মশগুল থাকা।

(৪) আল্লাহ তাহার রিযিকের দায়িত্ব লইয়াছেন ইহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া আল্লাহর ইবাদতে লাগিয়া থাকা।

এই ধরনের লোকের প্রতি সর্ব সাধারণের চারটি দায়িত্ব রহিয়াছে-

(১) সর্ব সাধারণ যেন তাহাকে মহব্বত করে কেননা আল্লাহ পাক তাহাকে মহব্বত করেন।

(২) সে যাহাতে তাহার তওবার উপর অটল থাকিতে পারে, সেজন্য দোয়া করিবে।

(৩) পূর্ববর্তী গোনাহের জন্য আকার ইঙ্গিতে হইলেও তাহাকে ভৎর্সনা করিবেনা।

(৪) তাহার সঙ্গ গ্রহণ করিবে (অর্থাৎ তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেনা) মাঝে মাঝে তাহার আলোচনা করিবে। তাহাকে সাহায্য করিবে ও সহানুভূতি দেখাইবে।

আল্লাহর পক্ষ থেকে তওবাকারীর সম্মান প্রদর্শন

তওবাকারীকে আল্লাহ পাক চার প্রকারে সম্মান করেন-

(১) তওবাকারীকে পাপ থেকে এইভাবে পবিত্র করেন যেন, সে কখনও পাপ করেই নাই।

(২) আল্লাহ পাক তওবাকারীকে ভালবাসিতে থাকেন।

(৩) শয়তান থেকে তাহাকে হেফাজতে রাখেন।

(৪) দুনিয়া পরিত্যাগ করার পূর্বে (অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বে) তাহাকে নির্ভয় এবং নিশ্চিন্ত করিয়া দেন।

দোযখ অতিক্রম করিবার সময় তওবাকারীর উপর অগ্নির কোন প্রভাব পড়িবে না

খালেদ বিন মাদান রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন-বেহেস্তীরা বেহেশতে পৌছিয়া যাইবার পর বলিবে, আল্লাহ তো বলিয়াছিলেন যে, বেহেশতে প্রবেশ করিতে হইলে দোযখের উপর দিয়া পথ চলিতে হইবে। তখন তাহাদিগকে বলা হইবে তোমরা দোযখের উপর দিয়াই পথ চলিয়াছ কিন্তু তখন দোযখ ঠান্ডা ছিল।

মুসলমানকে লজ্জা দেওয়ার কারণে ধমকি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ যদি কেহ কোন মুসলমানকে তাহার কোন দোষের কারণে লজ্জা দেয় তাহা হইলে সে দোষী ব্যক্তির তুলনীয়। (অর্থাৎ সে এমন হইল যেন সে নিজেই দোষ করিল) যদি কেহ কোনমুমিন ব্যক্তির অপরাধের (পাপের) কারণে তাহার বদনাম করে তাহা হইলে সে অবশ্যই মৃত্যুর পূর্বে দুনিয়াতেই এই ধরনের অপরাধে জড়িত হইবে। এবং তাহারও বদনাম করা হইবে। ফকীহ আবুল লায়ছ-বলেন যে, মুমিন ব্যক্তি কখনও ইচ্ছা করিয়া গোনাহ করেন না বরং অসতর্কতার কারণে গোনাহ্ হইয়া যায়। সুতরাং তওবা করার পর লজ্জা দেওয়ার কি কারণ থাকিতে পারে?

তওবার দ্বারা গোনাহ সম্পূর্ণরূপে মিটিয়া যায়

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- যখন গোনাহগার প্রকৃত পক্ষেই তওবা করে তখন আল্লাহ পাক তাহার তওবা কবুল করিয়া গোনাহ লেখক ফিরিশতা এবং গোনাহগারের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গকে পাপের কথা ভূলাইয়া দেন। যাহাতে তাহাদের কেহ পাপ সম্পর্কে সাক্ষ্য না দিতে পারে। এমনকি গোনাহ করার স্থান সমূহকেও ভুলাইয়া দেন। আল্লাহ পাক শয়তানকে অভিশাপ দেওয়ার পর, শয়তান আল্লাহকে বলিল-'আপনার সম্মানের শপথ করিয়া বলিতেছি, যতক্ষণ আপনার বান্দা জীবিত থাকিবে আমি তাহার বক্ষ থেকে বাহির হইব না। (অর্থাৎ তাহার দ্বারা গোনাহ করাইতে থাকিব)" আল্লাহ পাক বলিলেন-আমিও স্বীয় সম্মানের শপথ করিয়া বলিতেছি-তাহার সমগ্র জীবনেই আমি তওবা কবুল করিতে থাকিব।

উম্মতে মুহাম্মদীয়ার ফজিলত

পুর্ববর্তী উম্মতগনের গোনাহের শাস্তি স্বরূপ তাহাদের কোন হালালকে, হারাম করিয়া দেওয়া হইত। গোনাহগারের ঘরের দরজায় বা তাহার শরীরে আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে লিখিয়া দেওয়া হইত যে, অমুকের ছেলে অমুক এই গোনাহ করিয়াছে আর তাহার তওবা এইরূপ। কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর খাতিরে এই উম্মতকে বহু সম্মান দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের কোন গোনাহ প্রকাশ করিয়া দেওয়া হয়না। যখন বান্দা লজ্জিত হইয়া। স্বীয় প্রতিপালকের কাছে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করে তখনই তাহার গোনাহ মিটাইয়া

দেওয়া হয়। যখন কোন গোনাহগার স্বীয় গোনাহের ফলে লজ্জিত হইয়া বলে- 'হে আমার আল্লাহ! আমার দ্বারা গোনাহের কার্য হইয়া গিয়াছে, আমাকে মাফ করিয়া দিন। তাহার এই দোয়া শুনিয়া আল্লাহ পাক বলেন-আমার বান্দা গোনাহ করিয়াছে, অতঃপর সে বুঝিয়াছে যে, তাহার এমন এক প্রতিপালক আছেন যিনি গোনাহ মার্জনা করেন এবং গোনাহের কারণে তাহাকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। সুতরাং আমি এই বান্দাকে মাফ করিয়া দিলাম।

مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا -

অর্থাৎ যে ব্যক্তি গোনাহ করে অথবা নিজের উপর জুলুম করে অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাহা হইলে সে আল্লাহকে অসীম দয়াবান ও ক্ষমাশীল পাইবে। সুতরাং প্রতিটি মানুষের সকাল সন্ধ্যা স্বীয় গোনাহের কারণে তওবা করা উচিত।

গোনাহ লিপিবদ্ধ করার পূর্বে নেক কার্যের জন্য অপেক্ষা করা হয়

প্রত্যেক মানুষের ডান ও বাম কাঁধে দুইজন ফিরিশতা নিয়োজিত আছে। ডান কাঁধের ফিরিশতা বাম কাঁধের ফিরিশতার কার্য কলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষ কোন গোনাহ করিলে বাম কাঁধের ফিরিশতা তাহা লিখিতে চায়, কিন্তু ডান কাঁধের ফিরিশতা তাহাকে বাধা প্রদান করিয়া বলেন, গোনাহের সংখ্যা পাঁচে না পৌছা পর্যন্ত লিখিবে না। কৃত গোনাহ পাঁচটি হইয়া গেলে সে তাহা লিখার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে। ডান কাঁধের ফিরিশতা আবার বাধা দিয়া বলে যে-একটু অপেক্ষা কর, হইতে পারে যে, সে কোন নেক কাজ করিবে। এমতাবস্থায় বান্দা যদি নেক কাজ করে আর ডান কাঁধের ফিরিশতা বলে-আল্লাহর নীতিই হইল যে এক নেকীকে দশগুনণ বাড়াইয়া দেওয়া। সুতরাং এখন তাহার এক নেকীর দশ বিনিময় হইয়া গেল। আর তাহার গোনাহ মাত্র পাঁচটি। অতএব পাঁচ নেকীর বদলে কৃত গোনাহ পাঁচটি মাফ হইয়া গেল। অবশিষ্ট্য পাঁচ নেকী আমি লিখিয়া রাখিয়াছি। এই অবস্থা দেখিয়া শয়তান চিৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলে যে-এমন হইলে আমি কিভাবে মানুষকে স্বীয় আওতায় আনিতে সক্ষম হইব?

তওবা করার ফলে গোনাহ নেকী দ্বারা পরিবর্তন হইয়া যায়

হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন যে- একদা আমি এশার নামাযের পর কোথাও যাইতেছিলাম। পথিমধ্যে এক নারী আমাকে বলিল- হে আবু হুরায়রা! আমার দ্বারা এক মস্তবড় গোনাহ হইয়া গিয়াছে। তাহা থেকে তওবা করার সুযোগ আছে কি? আমি তাহার গোনাহ সম্বন্ধে জানিতে চাহিলে সে আমাকে বলিল আমার দ্বারা যিনা হইয়াছে। আর যিনার ফলে যে সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল তাহা মারিয়া ফেলিয়াছি। হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- আমি তাহার গোনাহের বিশালতা দেখিয়া বলিলাম, তুই নিজেও ধ্বংস হইয়াছিস আর অন্য একজনকেও ধ্বংস করিয়াছিস। এখন তওবার সুযোগ কোথায়? মহিলাটি এই কথা শুনিয়া ভয়ে বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া গেল। আমি

চলিতে চলিতে মনে মনে এই জন্য লজ্জিত হইলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর জীবদ্দশায়ই আমি কেন নিজের পক্ষ থেকে মাসআলা বর্ণনা করিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘটনা শুনিয়াই বলিয়া উঠিলেন-ইন্নালিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রাজিউন। হে আবু হুরায়রা! তুমি নিজেও ধ্বংস হইয়াছ আর তাহকেও ধ্বংস করিয়াছ। তোমারকি নিম্নোক্ত আয়াত স্মরণ নাই?

وَالَّذِيْنَ لَايَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَايَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَلَايَزْنُوْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا يُضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيْهِ مُهَانًا اِلاَّ مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَاُوْلٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللّٰه غَفُوْرًا رَّحِيْمًا -

আয়াতের অনুবাদঃ যাহারা আল্লাহর সাথে অন্য কাহাকেও শরীক করেনা এবং না হক কহাকেও হত্যা করে না এবং যিনা করেনা, তাহারা নেককার, যাহারা এইরূপ করে তাহারা গোনাহগার। কিয়ামতের দিন তাহাদিগকে দ্বিগুণ আযাব প্রদান করা হইবে। অপদস্ত হইয়া চিরকাল জাহান্নামে থাকিবে। কিন্তু যাহারা তওবা করে এবং ঈমান গ্রহণ করে আর নেক আমল করিতে থাকে তাহা হইলে এই ধরনের লোকদের গোনাহকে আল্লাহ পাক নেকী দ্বারা পরিবর্তন করিয়া দিবেন। আল্লাহ পাক পরম দয়াবান ও ক্ষমাশীল।

হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন-আমি এই কথা শুনিয়াই ঐ মহিলাটির খোঁজে বাহির হইয়া পড়িলাম। আর মদিনার গলিতে গলিতে এই কথা ঘোষণা করিয়া ঘুরিতে লাগিলাম যে, গত রাত্রে আমার কাছে কে মাসআলা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে? আমার এই অবস্থা দেখিয়া ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা বলিতে লাগিল আবু হুরায়রা পাগল হইয়া গিয়াছে। অতঃপর রাত্রের ঐ স্থানেই মহিলাটির সাথে আমার সাক্ষাৎ হইল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর ফয়সালা জানাইয়া দিয়া বলিলাম যে, তোমার জন্য তওবার দরজা খোলা রহিয়াছে। মহিলাটি আনন্দের আতিশয্যে বলিয়া উঠিল যে, আমার অমুক বাগানটি মিসকিনদের জন্য ছদকা করিয়া দিলাম। কোন বড় বুযুর্গ বলিয়াছেন, তওবার ফলে আমল নামার গোনাহ নেকী দ্বারা পরিবর্তন হইয়া যায়। এমনকি কুফরী পর্যন্ত পরিবর্তন হইয়া যায়। আল্লাহ পাক বলেন-

قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ -

অর্থ ঃ হে নবী! আপনি কাফেরদিগকে বলিয়া দিন যে, যদি তাহারা কুফরী থেকে তওবা করিয়া ফেলে তাহা হইলে তাহাদের পূর্ববর্তী গোনাহ সমূহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে।

(কুফর সর্বাপেক্ষা মারাত্মক গোনাহ। ইহাও তওবার দ্বারা মাফ হইয়া যায়।

সুতরাং তওবা দ্বারা অন্যান্য ছোট ছোট গোনাহ তো অবশ্যই মাফ হইয়া যাইবে।)

হযরত মুসা (আঃ) এর বাণী

ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আশ্চর্য হইতে হয়-

(১) যাহার অগ্নি (দোযখ) সম্পর্কে বিশ্বাস থাকা সত্বেও হাসে।

(২) যে ব্যক্তি মৃত্যু বিশ্বাস করে অথচ খুশী হয়।

(৩) যে ব্যক্তি আখেরাতের আমলের হিসাব সম্পর্কে বিশ্বাস রাখে ইহার পরও কিভাবে বদ আমল করে?

(৪) অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি তকদীর সম্পর্কে বিশ্বাস রাখে, অথচ অবস্থার পরিবর্তনে পেরেশান হয়।

(৫) পার্থিব জগত এবং উহার পরিবর্তন সমূহ দেখার পরেও পার্থিবতার উপর সন্তুষ্ট চিত্তে থাকে।

(৬) ঐ ব্যক্তি সম্পর্কেও আশ্চর্য বোধ হয়, যে বেহেশত সম্পর্কে বিশ্বাস রাখা সত্বেও নেক আমল করা থেকে গাফেল থাকে।

হযরত যাযানের তওবা করার ঘটনা

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু কুফার কোন এলাকা দিয়া কোথাও যাইতেছিলেন। এক স্থানে ফাসেক ব্যক্তিদের বৈঠক ছিল। তাহারা মদ্য পানে লিপ্ত ছিল। যাযান নামক এক ব্যক্তি তথায় গানবাদ্য করিতেছিল। তাহার কণ্ঠ সুমধুর ছিল। হযরত আব্দুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু তাহার স্বর শুনিয়া বলিলেন-কত সুন্দর কণ্ঠ, হায়! যদি সে কুরআন পাঠ করিত তাহা হইলে কত ভাল হইত। তিনি এই কথা বলিয়া মাথা কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া চলিয়া গেলেন। হযরত আব্দুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু -এর কথার আওয়াজ কানে আসিতেই যাযান বলিলেন -এ ব্যক্তি কে? তিনি কি বলিতেছিলেন?

উপস্থিত লোকেরা বলিল-তিনি হযরত আবদুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাহাবী। তিনি তোমার সম্পর্কে বলিতেছিলেন- কত সুমধুর কণ্ঠ! যদি সে কুরআন পাঠ করিত তাহা হইলে কতই না মজা হইত। এইকথা শুনিয়া যাযান তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। অতঃপর তবলা দূরে নিক্ষেপ করিয়া দৌড়াইয়া হযরত আব্দুল্লাহর কাছে পৌঁছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন। উভয়েই ক্রন্দন করিতেছিলেন, হযরত আব্দুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু বলিলেন-যাহাকে আল্লাহ পাক ভালবাসেন আমি কেন তাহাকে ভালবাসিব না? অতঃপর যাযান তওবা করিয়া হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু -এর খেদমতে চিলেন এবং কুরআন শিক্ষা করিতে শুরু করিলেন। কুরআন ও অন্যান্য বিদ্যায় এত বেশী দক্ষতা অর্জন করিলেন যে, পরবর্তী কালে তিনি যুগের ইমাম হইয়াছিলেন। অনেক হাদীসের সনদ বর্ণনাতে তাহার নাম পাওয়া যায়। সনদের উদাহরণ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ থেকে যাযান বর্ণনা করেন।

শিক্ষামূলক ঘটনা

ফকীহ আবুল লায়ছ সমরকন্দী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- আমার পিতা এক ঘটনা বর্ণনা করিতেন যে, বনী ইসরাইলীদের মধ্যে এক পরমা সুন্দরী বদকার যুবতী ছিল। যে কেহ তাহার নিকট দিয়া যাইত তাহাকে স্বীয় পালঙ্কে বসা দেখিয়া আসক্ত হইয়া যাইত। তাহার ফিস ছিল দশ দিনার। যে কোন ব্যক্তি ফিস প্রদান করিয়া স্বীয় মনোবাসনা পূর্ণ করিতে পারিত। একদিন ঘটনা চক্রে এই পথ দিয়া এক বুযুর্গ যাইতেছিলেন। যঠাৎ মহিলাটির প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই তিনি আসক্ত হইয়া পড়িলেন। মনকে অনেক বুঝাইলেন, আল্লাহর কাছে দোয়া করিলেন। কিন্তু দাউ দাউ করিয়া জ্বলন্ত প্রেমের অঙ্গার ঠান্ডা হইল না। অবশেষে বাধ্য হইয়া কোন একটি বস্তু বিক্রয় করিয়া দশ দিনার লইয়া যুবতীর কাছে পৌঁছিলেন। তাহার নির্দেশে তাহার ম্যানেজারের কাছে দশ দিনার জমা দিলেন।

অতঃপর ম্যানেজার বুযুর্গকে একটি সময় নির্ধারিত করিয়া দিল। তিনি নির্ধারিত সময়ে যুবতীর কাছে বসিলেন। যুবতী পূর্ব থেকেই নিজেকে খুব সাজাইয়া রাখিয়াছিল। বুযুর্গ যখন তাহার মনোবাঞ্চনা পূর্ণ করিবার জন্য যুবতীর দিকে হাত প্রসারিত করিলেন, তখন আল্লাহর অনুগ্রহে এবং ইবাদতের বরকতে তাহার অন্তর ভয়ে কম্পিত হইয়া উঠিল। আর তিনি চিন্তা করিতেছিলেন যে, আমার এই অপবিত্র ব্যবহার নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক দেখিতেছেন। এই চিন্তার উদয় হওয়ার সাথে সাথেই লজ্জায় তাহার আঁখিদ্বয় অবনত হইয়া গেল এবং হাত কাঁপিতে শুরু করিল। চেহারার পরিবর্তন হইয়া গেল। যুবতী এই ধরনের ঘটনা এই-ই প্রথম বার দেখিল। তাই সে বুযুর্গকে জিজ্ঞাসা করিল- আপনার কি হইল?

বুযুর্গ বলিলেন- আমি স্বীয় প্রতিপালককে ভয় করিতেছি। আমাকে এখান হইতে যাইতে দাও। যুবতী বলিতে লাগিল- আপনার জন্য আফসোস হয়। যাহা লাভ করার জন্য শত কোটি লোক আকাংক্ষা করিতে থাকে আর আপনি তাহা স্বীয় হাতের মুঠোতে পাওয়া সত্বেও ভীত হইয়া পলায়ন করিতেছেন, কারণ কি? বুযুর্গ বলিলেন- কারণ অন্য কোন কিছু নয়। শুধু আল্লাহকে ভয় করিতেছি। তোমাকে প্রদত্ত ফিস ফিরাইয়া লইব না। আমাকে এখান হইতে যাইতে দাও। যুবতী বলিল- হয়তবা আপনার জীবনে এটাই প্রথম পদক্ষেপ? বুযুর্গ বলিলেন -হ্যাঁ, আমার জীবনে এইটাই প্রথম পদক্ষেপ। যুবতী বলিল, ঠিক আছে! আপনি স্বীয় নাম ঠিকানা লিখিয়া আমার কাছে রাখিয়া যাইতে পারেন। বুযুর্গ স্বীয় নাম ঠিকানা তাহাকে দিয়া কোন রকমে মুক্তি লাভ করিলেন। সেখান থেকে বাহির হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে স্বীয় সর্বনাশের জন্য দুঃখ করিতে করিতে চালিয়া গেলেন। এই দিকে যুবতীর অবস্থার পরিবর্তন হইতে লাগিল। অন্তরে আল্লাহ পাকের ভয় পয়দা হইতে লাগিল। ভাবিতেছিল যে, এই লোকটি জীবনে সর্ব প্রথম একটি পাপ কার্যের ইচ্ছা করাতেই ভিতরে আল্লাহ পাকের এত ভয় পয়দা হইল।

আমার প্রভুও তো আল্লাহ! আমি তো পাপ করিতে করিতে জীবনের একাংশ কাটাইয়া দিয়াছি। আমার তো আল্লাহকে আরও অধিক ভয় করা কর্তব্য। এই

সব চিন্তা করিয়া যুবতীটি তৎক্ষণাৎ তওবা করিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া সুসজ্জিত ভূষণ পরিত্যাগ করিল আর আল্লাহ পাকের ইবাদতে আত্মনিয়োগ করিল। পরে খেয়াল হইল যে, কোন কামেল ব্যক্তির সংশ্রবে থাকা দরকার, ইহা ব্যতীত আত্মার ত্রুটি দূর হইতে পারে না। সুতরাং ঐ বুযুর্গের কাছেই যাইব। হয়তবা আমাকে বিবাহও করিতে পারেন। তাহা হইলে আমি তাহার সাহায্য ও সহানুভূতিতে ইলম ও আমল শিক্ষা করিতে সক্ষম হইব। তাই সেপ্রচুর ধন-সম্পদ ও দাসদাসী সহ রওয়ানা হইল। ঠিকানা অনুযায়ী বুযুর্গের বাড়ীর সামনে গিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে সংবাদ দিলে তিনি বাড়ীর বাহিরে আসিলেন। যাহাতে তাহাকে চিনিতে পারেন, এই জন্য যুবতী বোরকার অবগুণ্ঠন সরাইয়া দিল। আর উক্ত বুযুর্গ পূর্ব ঘটনা স্মরণ করিয়া এত জোরে চিৎকার করিয়া উঠিলেন যে, তিনি এই পার্থিব জগৎ থেকে বিদায় নিলেন। যুবতী হতবুদ্ধি হইয়া গেল। অবশেষে এই বুযুর্গের আত্মীয়-স্বজন আছে কিনা অনুসন্ধান করিল। উপস্থিত জনতা বলিল যে-তাহার এক ভ্রাতা রহিয়াছে যে এখনও অবিবাহিত। কিন্তু নেহায়েত গরীব। অতঃপর যুবতী তাহার ভ্রাতার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইল। তাহার সমস্ত ধন-সম্পদ স্বামীকে দান করিল। যুবতীর এই স্বামীর ঔরশে তাহার গর্ভে সাতটি পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করিল। পরবর্তী কালে আল্লাহ পাক এই সাত সন্তানকেই নবুয়ত প্রদান করিয়াছিলেন।

হাদীছে কুদসী

হযরত আবু যর গিফারী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে, আল্লাহ পাক বলেন-

০ হে আমার বান্দাগন! আমি আমার নিজের জন্য জুলুম করা হারাম করিয়াছি। তদ্রুপ তোমাদের জন্যও অপরের প্রতি জুলুম করা হারাম।

০ হে বান্দাগণ! আমি যাহাকে সৎপথ প্রদর্শন করি সে ব্যতীত তোমরা সকলেই পথ ভ্রষ্ট। তাই তোমরা আমার কাছে সৎপথ প্রার্থনা কর; আমি তোমাদিগকে সৎপথ প্রদর্শন করিব।

০ হে বান্দাগণ! আমি যাহাকে আহার করাই সে ব্যতীত তোমরা সকলেই অনাহারে থাক। সুতরাং আমার থেকেই রিযিক প্রার্থনা কর। তাহা হইলে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে রিযিক প্রদান করিব।

০ হে আমার বান্দাগণ! আমি যাহাকে কাপড় পরিধান করাই সে ব্যতীত তোমরা সকলেই উলঙ্গ থাক। সুতরাং আমার কাছেই পোষাক প্রার্থনা কর। তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে তাহা প্রদান করিব।

০ হে আমার বান্দাগণ! তোমরা দিবা রাত্র গোনাহ করিতে থাক আর আমি তাহা ঢাকিয়া রাখি। সুতরাং তোমরা আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর অবশ্যই আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করিব।

০ হে আমার বান্দাগণ! তোমরা আমার কোন উপকারও করিতে পারিবেনা আবার কোন ক্ষতিও করিতে পারিবেনা। (ইহা তোমাদের ক্ষমতার বাহিরে)

০ হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের আগে পরের সমস্ত জ্বীন-ইনসান মিলিয়া সকলেও (যদি বাধ্য হইয়া) মাটি হইয়া যাও, তাহা হইলেও আমার আধিপত্যে সামান্যও বৃদ্ধি পাইবে না।

০ হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের আগে পরের সমস্ত জ্বীন- ইনসান মিলিয়াও যদি আমার অবাধ্য হও তাহা হইলেও আমার আধিপত্যে সামান্য পরিমাণও হ্রাস পাইবেনা।

০ হে আমার বান্দাগণ! আদম (আঃ) হইতে কিয়ামত পর্যন্ত জ্বীন ইনসান একত্রিক হইয়া যদি আমার কাছে সওয়াল কর আর আমি তোমাদের সকলের চাহিদা পূরণ করি তাহা হইলে আমার খাযানাতে এতটুকুও হ্রাস পাইবেনা, যেমন সমুদ্রে একটি সূঁচ ডুবাইয়া বাহির করিয়া আনিলে সমুদ্রের পানি যতটুকু হ্রাস পায়।

মাতা পিতার হক

মাতা পিতার সেবা করা জিহাদ অপেক্ষা উত্তম

এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সমীপে উপস্থিত হইয়া আবেদন করিলেন যে, আমি জিহাদে যাইতে চাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন - "তোমার মাতা পিতা জীবিত আছে কি? সাহাবী উত্তর দিলেন, জ্বি, হ্যাঁ। জীবিত আছেন।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন- যাও তাহাদের মাঝেই জিহাদ কর। (অর্থাৎ মাতাপিতার সেবা কর, ইহাই তোমার জন্য উত্তম জেহাদ) এই হাদীছ হইতে বুঝা যায় যে, মাতাপিতার সেবা জিহাদ অপেক্ষা উত্তম। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত মাতাপিতা জিহাদের অনুমতি প্রদান না করেন, (ততক্ষণ পর্যন্ত) জিহাদে অংশ গ্রহণ বৈধ নয়। যখন জিহাদে অংশ গ্রহণের জন্য সাধারণ নির্দেশ জারী এবং অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেকেই জিহাদে অংশগ্রহণ করা অপরিহার্য হইয়া পড়ে, তখন এই হুকুম নয়। মাতা পিতার অবাধ্য হওয়ার সর্বনিম্ন পর্যায় হইল যে, কোন অপছন্দনীয় কথার পর আফসোস করিতে গিয়া 'ওফ' শব্দ বলা। কুরআনে করীম এই ধরনের আচরণ থেকেও নিষেধ করিয়াছে,

وَلَاتَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ وَّلَاتَنْهَرْهُمَا -

অর্থঃ মাতাপিতার (কথার) উপর 'ওফ' শব্দ বলিওনা এবং তাহাদিগকে ধমক দিওনা।

তিনটি আমল ব্যতীত অপর তিনটি আমল মকবুল হয় না

কোন এক বুযুর্গ বলেন যে, পবিত্র কুরআনে এইরূপ তিনটি বিষয় রহিয়াছে, যাহার একটি ব্যতীত অপরটির আমল কবুলের যোগ্য হয় না।

اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ -

অর্থঃ নামায কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর।

যাকাত নামায ব্যতীত এবং নামায ব্যতীত যাকাত মকবুল নহে। (এই আদেশ এমন সম্পদশালীদের জন্য, যাহাদের উপর যাকাত ফরয) অর্থাৎ একটি ব্যতীত অপরটির সাওয়াব ও বরকত হইতে বঞ্চিত থাকিবে।

اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ

অর্থঃ তোমরা আল্লাহর অনুগত হও এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর অনুগত হও।

আল্লাহর আনুগত্য ব্যতীত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর এবং রাসূলের অনুগত্য ব্যতীত আল্লাহর আনুগত্য কবুলের যোগ্য নহে।

اَنِ اشْكُرْ لِىْ وَلِوَالِدَيْكَ

আমার রাসূল মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মাতাপিতার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। আল্লাহ ব্যতীত মাতাপিতা এবং মাতাপিতা ব্যতীত আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কবুলের যোগ্য নহে।

যে ব্যক্তি স্বীয় মাতাপিতাকে সন্তুষ্ট করিল সে যেন,স্বীয় রবকে সন্তুষ্ট করিল। আর যে ব্যক্তি স্বীয় মাতাপিতাকে অসন্তুষ্ট করিল -সে যেন আপন রবকে অসন্তুষ্ট করিল।

ফারকাদ সানৃজী বলেন

আমি কোন এক কিতাবে পড়িয়াছি যে, সন্তানের জন্য মাতাপিতার অনুমতি ব্যতীত মুখ খোলাও উচিত নহে এবং মাতাপিতার সামনে ও ডানে-বামে চলা উচিত নহে। বরং তাঁহাদের পিছে পিছে চলা, কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে সাথে সাথে উত্তর দেওয়া উচিত।

মাতাপিতার অসন্তুষ্টি শোচনীয় মৃত্যুর কারণ

আনাস বিন মালিক রাদিআল্লাহু আনহু বলেন-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর যুগে আল্‌কামাহ্ নামে এক যুবক ছিল। সে বিভিন্ন দিক দিয়া দ্বীনের সাহায্য করিবার জন্য চেষ্টা করিত। (সে খুব বেশী বেশী দান করিত) অকস্মাৎ সে এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িল। তাহার স্ত্রী কোন এক ব্যক্তির মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট এই সংবাদ পৌছাইল। (খবর শুনিয়া) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী, হযরত বেলাল, হজরত সালমান ফারসী ও হযরত আম্মার রাদিআল্লাহু আনহুমকে তাহার অবস্থা দেখার জন্য পাঠাইলেন। তাঁহারা যখন তাহার নিকট পৌছিলেন, তখন তাহার প্রাণ বায়ু প্রায় ওষ্ঠাগত। তাঁহারা আলকামাহকে কলেমায়ে তাওহীদের তালকীন দিলেন। কিন্তু শত চেষ্টা সত্ত্বেও মুখে কালেমা উচ্চারিত হয় নাই। আর এহেন শোচনীয় অবস্থার সঠিক সংবাদ প্রদানের জন্য হযরত বেলাল রদিআল্লাহু আনহুকে রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট পাঠাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার মাতাপিতা জীবিত আছে কি? হযরত বেলাল রাদি আল্লাহু আলাহ উত্তর দিলেন একমাত্র তাহার অত্যন্ত বৃদ্ধা মা জীবিত আছেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বেলাল রাদিআল্লাহু আনহুকে ঐ মহিলার নিকট পাঠাইলেন এবং বলিলেন যে, "তাহাকে বলিও যদি সম্ভব হয় সে যেন আমার কাছে আসে, অন্যথায় আমি নিজে তাহার নিকট যাইব।" হযরত বেলাল মহিলার নিকট উপস্থিত হইয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর ফরমান জানাইলেন। তাহার মাতা বলিলঃ 'আমার জীবন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর জন্য কুরবান হউক আমি নিজেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর দরবারে উপস্থিত হইব।' অতঃপর লাঠির উপর ভর করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর দরবারে উপস্থিত হইল এবং সালাম করতঃ বসিয়া পড়িল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালামের উত্তর দিয়া বলিলেন- "যাহা কিছু আমি জিজ্ঞাসা করি ঠিক ঠিক উত্তর দিবে। যদি মিথ্যা বল তাহা হইলে ওহীর মাধ্যমে অবগত হইয়া যাইব। আলকামাহর জীবন কাল কেমন ছিল? বৃদ্ধা বলিতে লাগিল-সে বেশী বেশী নামায পড়িত এবং রোযা রাখিত। আর দান সদকা করার তো কোন সীমা ছিলনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন- "তোমার এবং তাহার মধ্যকার সম্পর্ক কেমন ছিল?" বৃদ্ধা উত্তর দিল আমি তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন-কেন? বৃদ্ধা উত্তর দিল- সে তাহার স্ত্রীকে আমার উপর প্রাধান্য দিত এবং স্ত্রীর কথা মত চলিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন- "মাতার অসন্তুষ্টি তাহাকে কালেমা পড়া থেকে বিরত রাখিয়াছে" অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেলাল রাদিআল্লাহু আনহুকে বলিলেন-বেলাল! শুকনা কাষ্ট সংগ্রহ করিয়া আন। আমি আলকামাহকে আগুনে জ্বালাইয়া দিব। তখন বৃদ্ধা মাতা সন্তানের কঠিন শাস্তির কথা শুনিয়া অস্থির হইয়া বলিতে লাগিল-ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমার সামনে আমার কলিজার টুকরা পুত্রকে আগুনে জ্বালাইয়া দিবেন আমি ইহা কিভাবে সহ্য করিব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন- "আল্লাহর আযাব ইহা অপেক্ষা অনেক শক্ত এবং দীর্ঘস্থায়ী। তুমি যদি চাও যে, আল্লাহ পাক তোমার ছেলেকে ক্ষমা করুন, তাহা হইলে তুমি তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া যাও। আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি তোমার সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে তাহার নামায, রোযা ও অন্যান্য ইবাদত বিন্দুমাত্রও কাজে আসিবেনা।" এই কথা শোনামাত্রই বৃদ্ধা বলিতে লাগিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমি আপনাকে, আল্লাহকে এবং উপস্থিত সকলকে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি, যে, আমি আলকামাহর প্রতি সন্তুষ্ট।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ বেলাল! গিয়ে দেখ

আলকামাহ কালেমা পড়িতে পারিতেছে কিনা? হইতে পারে, বৃদ্ধা আমার সম্মানার্থে সন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়াছে, অথচ আন্তরিকভাবে সন্তুষ্ট নয়। হযরত বেলাল রাদিআল্লাহু আনহু দরজায় পৌছা মাত্রই আলকামাহ -এর

لا اله الا الله কলেমা পাঠ করার স্বর ভাসিয়া আসিতেছিল। হযরত বেলাল রাদিআল্লাহু আনহু ভিতরে প্রবেশ করিয়া সবাইকে বলিলেন, তাহার মাতার অসন্তুষ্টি তাহার বাক শক্তি রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, এই দিনেই হযরত আলকামাহ এক মর্মস্পর্শী ভাষন দেন - "হে মুহাজির এবং আনসারগণ! ভাল করিয়া শুনিয়া রাখ! যে ব্যক্তি স্ত্রীকে মায়ের উপর প্রাধান্য দিবে তাহার উপর আল্লাহর অভিশাপ। তাহার ফরয এবং নফল আমল সমূহ আল্লাহর দরবারে কবুল নহে।"

সন্তানের উপর মাতাপিতার জন্য দশটি হক রহিয়াছে

(১) যদি মাতাপিতার খাদ্যের ব্যবস্থা না থাকে তাহা হইলে খাদ্যের ব্যবস্থা করিবে।

(২) অনুরূপ ভাবে যদি তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র না থাকে তাহা হইলে তাহাদের বস্ত্রের ব্যবস্থা করিবে।

(৩) যদি সেবা করার প্রয়োজন হয় সেবা করিবে।

(৪) আর যদি কোন প্রয়োজনে ডাকেন তাহা হইলে সাথে সাথে উত্তর দিয়া সামনে হাজির হইয়া যাইবে।

(৫) তাঁহাদের সহিত নম্র ভাষায় কথা বার্তা বলিবে। কখনও ককর্শ ভাষা ব্যবহার করিবেনা।

(৬) তাঁহাদেরকে নাম ধরিয়া ডাকিবে না,কারণ ইহা বেয়াদবী।

(৭) তাঁহাদের পিছনে পিছনে চলিবে, সামনে অথবা ডানে বামে চলিবে না।

(৮) যাহা নিজের জন্য পছন্দ কর তাহা তাঁহাদের জন্যও পছন্দ করিবে। যাহা নিজের জন্য খারাপ মনে কর উহা তাঁহাদের জন্যও খারাপ মনে করিবে।

(৯) তাঁহাদের জন্য দোয়া করিবে। মাতাপিতার জন্য দোয়া না করিলে জীবন ব্যবস্থা সংকীর্ণ হইয়া যায়।

(১০) যদি কোন কাজের আদেশ প্রদান করেন, উহা তাড়াতাড়ি পালন করিবে। কিন্তু যদি পাপ কার্যের আদেশ করেন তাহা হইলে উহা পালন করিবেনা।

মৃত্যুর পর মাতাপিতাকে সন্তুষ্ট করার পদ্ধতি

মাতাপিতার মৃত্যুর পর তিনটি কর্মের দ্বারা তাহাদের সন্তুষ্ট করা যায়।

(১) সন্তান নেককার এবং সৎকর্মশীল হইয়া যাইবে। কেননা মাতাপিতা অন্য কোন কার্যের দ্বারা সন্তানের প্রতি এত বেশী সন্তুষ্ট হন না।

(২) মাতাপিতার আত্মীয় স্বজন এবং প্রিয়জনের সাথে উত্তম সম্পর্ক বিদ্যমান রাখিবে।

(৩) মাতাপিতার জন্য দোয়া ও আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে এবং তাহাদের জন্য দান করিতে থাকিবে।

মাতাপিতার কাছে সন্তানের তিনটি হক রহিয়াছে-

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ মাতাপিতার কাছে সন্তানের তিনটি হক রহিয়াছে-

(১) জন্মের পর সন্তানের ভাল নাম রাখা (অর্থাৎ-যাহার অর্থ উত্তম)।

(২) বুদ্ধিমান হওয়ার সাথে সাথে কুরআন শিক্ষা দেওয়া।

(৩) প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার সাথে সাথে বিবাহ করাইয়া দেওয়া।

সন্তানকে আদব শিক্ষা না দেওয়ার পরিণাম

একব্যক্তি আবু হাফস সিকান্দরী রহমতুল্লাহি আলাইহি -এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল- আমাকে আমার ছেলে মারিয়াছে। তখন তিনি আশ্চর্য হইয়া বলিলেন- সুবহানাল্লাহ! পুত্র পিতাকে মারিতে পারে? সত্যিই মারিয়াছে কি? অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলেন- ছেলেকে আদব শিক্ষা দিয়াছিলে কি? সে উত্তর দিল-না। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন- কুরআন শিক্ষা দিয়াছিলে কি? সে বলিল, না। অতঃপর বলিলেন, কুরআনও শিক্ষা দেও নাই, সে কি কাজ করে? উত্তর দিল-সে কৃষি কাজ করে। অতঃপর হযরত-বলিলেন, তুমি কি জান সে কেন তোমাকে মারিয়াছে? উত্তর দিল -না, আমি বুঝিতেছিনা। তিনি বলিলেন-আমার ধারণা যে, সে খুব প্রত্যুষে গাধায় চড়িয়া মাঠে চলিয়া যায়। তাহার সামনে গরু আর পিছনে কুকুর চলিতে থাকে। যেহেতু তুমি তাহাকে কুরআন শিক্ষা দেও নাই যে, সে চলিতে চলিতে তাহা পাঠ করিতে পারে। সেই জন্য হয়তো বা সে গান গাহিতে থাকে। তখন মনে হয় তুমি তাহাকে গান গাহিতে নিষেধ করিয়াছ, ফলে সে তোমাকে গরু মনে করিয়া মারিয়াছে। এখন এই জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় কর যে, সে তোমার মাথা ভাঙ্গিয়া চুরমার করে নাই।

যেমন কর্ম তেমন ফল

হযরত ছাবেত আল বোনানী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- জনৈক ব্যক্তি বলিয়াছে যে, এক ব্যক্তি আপন পিতাকে মারিতেছিল। তখন কোন একজন বলিল, ইহা কিভাবে সম্ভব? পিতা বলিল, আপনি এই ব্যাপারে কিছু বলিবেন না। কেননা এই স্থানেই আমি আমার পিতাকে মারিতাম। ইহা উহারই পরিণাম ভোগ করিতেছি, আমার ছেলের কোন অন্যায় নাই। সুতরাং তাহাকে তিরস্কার করিবেন না।

পূর্ণ মানবতা

ফুযায়ল বিন আয়ায (রহঃ) বলেন-ঐ ব্যক্তির পূর্ণ মানবতা রহিয়াছে, যে-

(১) মাতাপিতার আনুগত্য করে।

(২) আত্মীয়তার সম্পর্কের হেফাজত করে।

(৩) স্বীয় বন্ধু-বান্ধবকে সম্মান করে।

(৪) পরিবার পরিজন,সেবক ও অধীনস্থ কর্মচারীদের সাথে উত্তম ও সৌজন্য

মূলক আচরণ করে।

(৫) স্বীয় দ্বীনদারীর হেফাজত করে।

(৬) স্বীয় সম্পদের প্রতি আসক্তি থাকিলেও প্রয়োজন মত খরচ করে।

(৭) খুব সতর্কতার সাথে কথা বার্তা বলে।

(৮) অধিকাংশ সময় স্বীয় ঘরে কাটায়, অযথা কথা বার্তায় মজলিসে সময় নষ্ট করে না।

নেককারের আলামত চারটি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ মানুষ নেককার হওয়ার আলামত চারটি-

(১) তাহার স্ত্রী সৎকর্মশীলা হয়।

(২) তাহার সন্তান তাহার অনুগত ও সৎকর্মশীল হয়।

(৩) তাহার বন্ধু-বান্ধব সৎ ও নেককার হয়।

(৪) তাহার জীবনোপকরণের ব্যবস্থা স্বীয় এলাকাতেই হয়।

সাতটি জিনিসের প্রতিদান মৃত্যুর পরেও মিলিবে

হযরত আনাস বিন মালেক রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, সাতটি জিনিষের প্রতিদান মৃত্যুর পরেও মিলিবে।

(১) কূয়া ইত্যাদি নির্মাণ করা- যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ উহা হইতে ফায়দা লাভ করিতে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত নির্মাতা প্রতিদান পাইতে থাকিবে।

(২) মসজিদ নির্মাণ করা যতক্ষণ পর্যন্ত উহাতে নামায হইতে থাকে উহার প্রতিদানে সাওয়াব পাইতে থাকিবে।

(৩) কুরআন শরীফ লেখা- যতক্ষণ পর্যন্ত উহা পাঠ করা হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সওয়াব পাইতে থাকিবে। কুরআন ক্রয় করিয়া সর্ব সাধারণের তেলাওয়াতের উদ্দেশ্যে মসজিদে রাখিয়া দেওয়ারও একই হুকুম।

(৪.৫) খাল প্রস্রবন প্রভৃতি খনন করা- এবং বাগান করা- যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ বা জন্তু উহা হইতে ফায়দা লাভ করিতে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত উহার প্রতিদান পাইতে থাকিবে।

(৬.৭) নেককার সন্তান- অথবা শিষ্য রাখিয়া যাওয়া- ওস্তাদ এবং পিতা, শিষ্য অথবা সন্তানের সমপরিমাণ সওয়াব পাইতে থাকিবে।

দুইটি হাদীছ

(১) হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ ঐ ব্যক্তি ধ্বংস প্রাপ্ত এবং অপমানিত, যে স্বীয় মাতাপিতা বা তন্মধ্যে একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পাইল, কিন্তু তাহাদের সেবা করিয়া বেহেশত লাভ করিতে পারিল না। '-মুসলিম'

(২) আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু বলিয়াছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল কোন্টি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ যথা সময়ে নামায কায়েম করা। পূনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, তারপর? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, মাতাপিতার প্রতি অনুগ্রহ মূলক আচরণ করা। আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, তারপর? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা। -(বোখারী, মুসলিম)

আত্মীয়তার সম্পর্কের হেফাজত

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ আত্মীয়তার সম্পর্কের হেফাজতের বিনিময়ের ন্যায় অন্য কোন নেক কার্যের বিনিময় এত তাড়াতাড়ি মিলেনা। অনুরূপভাবে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার শাস্তির ন্যায় অন্য কোন পাপ কার্যের শাস্তিও এত তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় না।

বেহেশতবাসীদের তিনটি অভ্যাস

বেহেশতী এবং সম্মানী ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাহারো মধ্যে পাওয়া যায় না এমন তিনটি বৈশিষ্ট্য যাহা বেহেশতীদের চরিত্রের বিশেষ গুণ।

(১) অপকারীর প্রতি অনুগ্রহ করা।

(২) অত্যাচারী ব্যক্তিকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া।

(৩) কাহারও জন্য ব্যয় করা, বিনিময়ে কিছু না পাওয়া গেলেও তাহাদের ব্যয়ভার বহন করিতে থাকা।

হযরত উমর রাদিআল্লাহু আনহু- এর উক্তি

হযরত উমর রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, তাকওয়া এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক হেফাজতের ফলে আয়ু বৃদ্ধি পায়, রিযিকের মধ্যে বরকত হয় এবং পরস্পরের মধ্যে ভালবাসার সৃষ্টি হয়।

তিনটি বিষয়ে মুসলমান এবং কাফেরের দায়িত্ব বরাবর

(১) অঙ্গীকার পুরা করা (অঙ্গীকার পুরা করা যেমনি ভাবে মুসলমানের কর্তব্য তেমনিভাবে কাফেরেরও কর্তব্য)।

(২) আত্মীয়তার সম্পর্কের হেফাজত করা। মুসলমান হউক বা কাফের হউক আত্মীয়তার সম্পর্কের হেফাজত করা উভয়ের দায়িত্ব।

(৩) যাহা আমানত রাখা হইয়াছে উহাই ফেরত দেওয়া।

হাসান বসরী রহমতুল্লাহ আলাইহি -এর উক্তি

হযরত হাসান বসরী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, যে ব্যক্তি স্বীয় ইলম প্রকাশ করিয়া বেড়ায় সে আমল বিনষ্ট করে। মুখে কাহারও প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করে কিন্তু অন্তরে তাহার প্রতি ঘৃণা রাখে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে এই

ধরনের লোকের প্রতি আল্লাহ পাক লানত করেন। ফকীহ আবু লায়ছ রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেনঃ যদি কাহারও আত্মীয় নিকটে বসবাস করে থাকে, তাহা হইলে তাহাদের প্রতি হাদিয়া প্রেরণ এবং সাক্ষাতের মাধ্যমে আত্মীয়তার সম্পর্কের হেফাজত করা তাহার উপর ওয়াজিব। যদি দারিদ্রতার কারণে হাদিয়া প্রেরণ সম্ভব না হয় তাহা হইলেও সাক্ষাৎ করিতে থাকিবে। প্রয়োজনে সাহায্য করিবে। আর যদি দূরে বসবাস করে তাহা হইলে চিঠি পত্রের মাধ্যমে হইলেও আত্মীয়তার সম্পর্কের হেফাজত করিবে।

আত্মীয়তার সম্পর্কের হেফাজত করার উপকার দশটি

(১) আত্মীয়তার সম্পর্কের হেফাজত করার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়।

(২) যাহার সহিত আত্মীয়তা রক্ষা করা হয় সে সন্তুষ্ট হয় (মুমিনকে সন্তুষ্ট করাও ইবাদত)।

(৩) আত্মীয়তার হেফাজতের দ্বারা ফিরিশতাগণও সন্তুষ্ট হন।

(৪) সাধারণ মুসলমানগণ তাহার প্রশংসা করে (যদি আত্মীয়তার সম্পর্কের হেফাজত প্রশংসা লাভের উদ্দেশ্যে না হইয়া থাকে তাহা হইলে সাধারণ লোকের প্রশংসাও একটি নেয়ামত)।

(৫) আত্মীয়তার সম্পর্কের হেফাজতের দ্বারা ইবলিস দুঃখিত হয় (শত্রু দুঃখিত হওয়াও তো আনন্দের বিষয়)।

(৬) আত্মীয়তার সম্পর্কের হেফাজতের দ্বারা আয়ু বৃদ্ধি পায় (আয়ু বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ আমলে বরকত হয় এবং আমলের প্রতিদানে প্রাচুর্যতা লাভ হয়)।

(৭) উপার্জনে বরকত হয়।

(৮) আত্মীয়তার সম্পর্কের হেফাজতের দ্বারা মৃত ব্যক্তিও খুশী হয় (যখন তাহাকে এই সম্বন্ধে অবগত করানো হয়)।

(৯) ভালবাসা বৃদ্ধি পায় (কারণ এই ধরনের ব্যক্তিকে সকলেই ভালবাসে, তাহার কাছে মানুষ আসা যাওয়া করে এবং বিপদের সময় সাহায্য সহানুভূতি করে।

(১০) মৃত্যুর পর তাহার এই আমলের প্রতিদান জারী থাকে (কেননা যাহার প্রতি আত্মীয়তামূলক আচরণ করা হইয়াছে, সে আচরণকারীর জন্য দোয়া করিতে থাকে। ফলে মৃত্যুর পরও সে প্রতিদান পাইতে থাকে।)

তিন শ্রেণীর মানুষ আরশের ছায়ার নীচে অবস্থান করিবে

হযরত আনাস বিন মালেক রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- তিন শ্রেণীর মানুষ আরশের ছায়ার নীচে অবস্থান করিবে।

(১) আত্মীয়তার সম্পর্কের হেফাজতকারী (সে ইহকালে অন্যকে শান্তি দিয়াছে, সুতরাং আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিবসে আরশের ছায়ার নীচে তাহাকে স্থান দিয়া প্রখর সূর্যতাপ হইতে রেহাই দিবেন)

(২) যে বিধবা মহিলা স্বীয় এতিম সন্তানদের সঠিক পরিচর্যার উদ্দেশ্যে নিজেকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া থেকে বিরত রাখিয়াছে।

(৩) যে ব্যক্তি ভোজনোৎসবে ইয়াতীম, অসহায় ও সম্বলহীনদেরকেও নিমন্ত্রণ করে।

দুইটি কদম আল্লাহর দরবারে অত্যন্ত পছন্দনীয়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ দুইটি কদম আল্লাহর দরবারে অত্যন্ত পছন্দনীয়। প্রথমতঃ নামাযের উদ্দেশ্যে যে কদম চলে। দ্বিতীয়তঃ আত্মীয়তার সম্পর্কের হেফাজতের উদ্দেশ্যে যে কদম চলে

পাঁচটি বিষয় নেকী সমূহকে পাহাড়ের ন্যায় বড় করিয়া তোলে এবং উপার্জন বৃদ্ধি করে

জনৈক ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, পাঁচটি বিষয়ের উপর আমল করিলে নেকী সমূহ (অর্থাৎ আমলের সওয়াব) কে পাহাড়ের ন্যায় বড় করিয়া দেওয়া হয়। এবং তাহার উপার্জন বাড়িয়া যায়।

(১) নিয়মিত দান করার অভ্যাস গড়িয়া তোল। (যদিও দানের পরিমাণ অল্প হয়)।

(২) আত্মীয়তার সম্পর্কের হেফাজত করিতে থাকা (যে কোন পর্যায়েই হউক না কেন)।

(৩) আল্লাহর পথে জিহাদ করিতে থাকা (যে কোন ধরনেই হউক না কেন)।

(৪) সর্বদা অযুর সহিত থাকার অভ্যাস করা।

(৫) সর্বাবস্থায় মাতাপিতার অনুগত থাকা।

নিয়মিত দান, আত্মীয়তার হেফাজতের অভ্যাস এবং মাতাপিতার আনুগত্য প্রভৃতি বান্দার হক আদায়ের উত্তম পন্থা। আল্লাহর পথে জিহাদ করা আল্লাহর হক আদায়ের ব্যাপারে বিশেষ মর্যাদা রাখে। সর্বদা অযুর সহিত থাকা, শয়তানের ধোকাবাজি, চালবাজি এবং অন্যান্য বিপদ-আপদ হইতে রেহাই লাভের একটা বিশেষ উপায়। এই জন্যই উল্লেখিত বিষয়গুলির দ্বারা সওয়াব বৃদ্ধি এবং উপার্জন বৃদ্ধি একেবারে সুস্পষ্ট।

এই সম্পর্কে কতগুলি হাদীস

(১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর এবং কিয়ামতের দিবসের উপর বিশ্বাস রাখে সে যেন মেহমানের সম্মান করে। যে ব্যক্তি আল্লাহর এবং কিয়ামতের দিবসের উপর বিশ্বাস রাখে সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্কের হেফাজত করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কিয়ামতের দিবসের উপর বিশ্বাস রাখে সে যেন উত্তম কথা বলে অথবা চুপ থাকে। '-(বোখারী ও মুসলীম)

(২) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে তাহার রিযিক বাড়াইয়া দেওয়া হউক এবং আয়ু বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হউক সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্কের হেফাজত করে।

(৩) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলিয়াছেনঃ আত্মীয়তার সম্পর্কের পরিপূর্ণ হেফাজত ইহাই নহে যে, আত্মীয়ের আচরণের বিনিময়ে

আত্মীয়তা সুলভ আচরণ করে বরং আত্মীয়তার পরিপূর্ণ হেফাজত হইল যে, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়িয়া তোলা।

প্রতিবেশীদের হক

ফকীহ আবুল লায়ছ সমরকন্দী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিবসে সাত শ্রেণীর মানুষের দিকে অনুগ্রহের দৃষ্টিপাত করিবেন না এবং তাহাদিগকে দোযখে প্রবিষ্ট করিবেন।

(১) পুরুষের সহিত অপকর্মকারী। অপকর্মকারী ও যাহার সহিত অপকর্ম করা হইয়াছে উভয় ব্যক্তির একই শাস্তি।

(২) হস্ত মৈথুনকারী।

(৩) পশুর সতি যে যৌন ক্ষুধা মিটায়।

(৪) স্ত্রীর মলদ্বার দিয়া যৌন ক্ষুধা মিটায়।

(৫) মা ও কন্যা উভয়কে স্বীয় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধকারী।

(৬) প্রতিবেশীর স্ত্রীর সহিত ব্যভিচারী।

(৭) প্রতিবেশীকে কষ্ট প্রদানকারী।

তাহারা সকলেই আন্তরিক ভাবে তওবা না করা পর্যন্ত আল্লাহর লানতের উপযোগী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, কোন ব্যক্তি পরিপূর্ণ মুসলমান হইতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত মানুষ তাহার হাত ও কথা বার্তা দ্বারা কষ্ট পাওয়া থেকে নিরাপদ না হয়। আর কোন ব্যক্তিই প্রকৃত ও পরিপূর্ণ মুমিন হইতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার প্রতিবেশী তাহার অত্যাচার হইতে নির্ভয় এবং নিরাপদ না হয়।

প্রতিবেশীর হক

জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে জিজ্ঞাসা করিল-এক প্রতিবেশীর উপর অপর প্রতিবেশীর কি হক রহিয়াছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন-

(১) যদি এক প্রতিবেশী অপর প্রতিবেশীর নিকট কর্জ চায় তাহা হইলে তাহাকে কর্জ দেওয়া।

(২) যদি সে নিমন্ত্রণ (দাওয়াত) করে উহা গ্রহণ করা।

(৩) যদি প্রতিবেশী অসুস্থ হইয়া পড়ে তাহার সেবা শুশ্রূষা করা।

(৪) যদি সে কখনও সাহায্য প্রার্থনা করে তাহা হইলে তাহাকে সাহায্য করা।

(৫) প্রতিবেশীর বিপদে দুঃখ ও সমবেদনা প্রকাশ করা।

(৬) প্রতিবেশীর আনন্দের সময় তাহাকে মোবারকবাদ জানানো।

(৭) প্রতিবেশীর (এন্তেকাল হইয়া গেলে) জানাযার নামাযে শরীক হওয়া।

(৮) তাহার অনুপস্থিতিতে তাহার ঘর-বাড়ী, পরিবার-পরিজনের হেফাজত করা। প্রতিবেশীর অনুমতি ব্যতীত উচু বাড়ী নির্মাণ না করা।

কয়েকটি উপদেশ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লহু আনহুকে বলিলেন, হে আবু হুরায়রা!

(১) খোদাভীরু মুত্তাকী হইয়া যাও। তাহা হইলে ইবাদতকারীদের মধ্যে গণ্য হইবে।

(২) যৎ সামান্য উপজীবিকায় তুষ্ট থাকার অভ্যাসী হও তাহা হইলে সর্বাধিক কৃতজ্ঞদের মধ্যে গণ্য হইবে।

(৩) যাহা নিজের জন্য পছন্দ কর অপরের জন্য উহাই পছন্দ করিও, তাহা হইলে পরিপূর্ণ মুমিনের মধ্যে গণ্য হইতে পারিবে।

(৪) প্রতিবেশীর সহিত উত্তম ব্যবহার কর তাহা হইলে কামেল মুসলমান হইয়া যাইবে।

(৫) কম হাসিও কেননা অধিক হাসি অন্তর মুরদা করিয়া ফেলে।

প্রতিবেশীর শ্রেণী তিনটি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন- প্রতিবেশী তিন শ্রেণীর হইয়া থাকে-

(১) তিন হকের অধিকারী। (২) দুই হকের অধিকারী। (৩) এক হকের অধিকারী।

তিন হকের অধিকারী এমন মুসলমান প্রতিবেশী যাহার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কও রহিয়াছে। যেমন-

(১) মুসলমান হওয়া। (২) আত্মীয়তার সম্পর্ক হওয়া। (৩) প্রতিবেশী হওয়া।

দুই হকের অধিকারী এমন প্রতিবেশী যাহার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক নাই। অর্থাৎ (১) মুসলমান হওয়া। (২) প্রতিবেশী হওয়া।

এক হকের অধিকারী হইল অমুসলমান প্রতিবেশী। সে শুধু প্রতিবেশী হওয়ার হকেরই অধিকারী।

তিনটি বিষয়ের অসীয়ত

আবু যর গিফারী রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তিনটি বিষয়ের অসীয়ত করিয়াছেন-

(১) হাকীমের অনুগত থাকিবে। যদিও ইহাতে নাক কাটা যায়।

ব্যাখ্যাঃ যদি হাকীম গোনাহের কার্য করার নির্দেশ দেয় তাহা হইলে অনুগত হওয়া যাইবেনা। কেননা শরীয়ত পরিপন্থী কোন হুকুমের ক্ষেত্রে হাকীমের আনুগত্য জায়েয নাই।

(২) যখন শুরবা যুক্ত তরকারী পাকাইবে তখন তরকারীতে অধিক পানি দিবে

যাহাতে প্রতিবেশীকেও দিতে পার।

(৩)ওয়াক্ত মত নামায আদায় করিতে থাকিবে।

কতগুলি ভাল এবং মূল্যবান উক্তি

হাসান বসরী রহমতুল্লাহি আলাইহে বলেন-

(১) প্রতিবেশীর সাথে সৎ ব্যবহারের অর্থ শুধু ইহা নহে যে- তাহাকে কষ্ট দিবেনা। বরং তাহার পক্ষ হইতে তুমি যে কষ্ট পাও তাহা সহ্য করাও ইহার অন্তর্ভূক্ত।

(২) হযরত আমর বিন আস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- আত্মীয়তার সম্পর্কের হেফাজত করার অর্থ ইহা নহে যে, আত্মীয় তোমার সাথে ভাল ব্যবহার করিলে তুমি তাহার সাথে ভাল ব্যবহার করিবে আর সে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করিলে তুমিও সম্পর্ক ছিন্ন করিবে- ইহা তো হইল ইনসাফ আর বিনিময়। আত্মীয়তার সম্পর্কের হেফাজতের অর্থ হইল আত্মীয় তোমার সার্থে সম্পর্ক ছিন্ন করিলে তুমি সম্পর্ক গড়িয়া তুলিবে। আর সে সীমা লংঘন করিলে তুমি তাহার প্রতি অনুগ্রহের আচরণ করিবে।

(৩) অনুরূপভাবে ধৈর্য ধারণ করার অর্থ ইহাও নহে যে, তোমার ব্যাপারে অন্যে ধৈর্য ধারণ করিলে তুমিও তাহার ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করিবে। তোমার সাথে কেউ মুর্খলোকের মত ব্যবহার করিলে তুমিও তাহার সাথে মুর্খের ন্যায় ব্যবহার করিবে। ইহা তো ইনসাফ করা ও বিনিময় প্রদান করা মাত্র। বরং প্রকৃত ধৈর্য ধারণ হইল যখন সে তোমার সাথে মুর্খের ন্যায় ব্যবহার করিবে তখন তুমি তাহার কথা সহ্য করিবে। অনুরূপভাবে প্রতিবেশীর কষ্ট সহ্য করিয়া তাহাকে কষ্ট না দেওয়া উত্তম আচরনের পরিচায়ক।

প্রতিবেশীর মর্যাদা কতটুকু হওয়া উচিত

ঐ প্রতিবেশী উত্তম যাহার প্রতি তাহার প্রতিবেশী সর্বদিক দিয়া ভরসা করিতে পারে। প্রতিবেশী সম্পর্কে কখনও এমন কথা না বলা চাই যে, হঠাৎ করিয়া প্রতিবেশী তথায় উপস্থিত হইয়া গেলে চুপ করিয়া থাকিতে হয়। অথবা প্রতিবেশী এই কথাটি জানিয়া ফেলিলে নিজে লজ্জা পাইতে হয়।

অনুরূপভাবে এক প্রতিবেশী যেন অপর প্রতিবেশীর দ্বীন দারীত্বের ব্যাপারে এতটুকু আশ্বস্ত থাকে যে, যদি কখনও কোন মূল্যবান বস্তু প্রতিবেশীর ঘরে ভুলে ফেলিয়া যায় তাহা হইলে প্রতিবেশী উক্ত বস্তুটি হরণ করিবে না বা তাহার উপস্থিতিতে অন্য কেহও ইহা হরণ করিতে পারিবে না। এক প্রতিবেশী যেন অপর প্রতিবেশীর হেফাজতে নিশ্চিন্তে ধন সম্পদ রাখিতে পারে।

জাহিলিয়াতের যুগের তিনটি পছন্দনীয় অভ্যাস

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন যে, জাহিলিয়াতের যুগে মানুষের মধ্যে তিনটি পছন্দনীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের ধারক হওয়ার অধিক হকদার হইল মুসলমান।

(১) মেহমানদারী- তাহাদের কাছে যে কোন মেহমানই আসিত তাহারা তাহাকে সম্মান ও ইযযত করিত।

(২) যদি কাহারও স্ত্রী বৃদ্ধা হইয়া যাইত তাহা হইলে তাহাকে কোন অবস্থায় তালাক দিতনা। কারণ তালাক প্রাপ্তা হইলে তাহার ধ্বংস হওয়ার বা কষ্ট ও পেরেশানীতে পড়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

(৩) যদি কোন প্রতিবেশী ঋণী হইয়া পড়িত। সকলে মিলিয়া তাহার ঋণ শোধ করিত। যদি রোগ, শোক বা অন্য কোন বিপদাপদে পতিত হইত তাহা হইলে তাহারা তাহাকে সাহায্য করিত।

গরীব প্রতিবেশী বিত্তশালী প্রতিবেশীর কাছে দাবী করিবে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ কিয়ামতের দিনে এক ব্যক্তি তাহার প্রতিবেশীকে ধরিয়া বলিবে ইয়া আল্লাহ! আপনি তাহাকে বিত্তশালী আর আমাকে গরীব বানাইয়াছিলেন। অনেক সময় আমি রাত্রে অনাহারে থাকিতাম। আর সে প্রতিদিন পেট ভরিয়া খাইয়া শয়ন করিত। আপনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন সে কেন আমার জন্য তাহার দরওয়াজা বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল এবং আপনার প্রদত্ত সম্পদ থেকে কেন আমাকে বঞ্চিত রাখিয়াছিল?

দশ প্রকার লোক জালেম

হযরত সুফিয়ান ছাওরী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, দশ প্রকার ব্যক্তিকে জালেম গণ্য করা হয়।

(১) যে ব্যক্তি নিজের জন্য দোয়া করে কিন্তু দোয়া করার সময় স্বীয় পিতামাতা ও অন্যান্য মুসলমানদিগকে ভুলিয়া যায়।

(২) যে ব্যক্তি প্রতিদিন কম পক্ষে কুরআনের একশত আয়াত তিলাওয়াত না করে।

(৩) যে ব্যক্তি মসজিদে যায়। কিন্তু দুই রাকাত নামায পড়া ব্যতীত বাহির হইয়া আসে।

(৪) যে ব্যক্তি কবরস্থানের কাছে দিয়া যায় কিন্তু মৃত ব্যক্তিদের সালামও করে না আবার তাহাদের জন্য দোয়াও করে না।

(৫) যে ব্যক্তি শুক্রবারে শহরে আসে কিন্তু জুমার নামায পড়া ব্যতীত চলিয়া যায়।

(৬) ঐ নারী বা পুরুষ যাহার মহল্লাতে কোন আলেম আসে কিন্তু ঐ মহল্লার কোন ব্যক্তি ঐ আলেমের নিকট দ্বীনি কোন জ্ঞান অর্জনের জন্য যায় না।

(৭) ঐ দুই ব্যক্তি যাহারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য একজনের সাথে অপর জন মহব্বত রাখে কিন্তু একে অপরের নাম জিজ্ঞাসা করেনা।

(৮) যে ব্যক্তিকে কোন দাওয়াতে নিমন্ত্রণ করা হয় কিন্তু সে যায় না। শর্ত হইল যে, উক্ত দাওয়াত খাওয়াতে যদি শরয়ী কোন বাধা থাকে তাহা হইলে না খাওয়া দোষের নয়।

(৯) স্বাধীন (দাস নয়) যুবক যদি ইলমেদ্বীন আর আদব না শিখে।

(১০) যে ব্যক্তি পেট ভরিয়া আহার করে আর তাহার প্রতিবেশী অনাহারে থাকে।

প্রতিবেশীর সাথে সদাচরনের চারটি কাজ

ফকীহ আবুল লায়ছ রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, চারটি কাজ করিলে প্রতিবেশীর প্রতি পরিপূর্ণ সদাচরণ করা হয়।

(১) নিজের কাছে যাহা কিছু আছে তাহা দ্বারা প্রতিবেশীর সাহায্য সহযোগীতা করা।

(২) প্রতিবেশীর কাছে যাহা কিছু আছে উহার প্রতি কোনরূপ আশা না করা।

(৩) প্রতিবেশীকে কোন প্রকার কষ্ট না দেওয়া।

(৪) প্রতিবেশী কোন কষ্ট দিলে তাহা সহ্য করা।

মিথ্যা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ সত্য কথা বলা নিজের জন্য অবশ্যকর্তব্য হিসাবে গ্রহণ কর। কেননা সত্য কথা নেক কাজের দিকে লইয়া যায়। আর নেক কাজ জান্নাতের দিকে লইয়া যায়। কোন ব্যক্তি সত্য কথা বলে এবং সত্য বলার চেষ্টা করে তখন আল্লাহ পাকের কাছে তাহাকে সত্যবাদীর তালিকা ভূক্ত করা হয়।

মিথ্যা বর্জন করা

কেননা মিথ্যা ও অশ্লীলতা পাপের দিকে লইয়া যায়। অশ্লীলতা ও পাপ জাহান্নামের দিকে লইয়া যায়। কোন ব্যক্তি মিথ্যা বলিতে থাকে- এমতাবস্থায় আল্লাহর কাছে তাহাকে মিথ্যাবাদীর তালিকাভুক্ত করা হয়।

হযরত লোকমানের বাণী

কোন ব্যক্তি হযরত লোকমানকে জিজ্ঞাসা করিলেন- আপনি এত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হইলেন কিভাবে? তিনি বলিলেন সত্যবাদিতা ও আমানতদারীর দ্বারা আর অনর্থক বিষয় থেকে দূরে থাকার দ্বারা।

ছয়টি আমলের বিনিময়ে জান্নাতের ওয়াদা

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ আমাকে ছয়টি আমলের ওয়াদা দিয়া দাও আমি তোমাদিগকে জান্নাতের ওয়াদা দিব।

(১) সর্বদা সত্য কথা বলা। (২) যথা সম্ভব প্রতিশ্রুতি পুরা করা।

(৩) আমানতের খিয়ানত করিওনা। (৪) লজ্জাস্থানের হেফাজত করা।

(৫) দৃষ্টি নীচে রাখা। (৬) জুলুম করা হইতে বিরত থাকা।

ফায়দাঃ সত্য কথা বলা, প্রতিশ্রুতি পালন করা, আমানত- এই তিনটি বিষয়ের সম্পর্ক আল্লাহ এবং বান্দা উভয়ের সাথে।

আল্লাহর সম্পর্কে সত্য বলার সারকথা হইল- আল্লাহ পাকের তাওহীদের স্বীকার করা এবং খালেছ অন্তরে কলেমা পড়া। মুখে মুখে কলেমা তাওহীদ পড়া আর অন্তরে তাহা অস্বীকার করা হইল-সবচেয়ে ঘৃণিত মিথ্যা এবং মুনাফেকী।

বান্দা সম্পর্কে সত্য বলার সারকথা হইল- সত্য মিথ্যা বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহাই। বাস্তবের পরিপন্থী কথা বলার নাম মিথ্যা। মিথ্যা কোন ভাবেই বৈধ নয়।

অনুরূপভাবে আল্লাহর সাথে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালন হইল- রুহের জগতে মানুষ আল্লাহকে প্রতিপালক হিসাবে স্বীকার করিয়া তাহার অনুগত থাকার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিল। এই প্রতিশ্রুতি পালন করা জরুরী ও ফরয। বান্দার সাথে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালন হইল- যদি একজন অপর জনের কাছে কোন কিছুর প্রতিশ্রুতি দেয় তবে তাহা পুরা করা জরুরী।

আল্লাহ পাক মানুষকে ঈমান গ্রহণের জন্য এবং তাহার নির্দেশিত আহকাম ও প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করার জন্য আদেশ করিয়াছেন। এইসব কিছু আল্লাহর আমানত। অনুরূপভাবে এক বান্দা অপর বান্দার কাছে হেফাজতের জন্য কোন সম্পদ রাখে অথবা কোন গোপনীয় কথা বলে, এইগুলিও আমানত। উভয় প্রকার আমানতের হেফাজত করা বান্দার জন্য জরুরী।

লজ্জাস্থানের হেফাজত

ইহা দুই উপায়ে হইতে পারে।

(১) লজ্জাস্থান অবৈধ স্থানে ব্যবহার না করা অর্থাৎ যিনা থেকে সম্পূর্ণরূপে বাঁচিয়া থাকা।

(২) স্বীয় শরীরের হেফাজত করা যাহাতে ইহার উপর কাহারও দৃষ্টি না পড়ে। কেননা সতর দেখা এবং দেখানো উভয় কাজ হারাম। সতর যে দেখায় এবং যে দেখে উভয়ের উপর আল্লাহর লানত। (যাহাদিগকে সতর দেখানো জায়েয নাই তাহাদের জন্য এই হুকুম) কিন্তু স্বামী স্ত্রীর হুকুম এইরূপ নহে। কারণ তাহারা পরস্পর পরস্পরের সতর দেখিতে পারে।

পুরুষের সতর হইল নাভী হইতে হাটুর নীচ পর্যন্ত আর স্ত্রীলোকের সতর হইল হাত, পা, মুখমন্ডল ব্যতীত সমস্ত শরীর। অত্যন্ত প্রয়োজন ব্যতীত সতর দেখা বা দেখানো হারাম।

দৃষ্টি নীচের দিকে রাখাও জরুরী যাহাতে কাহারও সতরের প্রতি বা যাহাকে দেখা জায়েজ নাই, তাহার প্রতি দৃষ্টি না পড়ে। অধিকন্তু এমন পার্থিব বস্তুর প্রতি দৃষ্টি না পড়ে যাহার দিকে দৃষ্টি পড়ার দ্বারা পার্থিবতার দিকে অন্তর ঝুকিয়া যাওয়ার ও আখেরাত হইতে অসতর্ক হওয়ার খুব সম্ভাবনা থাকে।

জুলুম করা হইতে বিরত থাকা অর্থাৎ হারাম মাল উপার্জন করা এবং অন্যের প্রতি অত্যাচার করা হইতে বিরত থাকা। কোন তাবেয়ী বলেন-

সত্য বলা আওলিয়া কেরামের সৌন্দর্য আর মিথ্যা বলা বদবখত লোকদের নিদর্শন।

গীবত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ গীবত বলা হয়, একে অপরের অনুপস্থিতিতে তাহার সম্পর্কে এমন কোন কথা বলা যাহা সে পছন্দ করিবে না। কেহ জিজ্ঞাসা করিল যদি বাস্তবিকই ঐ ব্যক্তির মধ্যে উহা বিদ্যমান থাকে যাহা তাহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেনঃ তাহা হইলেও গীবত হইবে। অন্যথায় তো ইহা অপবাদ হইবে যাহা গীবত অপেক্ষাও মারাত্মক।

জনৈক ব্যক্তির উক্তি

যদি বদ নিয়তে কাহাকেও এইরূপ বলা হয় অমুকের জামা লম্বা বা খাট, তাহা হইলে ইহাও গীবত বলিয়া পরিগণিত হইবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর দরবারে এক মহিলা উপস্থিত হইল আর সে খুব বেটে ছিল। সে চলিয়া যাওয়ার পর হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বলিলেন, এই মহিলাটি খুব বেটে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ হে আয়েশা! ইহা তো গীবত। কেননা তুমি তাহার দোষ আলোচনা করিয়াছ।

গীবত করায় অভ্যস্ত হইয়া পড়ার কারণে উহার দুর্গন্ধ অনুভূত হয় না

এক ব্যক্তি জনৈক বুযুর্গকে জিজ্ঞাসা করিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর যুগে গীবতের দুর্গন্ধ প্রকাশ হইয়া যাইত, কিন্তু আমাদের যুগের গীবত এত বেশী পরিমাণে হইতেছে যে, উহার দুর্গন্ধের অনুভূতি নষ্ট হইয়া যাইতেছে। যেমন- মেথর পায়খানার দুর্গন্ধে এবং চর্মকার চামড়ার দুর্গন্ধে এমন অভ্যস্ত হইয়া যায় যে, নিঃদ্বিধায় ঐখানে বসেই আহার করে। অথচ অন্যদের জন্য সেখানে এক মিনিটের জন্যও অবস্থান করা দুস্কর। বর্তমান যুগে গীবতের অবস্থাও এইরূপ।

গীবতের বিনিময়ে উপহার

জনৈক ব্যক্তি হযরত হাসান বসরী রহমতুল্লাহি আলাইহিকে বলিল- অমুক ব্যক্তি আপনার গীবত করিয়াছে। এই কথা শুনিয়া হযরত হাসান বসরী রহমতুল্লাহি আলাইহি গীবতকারীর প্রতি টাটকা খেজুর ভর্তি একটি ঝুড়ি প্রেরণ করিলেন এবং বলিয়া দিলেন যে, "জানিতে পারিলাম আপনি নাকি স্বীয় নেকী সমূহ আমাকে দান করিয়া দিয়াছেন। উহার বিনিময়ে আপনার খেদমতে এই সামান্যতম হাদিয়া দিলাম। পূর্ণ বিনিময় দেওয়া সম্ভব নহে তাই ক্ষমা করিবেন।"

ইবরাহীম বিন আদহাম রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর উক্তি

একবার ইবরাহীম বিন আদহাম রহমতুল্লাহি আলাইহি কিছু লোককে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাহারা আহারের জন্য উপবেশন করিয়া কোন এক ব্যক্তির সমালোচনা শুরু করিল। হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম রহমতুল্লাহি আলাইহি

বলিলেন- আগে তো মানুষ গোশতের পূর্বে রুটি খাইত। আর আপনারা তো দেখিতেছি রুটির পূর্বে গোশত খাওয়া শুরু করিয়াছেন (অর্থাৎ গীবত করা আরম্ভ করিয়াছেন)। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গীবত করাকে মুসলমানের গোশত খাওয়া বলিয়াছেন্। একবার ইবরাহীম বিন আদহাম রহমতুল্লাহি আলাইহি বলিয়াছেন- হে মিথ্যাবাদী! তুমি তো পার্থিব বিষয়ে স্বীয় বন্ধু বান্ধবদের সহিত কৃপণতা করিয়াছ (অর্থাৎ তাহাদের প্রয়োজনে খরচ কর নাই) আর পরকালীন বিষয়ে স্বীয় শত্রুদের অত্যন্ত বদান্যতা প্রদর্শন করিয়াছ (অর্থাৎ তাহাদের গীবত করিয়া স্বীয় নেক আমল সমূহ তাহাদেরকে দিয়া দিয়াছ)। অথবা ঐ কৃপণতার জন্য তোমার তো কোন ওজর নাই। আর ঐ বদান্যতার কারণেও কোন প্রসংশা করা হইবে না।

তিনটি বিষয় আমল সমূহকে ধ্বংস করিয়া ফেলে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ তিনটি বিষয়, আমল সমূহ (অর্থাৎ আমলের নূর ও সওয়াব) কে ধ্বংস করিয়া ফেলে।

(১) মিথ্যা কথা বলা। (২) চুগোলখুরী করা। (৩) কাহারও সতর দেখা।

পানি যেমন বৃক্ষের মূলকে সজীব করে এইগুলিও তেমনিভাবে অসৎ কর্মের মূলকে সজীব করে।

তিনটি বিষয় আল্লাহর অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত

যেই মজলিসে তিনটি বিষয়ের চর্চা হইবে আল্লাহর অনুগ্রহ ঐ মজলিস হইতে দূরে থাকিবে।

(১) পার্থিবতার আলোচনা। (২) হাসি। (৩) গীবত।

ইয়াহইয়া বিন মুয়ায রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- যদি তোমার মধ্যে ঈমানের তিনটি বৈশিস্ট্য থাকে তাহা হইলে তুমি উত্তম লোকদের মধ্যে গণ্য হইবে।

(১) যদি তুমি কাহারও উপকার না করিতে পার তাহা হইলে ক্ষতিও করিও না।

(২) যদি কাহাকেও খুশী না করিতে পার তাহা হইলে তাহাকে দুঃখও দিওনা।

(৩) যদি কাহারও প্রশংসা না করিতে পার তাহা হইলে বদনাম করিও না।

গীবত সম্পর্কে ফিরিশতাদের অভিমত

হযরত মুজাহিদ রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- যখন কোন ব্যক্তি কাহারও প্রশংসা করে তখন তাহার সঙ্গী ফিরিশতারা বলে- "আল্লাহ পাক তোমাকে এবং তাহাকে এমন করিয়া দিন যেমন তুমি বলিয়াছ।" আর যখন কাহারও কুৎসা রটনা করিতে থাকে তখন ফিরিশতারা বলেন- তুমি তাহার দোষ প্রকাশ করিয়া দিয়াছ। নিজের দিকে লক্ষ্য কর এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় কর এই জন্য যে, তিনি তোমার দোষ গোপন রাখিয়াছেন।

জনৈক বিজ্ঞ ব্যক্তির উক্তি

কোন এক বিজ্ঞ ব্যক্তির উক্তি, হে মানুষ! যদি তুমি তিনটি কাজ করিতে পার

তাহা হইলে অপর তিনটি কাজ অবশ্যই করিবে-

(১) যদি কাহারও সহিত উত্তম আচরণ না করিতে পার, তাহা হইলে অশুভ আচরণ করা হইতে বিরত থাকিবে।

(২) যদি মানুষের উপকার না করিতে পার, তাহা হইলে তাহাকে স্বীয় অনিষ্টতা থেকে দূরে রাখিবে।

(৩) যদি রোযা রাখিতে না পার, তাহা হইলে অন্যের গোশ্তও ভক্ষণ করিও না (অর্থাৎ গীবত করিও না)।

চুগুল খোরী

দ্বিমুখী কথাকে চুগুলখোরী বলা হয়। যে ব্যক্তি এইরূপ করে তাহাকে চুগুলখোর বলা হয়।

সর্বাপেক্ষা অধম ব্যক্তি কে?

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ সর্বাপেক্ষা অধম ব্যক্তি কে? সাহাবাগণ উত্তর দিলেন- আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সম্পর্কে ভাল জানেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন- "সবচেয়ে খারাপ ব্যক্তি চুগুলখোর। কেননা সে ব্যক্তি প্রত্যেকের সামনে তাহার পক্ষে কথা বলে আর অন্যের সামনে তাহার দোষ বর্ণনা করে।"

চুগুলখোরী এবং কবরের আযাব

জনৈক ব্যক্তি বলিয়াছেন- কবরের আযাবের তিনটি অংশ আছে, এক তৃতীয়াংশ আযাব হয় গীবতের কারণে। এক তৃতীয়াংশ প্রস্রাব হইতে সতর্ক না থাকার কারণে অপর তৃতীয়াংশ চুগুলখোরী করার কারণে।

চুগুলখোরী এবং বিপর্যয়

হাম্মাদ বিন সালমাহ রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- জনৈক ব্যক্তি এক দাস বিক্রি করিল এবং ক্রেতাকে জানাইয়াছিল যে, এই দাসের মধ্যে চুগুলখোরীর দোষ আছে। ক্রেতা এই দোষটাকে সাধারণ মনে করিয়া ক্রয় করিয়া ফেলিল। কিছুদিন পরে ঐ দাস স্বীয় মনিবের স্ত্রীকে বলিল- আপনার স্বামী তো আপনাকে ভালবাসেন না এবং দ্বিতীয় বিবাহের পরিকল্পনা করিতেছেন। স্ত্রী হতবাক হইয়া বলিল- তুমি সত্যকথা বলিতেছ কি? দাস বলিল- সম্পূর্ণ সত্য বলিতেছি, তবে আমার কাছে ইহার এমন তদবীর রহিয়াছে যে, উহা গ্রহণ করিলে আপনার স্বামী আপনাকে ভালবাসিবে। মনিবের স্ত্রী বলিল- অবশ্যই বল! (কি সেই তদবীর)। দাস বলিল- যখন আপনারা রাত্রিতে শয্যা গ্রহণ করিবেন তখন আপনি অস্ত্র দ্বারা তাহার শ্মশ্রুর নীচের চুলগুলি মুন্ডাইয়া দিবেন। ইহা একটি পরীক্ষিত ফলদায়ক ব্যবস্থা। অতঃপর দাসটি মনিবের কাছে যাইয়া বলিতে লাগিল- মনে হয় যেন আপনার স্ত্রী অন্য কাউকে ভালবাসে এবং সে আপনাকে হত্যা করার সুযোগের অপেক্ষায় আছে। মনিব আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞসা করিল, ইহা কি করিয়া সম্ভব?

ক্রীতদাস বলিল- আপনি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। রাত্রে ঘুমের ভান করিয়া শুইয়া পড়িবেন। অতঃপর কি হয় তাহা খেয়াল রাখিবেন। যখন রাত্রে স্বামী ঘুমের ভান করিয়া শুইয়া পড়িল, স্ত্রী পূর্বেই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। তখন সে হাতে অস্ত্রধারন করিয়া স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে স্বামীর নিকটে গেল। শ্মশ্রুর প্রতি হাত বাড়াতেই স্বামী তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল এবং সেই অস্ত্রের দ্বারাই স্ত্রীকে হত্যা করিয়া ফেলিল। (কেননা দাসের কথার সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে।) স্ত্রীর আত্মীয়-স্বজন ইহা জানিতে পারিয়া স্বামীকে হত্যা করিল। ফলে হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে উভয় গোত্র হানাহানিতে লিপ্ত হইয়া পড়িল।

চুগুলখোর ও যাদুকর শয়তান অপেক্ষাও ভয়ানক

কোন এক হযরত বলেন যে, চুগুলখোর ও যাদুকর শয়তান অপেক্ষাও ভয়ানক। কেননা যাদুকর যাহা এক সপ্তাহে করিবে চুগুলখোর উহা এক মিনিটেই করিয়া ফেলে। যে কোন কাজ, শয়তান ধোকা এবং প্রতারণার দ্বারা করে। পক্ষান্তরে চুগুলখোর উহা প্রত্যক্ষভাবে এবং সামনা সামনি করে।

সাতটি কথা

আবু আব্দুল্লাহ কুরায়শী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- এক ব্যক্তি কোন এক আলেমের নিকট সাতটি কথা জানিবার উদ্দেশ্যে সাত মাইল পথ ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছে। আসিয়া বলিল-

(১) কোন্ বস্তু আকাশ অপেক্ষা ভারী?
(২) যমীন অপেক্ষা প্রশস্ত।
(৩) পাথর অপেক্ষা কঠিন।
(৪) অগ্নি অপেক্ষা অধিক দগ্ধকারী।
(৫) যমহারীর পাথর অপেক্ষা অধিক শীতল।
(৬) সাগর অপেক্ষা অধিক গভীর।
(৭) এতিমের চেয়েও দুর্বল অথবা বিষের চেয়েও হত্যাকারী?

আবু আব্দুল্লাহ কুরায়শী রহমতুল্লাহি আলাইহি উত্তর দিলেন-

(১)পুতঃপবিত্র চরিত্র বিশিষ্ট ব্যক্তিকে কলঙ্ক লেপন করা আকাশের চেয়েও ভারী। (২) সত্য যমীনের চেয়েও প্রশস্ত। (৩) কাফেরের অন্তর পাথর অপেক্ষাও কঠিন। (৪) লোভ অগ্নি অপেক্ষা অধিক দগ্ধকারী। ৯৫) কোন নিকটাত্মীয়দের কাছে কোন প্রয়োজন লইয়া যাওয়া, যমহারীর পাথর অপেক্ষা ঠান্ডা। (৬) অল্পে তুষ্ট ব্যক্তির হৃদয় সাগর অপেক্ষা অধিকতর গভীর। (৭) চুগুলখোরী প্রকাশ হইয়া যাওয়া অত্যন্ত বিধংসী এবং ঐ সময় চুগুলখোর এতিমের চাইতেও অধিক অপমানিত এবং দুর্বল হইয়া পড়ে।

চুগুলখোর আস্থাপূর্ণ ব্যক্তি নহে

হযরত হাসান বসরী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- যে ব্যক্তি তোমার নিকট

অন্যের দোষ বর্ণনা করিবে তখন তুমি বুঝিয়া লইবে যে, সে অবশ্যই তোমার দোষও অন্যের নিকট বর্ণনা করিবে। এই জন্যই অন্যের দোষ বর্ণনাকারীকে বিশ্বাস করিওনা। এক ব্যক্তি ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ)-এর সম্মুখে কাহারও গীবত করিলে, তিনি বলিলেন, যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও তাহা হইলে তুমি এই আয়াতের অন্তর্ভূক্ত اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوْا যদি কোন ফাসেক তোমাদের নিকট কোন কথা বলে তাহা হইলে উহার সত্যতা যাচাই করিয়া লও।

যদি তুমি সত্যবাদী হও তাহা হইলে তুমি এই আয়াতের অন্তর্ভূক্ত هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ বিদ্রুপকারী মারাত্মক চুগুলখোর (অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই তোমার কথা গ্রহণযোগ্য নহে।

চুগুলখোরী দোয়া কবুল হওয়ার পথে অন্তরায়

কা'বে আহ্বার রাদিআল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত মুসা (আঃ) স্বীয় অনুসারীগণ সহ তিনবার দোয়া করিয়াছেন, কিন্তু দোয়া কবুল হয় নাই। মুসা (আঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ! আপনার বান্দাগণ তিনবার দোয়া করিল, কিন্তু আপনি উহা কবুল করিলেন না। অতঃপর ওহী অবতীর্ণ হইল- "হে মুসা! তোমার এই জামাতে এক জন চুগুলখোর আছে যাহার ফলে দোয়া কবুল হয় নাই।" মুসা (আঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন- "হে আল্লাহ! বলিয়া দিন সেই ব্যক্তি কে? যাহাতে জামাত হইতে তাহাকে বাহির করিয়া দেওয়া যায়।" আল্লাহ তায়ালা বলিলেন- হে মুসা (আঃ)! আমি তো চুগুলখোরী নিষেধ করিতেছি আবার নিজেই চুগুলখোরী করিব, ইহা কি উচিত হইবে? সকলে মিলিয়া তাওবা কর। অতঃপর সকলে মিলিয়া তওবা করিল। তারপর দোয়া কবুল হইল এবং দুর্ভিক্ষ দূরীভূত হইল। (আফসোস! মহান প্রতিপালক তো এইভাবে বান্দাদের সম্মান বৃদ্ধি করিতেছেন আর বান্দাগণ একে অপরের জন্য মর্যাদা হানির মিশন হইয়া বসিয়াছে।)

উৎকৃষ্ট উক্তি

(১) কোন এক প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির উক্তি- যদি কেহ তোমাকে এই সংবাদ দেয় যে, অমুক ব্যক্তি তোমাকে গালি দিয়াছে। তাহা হইলে মনে করিবে যে, প্রকৃতপক্ষে সে নিজেই তোমাকে গালি দিতেছে।

(২) ওহাব বিন মোনাব্বা রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- যে কেহ তোমার সামনে এমন গুণ বর্ণনা করে যাহা তোমার মধ্যে নাই, তাহা হইলে এক সময় সে অবশ্যই এমন দোষ বর্ণনা করিবে যাহা তোমার মধ্যে নাই।

(৩) ইমাম আবুল ইছলাহ সমরকন্দী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- যদি তোমার কাছে কেহ এইরূপ সংবাদ দেয় যে, অমুক ব্যক্তি তোমার সাথে এই খারাপ ব্যবহার করিয়াছে এবং তোমার সম্বন্ধে এমন কথা বলিয়াছে। তখন তাহার উত্তরে ছয়টি বিষয় তোমার জন্য অপরিহার্য-

(১) তাহাকে বিশ্বাস না করা (চুগুলখোর বিশ্বাসযোগ্য নহে)।

(২) তাহাকে এইরূপ আচরণ থেকে নিষেধ করা (অসৎ কাজে বাধা দেওয়া মুসলমানের জন্য ওয়াজীব)।

(৩) তাহার সম্মুখে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে স্বীয় অসন্তুষ্টি এবং রাগ প্রকাশ করা (যেমন নাকি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ভালবাসা পছন্দনীয় اَلْحُبُّ فِى اللّٰهِ অনুরূপভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে অন্যের সাথে বিদ্বেষ রাখাও পছন্দনীয় اَلْبُغْضُ لِلّٰهِ

(৪) চুগুলখোরের কথার উপর নির্ভর করিয়া স্বীয় ভ্রাতার প্রতি কুধারণা করিও না। কেননা মুসলমানের প্রতি কুধারণা করা হারাম।

(৫) সে যাহা বলিবে উহার তাহকীকের পিছনে পড়িওনা (কেননা আল্লাহ তা'আলা কাহারও গোপন বিষয় অনুসন্ধান করিতে নিষেধ করিয়াছেন)।

(৬) যে বিষয়টি হইতে তুমি এই চুগুলখোরের জন্য পছন্দ কর না উহা নিজের জন্যও পছন্দ করিওনা (অর্থাৎ এই কথা তুমিও অন্যের নিকট বর্ণনা করিওনা)।

এই সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস সমূহ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ – مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন- চুগুলখোর বেহেশতে প্রবেশ করিবেনা। (বোখারী, মুসলিম)

وَقَالَ تَجِدُوْنَ شَرَّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِىْ يَأْتِىْ هٰؤُلَاءِ وَهٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ

(২) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলিয়াছেন- তোমরা কিয়ামতের দিবসে দ্বিমুখী মানুষ অর্থাৎ যাহার সামনে যায় তাহার পক্ষেই কথা বলে, এই প্রকারের লোককে সর্বাধিক নিকৃষ্ট অবস্থায় দেখিতে পাইবে। (বোখারী, মুসলিম)

اِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ تَبَاعَدَ عَنْهُ الْمَلَكُ مِيْلًا مِنْ نَتْنِ مَا جَاءَ بِهِ (ترمذى) ·

(৩) যখন বান্দা মিথ্যা বলে তখন ফিরিশতারা উহার দুর্গন্ধে এক মাইল দূরে সরিয়া যায়- (তিরমিযী)

مَنْ كَانَ ذَا وَجْهَيْنِ فِى الدُّنْيَا كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ لِسَانٌ مِّنْ نَّارٍ (دارمى)

(৪) জাগতিক জীবনে যে দ্বিমুখী; কিয়ামতের দিবসে তাহার জিহ্বা অগ্নির হইবে। (দারামী)

হিংসা

হিংসা বিদ্বেষের নিন্দা এবং ইহার অপকৃষ্টতা থেকে রেহাই পাওয়ার উপায়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন যে- হিংসা বিদ্বেষ, নেকী সমূহকে এইভাবে ধ্বংস করিয়া দেয় যেভাবে অগ্নি শুকনা কাঠ জ্বালাইয়া দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন ঃ মানুষ তিনটি দুষনীয় কার্যে অধিক লিপ্ত থাকে।

(১) খারাপ ধারণা। (২) হিংসা। (৩) কোন কার্য থেকে মনগড়াভাবে অশুভ ফলাফলের পূর্ব ধারণা করা।

কেহ জিজ্ঞাসা করিল- এই তিনটি দোষ হইতে বাঁচিয়া থাকার উপায় কি?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন-

(১) কাহারও নিকট স্বীয় হিংসা প্রকাশ করিও না এবং যাহার প্রতি হিংসা হয় তাহার দোষ বর্ণনা করিও না।

(২) কোন মুসলমান সম্পর্কে কুধারণা জন্মিলে স্বচক্ষে না দেখিয়া উহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবে না।

(৩) যদি কোথাও যাওয়ার সময় রাস্তায় কোন বিচ্ছু বা কাক ইত্যাদি দৃষ্টিগোচর হয়, অথবা তোমার কোন অংগ (চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি) নড়িয়া উঠে তাহা হইলে সেই দিকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া গন্তব্য স্থানের দিকে চলিতে থাকিবে। (অর্থাৎ এই সকল কারণ অশুভ-লক্ষণ মনে করিয়া যাত্রা বন্ধ করিও না।) এইভাবে এই সকল অসৎ কর্ম হইতে বাঁচিয়া থাকিবে।

দোয়াঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- অশুভ লক্ষনের কোন বিষয় দৃষ্টিগোচর হইলে এই দোয়া পড়িবে-

اَللّٰهُمَّ لَاطَيْرَ اِلَّا طَيْرُكَ وَلَا خَيْرَ اِلَّا خَيْرُكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ط

অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনার প্রদত্ত অকল্যাণ ব্যতীত কোন অকল্যাণ নাই। আপনার প্রদত্ত কল্যাণ ব্যতীত কোন কল্যাণ নাই। আপনি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। আল্লাহর আশ্রয় ব্যতীত কোন পরিত্রাণ নাই। আর আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি ব্যতীত কোন শক্তি নাই।

এই দো'আ পড়িতে পড়িতে চলিয়া যাইবে। আল্লাহর ফজলে কোন কিছুই কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না।

হিংসার প্রতিক্রিয়া ও কুপ্রভাব প্রথমতঃ হিংসুকের উপর আপতিত হয়

ফকীহ্ আবুল লায়ছ রহমতুল্লাহি আলাইহি বলিয়াছেন, হিংসা সমুদয় অসৎ

কার্যাপেক্ষা অধিকতর ধ্বংসাত্মক। কেননা যাহার প্রতি হিংসা করা হয় হিংসার প্রভাব তাহার উপর আপতিত হওয়ার পূর্বেই হিংসুক পাঁচ প্রকার শাস্তিতে পতিত হয়।

(১) অবিরাম চিন্তা।

(২) এমন বিপদ যাহার বিনিময়ে কোন সওয়াব লাভ হয় না।

(৩) সর্বদিক হইতে কেবল বদনাম আর বদনাম, কোথাও কোন প্রশংসা নাই।

(৪) আল্লাহর অসন্তুষ্টি।

(৫) তাহার জন্য তাওফীকের দরজা বন্ধ হইয়া যায়।

হিংসুক আল্লাহর নিয়ামতের শত্রু

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন– কিছু সংখ্যক মানুষ আল্লাহর নিয়ামতের শত্রু হয়। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, তাহারা কে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন- সুখী লোকদের প্রতিহিংসা পোষণকারী।

হিংসার রোগে ওলামায়ে কেরাম সবচেয়ে বেশী আক্রান্ত

মালেক বিন দীনার রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- আমি সমগ্র জগত সম্বন্ধে ওলামায়ে কেরামের সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারি, কিন্তু ওলামাগণের সাক্ষ্য অপর ওলামার প্রতিকূলে গ্রহণযোগ্য নহে। কেননা আমি সর্বাধিক হিংসা বিদ্বেষ ওলামাগণের মাঝে পাইয়াছি।

হিসাব নিকাশের পূর্বেই যে সকল আমল বান্দাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ ছয় প্রকার মানুষকে ছয়টি কারণে হিসাব নিকাশের পূর্বেই জাহান্নামে প্রবিষ্ট করা হইবে।

(১) আমীর ও বাদশাগণকে তাহাদের অত্যাচার এবং সীমা লংঘনতার কারণে।

(২) আরবগণকে বংশগত অহংকারের কারণে।

(৩) বংশ প্রধান ও ক্ষমতাধর লোকদেরকে তাহাদের অহংকার ঔদ্ধত্যের কারণে।

(৪) ব্যবসায়ীগণকে তাহাদের অসততা ও খিয়ানতের কারণে।

(৫) গ্রাম্য লোকদেরকে তাহাদের মূর্খতার কারণে।

(৬) ওলামায়ে কেরামকে তাহাদের হিংসার কারণে।

টীকাঃ এইখানে ওলামার দ্বারা উদ্দেশ্য হইল লোভী ওলামাগণ। দুনিয়ার লোভেই পরস্পরের হিংসার সৃষ্টি হয়। যদি আলেমগণ দুনিয়ার প্রতি আসক্তি পরিহার করিয়া আখেরাত মুখী হইয়া যায় তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে হিংসা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হওয়ার কোন কারণ থাকিতে পারে না।

একটি উক্তি

আহনাফ বিন কায়স রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

(১) হিংসুক কখনও প্রশান্তি লাভ করিতে পারে না।

(২) কৃপণের কখনও কোমল প্রাণ হয় না।

(৩) সংকীর্ণ মনা ব্যক্তির কোন বন্ধু হয় না।

(৪) মিথ্যাবাদীর মাঝে মানবতা থাকেনা।

(৫) আত্মসাৎকারী নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি নহে।

(৬) অসৎচরিত্র ব্যক্তির মধ্যে ভালবাসা থাকেনা।

কাহারও প্রতি হিংসা করা উচিত নহে

মুহম্মদ বিন শিরীন রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- আমি জীবনে কখনও হিংসা করি নাই। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তির দুইটি দিক রহিয়াছে।

(১) যদি সে নেককার এবং বেহেশতী হয় তাহা হইলে কি করিয়া তাহার প্রতি হিংসা বিদ্বেষ পোষণ করা যায়?

(২) আর যদি জাহান্নামী হয় তাহা হইলে জাহান্নামীর প্রতি হিংসা করার কি অর্থ হইতে পারে?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর উপদেশ

আনাস বিন মালেক রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- আমি আট বৎসর বয়স হইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে ছিলাম। সর্ব প্রথম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নিম্নোক্ত উপদেশ দান করেন। হে আনাস! উত্তমরূপে ওযু কর, তাহা হইলে অযুতে বরকত হইবে। আর দেহরক্ষী ফিরিশতা তোমাকে ভালবাসিতে থাকিবে। ফরজ গোসল উত্তমরূপে করিবে কেননা প্রত্যেক লোমের নিচে নাপাক থাকে। অধিকন্তু উহা দ্বারা গোনাহ মাফ হইয়া যায়। চাশতের নামায অবশ্যই পড়িবে কেননা ইহা তাওবা কারীদের নামায। দিবা-রাত্র অবশ্যই নামায পড়িবে। তাহা হইলে ফিরিশতা তোমাদের জন্য দোয়া করিবে। নামাজের সমস্ত রুকনগুলি যথাযথভাবে পালন করিবে। এই ধরনের নামায আল্লাহর পছন্দনীয় এবং আল্লাহ তায়ালা এইরূপ নামাযই কবুল করেন। যথা সম্ভব সর্বদা ওযুর সহিত থাকার অভ্যাস কর ইহার ফলে মৃত্যুর সময় কলেমা শাহাদাত ভুলিবেনা।

ঘরে প্রবেশ করিবার সময় যাহারা ঘরে আছে তাহাদের প্রতি ছালাম দাও। ইহাতে বরকত হয়। পথিমধ্যে কোন মুসলমানকে দেখা মাত্র সালাম দিবে ইহাতে ঈমানের স্বাদ বৃদ্ধি পায়। আর পথচলাকালীন যে গোনাহ হয় উহা ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়। এক মুহূর্তের জন্যও অন্য মুসলমানের প্রতি হিংসা বিদ্বেষ পোষণ করিবে না। ইহা আমার তরীকা। যে ব্যক্তি আমার তরীকা গ্রহণ করিল সে আমাকে ভালবাসিল। আর সে ব্যক্তি আমার সহিত বেহেশতে থাকিবে। হে আনাস! যদি তুমি আমার উপদেশ ও অসিয়তের সঠিক হেফাজত কর এবং তদনুযায়ী আমল কর, তাহা হইলে তোমার কাছে মৃত্যু প্রিয় হইয়া যাইবে। আর এইরূপ মৃত্যুতে তোমার জন্য প্রশান্তি রহিয়াছে।

হিংসুক আল্লাহ পাকের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে

কোন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির উক্তি- হিংসুক ব্যক্তি পাঁচভাবে আল্লাহর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

(১) অন্যের প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত সমূহকে ঘৃনা করিয়া।

(২) স্বীয় হিংসার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার নিয়ামত বন্টনের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়া (আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নিয়ামত বন্টন সঠিক বলিয়া মনে করেনা।

(৩) আল্লাহর কৃপা ও অনুগ্রহের সাথে কৃপণতা করিয়া (আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা করেন অনুগ্রহ করেন, আর হিংসুক উহার বিরুদ্ধাচরণ করে)।

(৪) আল্লাহর প্রিয় বান্দাকে অপমানিত করিয়া (যাহার প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করিয়াছেন সে অনুগ্রহ তাহার থেকে দূরীভূত হইয়া যাওয়ার কামনা, সত্যিকার অর্থে তাহাকে অপমানিত করারই কামনা।)

(৫) আল্লাহর শত্রু ইবলীসকে সহানুভূতি করিয়া (প্রত্যেক মানুষকে আল্লাহর অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত রাখা ইবলীসের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য।)

অহংকার

নিজেকে অন্যের চাইতে বড় এবং সম্মানী আর অন্যকে ছোট মনে করার নামই অহংকার। হযরত হাসান বিন আলী রাদিআল্লাহু আনহু এক দল দারিদ্রের পাশ দিয়া যাইতেছিলেন। তাহারা মাটিতে বিছানো এক চাদরের উপর রুটি রাখিয়া আহার করিতেছিল। হযরত হাসান রাদিআল্লাহু আনহুকে দেখিয়া সবাই তাহাকে আহারে অংশ গ্রহণের জন্য নিমন্ত্রণ করিল। তখন তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্বক এই বলিয়া আহারে অংশ গ্রহণ করিলেন যে, "আমি অহংকারীদেরকে পছন্দ করি না" আহারান্তে সবাইকে সাথে করিয়া ঘরে গেলেন, ঘরে যাহা কিছু ছিল তাহা সবাইকে আহার করাইয়া দিলেন।

তিন ব্যক্তি আযাবের উপযোগী

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ কিয়ামতের দিবসে তিন শ্রেণীর সাথে আল্লাহ পাক কথা বলিবেন না, এমন কি তাহাদের প্রতি দয়ার দৃষ্টিতে তাকাইবেন না। বরং মর্মন্তুদ আযাবে নিপতিত করিবেন।

(১) বৃদ্ধাবস্থায় ব্যভিচার। ইহার অর্থ এই নয় যে, যৌবনাবস্থায় ব্যভিচার করা দোষনীয় নহে। ব্যভিচার যৌবনাবস্থায়ও মারাত্মক অপরাধ। কিন্তু বৃদ্ধাবস্তায় যখন যৌনক্ষুধা নিবৃত প্রায়, এবং মৃত্যু অতি সন্নিকটে আসিয়া পড়ে তখন এহেন গর্হিত ক্রিয়া কর্ম সীমাহীন জঘন্য অন্যায় বলিয়া পরিগণিত।

(২) মিথ্যাবাদী বাদশাহ। মিথ্যা সকলের জন্যই সাংঘাতিক হীন কর্ম। কিন্তু বাদশাহ তো কাহারও ভয়ে ভীত নহে এবং কাহারও বাধ্য নহে এতদ্বসত্বেও তাহার মিথ্যা বলা সাধারণ মানুষ অপেক্ষা অধিকতর মারাত্মক অপরাধ।

(৩) অহংকারী দরিদ্র। অহংকারী ফকীর-বাদশা, ছোট-বড় সকলের বেলায়ই খারাপ। কিন্তু দরিদ্রের অহংকার করা বড়ই আশ্চর্য ব্যাপার। কেননা তাহার মধ্যে অহংকারের কোন কারণ বিদ্যমান না থাকা সত্বেও সে অহংকার করিয়া বসে।

সর্ব প্রথম বেহেশতে এবং দোযখে প্রবেশকারী ব্যক্তিত্রয়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ সর্ব প্রথম বেহেশত এবং

দোযখে প্রবেশকারী তিন ব্যক্তির নাম আমার সমীপে উপস্থাপন করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে বেহেশ্তে প্রবেশকারীগণ হইলেন-

(১) শহীদ- আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে এখলাসের সহিত জীবন কুরবানকারী।

(২) ক্রীতদাস- ঐ ক্রীতদাস যে কৃত্রিম প্রভূর দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ থাকা সত্বেও আল্লাহর আনুগত্য হইতে বিরত থাকে নাই। বরং স্বীয় কৃত্রিম প্রভূর আনুগত্যের সাথে সাথে প্রকৃত প্রভূরও আনুগত্য এবং ইবাদতে লিপ্ত আছে।

(৩) অধিক সন্তানের দুর্বল ও দরিদ্র পিতা দৈহিক ও সম্পদের দিক থেকে দুর্বল, অধিকন্তু সন্তান-সন্ততি অধিক হওয়া সত্বেও ধৈর্যশীল এবং কৃতজ্ঞ।

আর সর্বপ্রথম দোযখে প্রবেশকারীরা হইল-

(১) অধিনস্ত প্রজাদের উপর অবৈধ ক্ষমতা প্রয়োগকারী শাসক। সর্বদা অত্যাচার-শোষনের বাজার গরম করিয়া রাখে।

(২) যাকাত প্রদান হইতে বিরত সম্পদশালী- যে ব্যক্তি যাকাত প্রদান করে না তাহার থেকে অন্য কোন দান খয়রাতের আশা করা বৃথা।

(৩) অহংকারী দরিদ্র- দরিদ্র এবং নিঃস্ব সত্বেও অহংকার করা চরম নিচুতা ও অভদ্রতার আলামত।

আল্লাহ তায়ালা তিন শ্রেণীর মানুষের প্রতি ঘৃণা রাখেন

(১) আল্লাহ তায়ালা ফাসেকের প্রতি ঘৃণা রাখেন এবং বৃদ্ধ ফাসেকের প্রতি চরম ঘৃণা রাখেন।

(২) আল্লাহ্ তায়ালা সাধারণ কৃপণের প্রতি ঘৃণা এবং সম্পদশালী কৃপণের প্রতি তদপেক্ষা অধিক শক্ত ঘৃণা রাখেন।

(৩) আল্লাহ তায়ালা অহংকারীকে তো অপছন্দ করেনই, কিন্তু দরিদ্র অহংকারীকে আরও অধিক অপছন্দ করেন।

তিন শ্রেণীর বান্দা আল্লাহর দরবারে অতি প্রিয়

(১) আল্লাহ তায়ালা খোদা ভীরুকে ভালবাসেন আর যুবক খোদাভীরুকে আরও বেশী ভালবাসেন।

(২) আল্লাহ তায়ালা দানশীল ব্যক্তিকে পছন্দ করেন, আর দরিদ্র দানশীলকে তদপেক্ষা অধিক পছন্দ করেন।

(৩) কোমল চরিত্র বিশিষ্ট ব্যক্তি আল্লাহর প্রিয় বান্দা আর সম্পদশালী কোমল চরিত্র বিশিষ্ট ব্যক্তি তো আরো অধিক প্রিয়।

অহংকারের হাকিকত

রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তির অন্তরে সরিষা পরিমাণও অহংকার থাকিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবেনা। জনৈক ব্যক্তি বলিল- আমার পোষাক- পরিচ্ছদ, জুতা ইত্যাদি উত্তম এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকা আমার কাছে পছন্দনীয়। তবে কি ইহাও অহংকার? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন- না, আল্লাহ তো অতুলনীয় সৌন্দর্যের অধিকারী

আর তিনি সৌন্দর্য ভালবাসেন এবং আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের মধ্যে স্বীয় নিয়ামতের প্রভাব ও প্রকাশ দেখিতে চান। বিত্তশালী হওয়া সত্বেও দরিদ্রবেশ ধারণ করা আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় নহে। আর প্রকৃত পক্ষে অহংকার হইল- একজন অপর জনকে হীন মনে করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলিলেনঃ যে ব্যক্তি স্বীয় জুতা নিজ হাতে মেরামত করে এবং স্বীয় পোষাকে তালি লাগায় আর আল্লাহকে সিজদা করে সে অহংকার মুক্ত।

সর্বাধিক অপছন্দনীয় ব্যক্তি

একদা মুসা (আঃ) আল্লাহ তায়ালাকে জিজ্ঞাসা করিলেন- "হে আল্লাহ! আপনার নিকট মাখলুকের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি সর্বাধিক ঘৃণিত ও অপছন্দনীয়? আল্লাহপাক উত্তর দিলেন- "যাহার হৃদয় অহংকারী, ভাষা কর্কশ, আকীদা দুর্বল এবং হাত কৃপণ।"

উত্তম ব্যক্তি

জনৈক প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির উক্তি- ধৈর্যের ফল শান্তি আর বিনয়ের ফল সম্প্রীতি। মুমিনের গৌরব তাহার রব। তাহার সম্মান তাহার দ্বীনদারী। পক্ষান্তরে মুনাফিকের গৌরব তাহার বংশ-মর্যাদা আর তাহার সম্মান তাহার ধন সম্পদ।

অহংকারযুক্ত চাল চলন আল্লাহর অপছন্দ

হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সৈন্যদলের অন্তর্ভূক্ত মাহলাচ বিন মুগিরা উত্তম ভূষণ পরিধান করিয়া মোতাররফ বিন আব্দুল্লাহ রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর পাশ দিয়া খুব অহংকারের সহিত চলিতেছিল। মোতাররফ রহমতুল্লাহি আলাইহি বলিলেন -"হে আল্লাহর বান্দা! এইরূপ চলাচল আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় নহে।" মাহলাচ বলিল- আপনি কি জানেন না আমি কে?' মোতাররফ রহমতুল্লাহি আলাইহি উত্তর দিলের- খুব জানি, প্রথমে তুমি অপবিত্র বীর্য ছিলে, শেষ পর্যন্ত আবার দুর্গন্ধযুক্ত শবদেহে রূপান্তরিত হইবে। আর এখন তুমি নাপাক ও দুর্গন্ধযুক্ত জিনিস বহন করিয়া ফিরিতেছ। অতঃপর এই কথা শ্রবণ মাত্র সে চলন ভঙ্গি পরিবর্তন করিয়া ফেলিল।

বিনয়ীর সাথে বিনয় এবং অহংকারীর সাথে অহংকার করার নামই চরিত্র

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেন, বিনয়ী ব্যক্তিদের সাথে বিনয় এবং অহংকারী ব্যক্তিদের সাথে অহংকার কর, তোমাদের এই অহংকার, অহংকারীদের জন্য অপমান এবং অসম্মানের কারণ। আর তোমাদের ক্ষেত্রে ইহা সদকা করা হিসাবে গণ্য হইবে।

বিনয়ের উচ্চ পর্যায়

হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু বলিয়াছেন- বিনয়ের উচ্চ পর্যায় এই যে, তুমি প্রত্যেক মুসলমানকে সালাম দিবে, মজলিসে সামান্য জায়গা পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকিবে এবং তোমার জন্য কৃত প্রশংসা ঘৃণা করিবে।

আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ) -এর নীতি হইল বিনয়, আর কাফিরদের অভ্যাস হইল অহংকার। ফকিহ আবুল লায়ছ সমরকন্দী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- বিনয় আম্বিয়া (আঃ) কেরামের এবং নেককারগণের নীতি। আর অহংকার ফেরাউনের রংগে রঞ্জিত ব্যক্তিদের অভ্যাস। বিনয়ী এবং অহংকারীদের সম্পর্কে কুরআনে করীমে নিম্নরূপ আলোচনা করা হইয়াছে।

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا

অর্থঃ আল্লাহর প্রিয় বান্দা তাঁহারাই যাঁহারা যমীনে বিনয়ের সহিত চলাফেরা করে।

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ط

অর্থঃ হে রাসূল! আপনি মুমিনদের সহিত বিনয় সুলভ ব্যবহার করুন।
হে রাসূল! অবশ্যই আপনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী।
(পক্ষান্তরে কাফেরদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে)

اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ ط

অর্থঃ যখন তাহাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ 'ছাড়া কোন মাবুদ নাই তখন তাহারা অহংকার করে-

اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ مِنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ ط

অর্থঃ যাহারা অহংকারবশতঃ আমার এবাদত করে না, অবশ্যই তাহারা অপমানিত হইয়া দোযখে প্রবেশ করিবে-

اُدْخُلُوْا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ

অর্থঃ জাহান্নামের দরজা দিয়া প্রবেশ কর এবং তথায় অনন্তকাল অবস্থান করিবে অহংকারীদের বাসস্থান অত্যন্ত কষ্টদায়ক হইবে।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُتَكَبِّرِيْنَ -

অর্থঃ অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা অহংকারীদেরকে ভালবাসেন না।
বিনয় উত্তম চরিত্রবান ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন। গাধায় আরোহন করিতেন এবং ক্রীতদাসের নিমন্ত্রণও গ্রহণ করিতেন।

হযরত ইবনে ওমর রাদিআল্লাহু আনহু-এর বিনয়

ইবনে ওমর রাদিআল্লাহু আনহু-এর নিকট রাত্রিতে কোন এক মেহমান আসিল। তখন তিনি প্রদীপের সামনে বসিয়া লেখিতেছিলেন। যখন প্রদীপ শিখা নিস্প্রভ হইতে লাগিল তখন মেহমান বলিল- আমি প্রদীপটি ঠিক করিয়া দিব কি? ইবনে

ওমর রাদিআল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন- মেহমানের সেবা গ্রহণ অসৎ চরিত্রের কাজ। মেহমান বলিল- গোলাম ঘুমাইতেছে তাহাকে ডাকিয়া দিব কি? তিনি উত্তর দিলেন - না, এই মাত্র ঘুমাইয়াছে। অতঃপর তিনি নিজেই গাত্রোত্থান পূর্বক প্রদীপে তৈল ভরিলেন। মেহমান বলিল- আমার উপস্থিতিতে আপনি কষ্ট করিলেন? ইবনে ওমর রাদিআল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন- আমি তখন যে ইবনে ওমর ছিলাম এখনও তো সেই ইবনে ওমরই আছি। প্রদীপের তৈল ভরার কারণে আমার সম্মান লোপ পায় নাই। আল্লাহর দরবারে বিনয়ী ব্যক্তিগণ খুব প্রিয়।

হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু -এর বিনয়

হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ঘটনা- সিরিয়াতে সফরকালে সওয়ারীতে সওয়ার হওয়ার পালা ক্রীতদাসের ও নিজের মধ্যে এমনভাবে ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন যে, যখন তিনি আরোহন করিতেন তখন ক্রীতদাস লাগাম ধরিয়া সামনে চলিত, আবার যখন ক্রীতদাস আরোহন করিত তখন ওমর রাদিআল্লাহু আনহু নিজেই উষ্ট্রের লাগাম ধরিয়া সামনে চলিতেন। পথ চলিতে জলাশয় অতিক্রম করিতে হইবে হযরত ওমর রাদি আল্লাহু আনহু নিজেই লাগাম ধরিয়া জলাশয়ে অবতরণ করিলেন। আর জুতা বাম বগলে রাখা ছিল। যখন তিনি সিরিয়ার নিকটবর্তী হইলেন তখন তথাকার গভর্ণর হযরত আবু ওবায়দা রাদিআল্লাহু আনহু শহরের বাহিরে আসিয়া হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু-এর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। ঘটনা চক্রে তখন বন্টনানুযায়ী ক্রীতদাস আরোহিত অবস্থায় এবং হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু লাগাম হাতে চলিতেছিলেন। হযরত আবু ওবায়দা রাদিআল্লাহু আনহু বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! জনগণ আপনাকে অভ্যর্থনা জানাইতে আসিবে। এই অবস্থা আপনার মর্যাদার সাথে সামস্যশীল নহে। আপনি আরোহন করুন। হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু বলিলেন- আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে ইসলামের দ্বারা সম্মানিত করিয়াছেন। অতএব এখন মানুষ যাহা কিছু বলুক না কেন তাহাতে কোন পরোয়া নাই। অর্থাৎ মানুষের সমালোচনার ভয়ে আমি বেইনসাফী করিতে পারিব না।

হযরত সালমান ফারসী রাদিআল্লাহু আনহু -এর বিনয়

হযরত সালমান ফারসী রাদিআল্লাহু আনহু মদীনার গভর্ণর ছিলেন। একদা তিনি বাজারের পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিলেন। তখন জনৈক ব্যক্তি তাঁহাকে মজদুর মনে করিয়া কাছে ডাকিল এবং তাহার আসবাব পত্র বহন করিতে বলিল। তখন হযরত সালমান আনন্দের সহিত তাহা বহন করিয়া চলিলেন। পথিমধ্যে লোকজন এই অবস্থা দেখিয়া অবাক হইয়া বলিতে লাগিল, হে আল্লাহ! আমীরুল মুমেনীনের প্রতি অনুগ্রহ করুন! হে আমীরুল মুমেনীন! আসবাবপত্র সমূহ আমাদের কাছে দিন। তিনি তাহাদের সকলের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া সামনে চলিতে লাগিলেন। ঐ ব্যক্তি স্বীয় ভুলের জন্য লজ্জিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল এবং স্বীয় অজ্ঞানতা প্রকাশ করিতে করিতে বলিল যে- আমি আপনাকে চিনিতে পারি নাই। হযরত সালমান ফারসী রাদিআল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন- কোন অসুবিধা নাই, চলিতে থাক। অতঃপর আসবাবপত্র তাহার ঘরে পৌছাইয়া দিলেন। ঐ ব্যক্তি এতই লজ্জিত হইল যে, সাথে সাথেই মনে মনে অঙ্গীকার করিল যে, সে আর কখনও মজদুর দ্বারা কাজ করাইবে না।

হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু-এর বিনয়

হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু বাজার হইতে দুইটি জামা খরিদ করিয়া ক্রীতদাসকে বলিলেন, এই দুইটির মধ্যে তোমার যাহা পছন্দ হয়- তুমি তাহা লইয়া যাও। ক্রীতদাস তন্মধ্যে ভালটি পছন্দ করিল। হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু ক্রীতদাসকে তাহাই দিয়া দিলেন। আর অবশিষ্টটি নিজে গ্রহণ করিলেন। তাহার ভাগের জামার আস্তিন লম্বা ছিল। তিনি একটি কেঁচি আনাইয়া আস্তিনের অতিরিক্ত অংশ কাটিয়া জামা পরিধান করিয়া খোৎবা দেওয়ার জন্য গেলেন।

ফায়দাঃ ইহা হইল আমাদের পূর্ব পুরুষদের আমল। যাহাদের উপর দ্বীনের ভিত্তি ছিল। লৌকিকতা তাহাদের ধারে কাছেও ছিলনা। আর আজ আমাদের মধ্যে লৌকিকতা ব্যতীত আর আছে কি?

সদকার দ্বারা সম্পদ বাড়ে আর ক্ষমা করার দ্বারা মর্যাদা বাড়ে

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেনঃ সদকা করার দ্বারা সম্পদ কমে না (বরং বৃদ্ধি পায়) আর মানুষের অপরাধ ক্ষমা করার দ্বারা মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। তিনি আরও বলিয়াছেনঃ যে কোন ব্যক্তির মৃত্যুর সময় তাহার মধ্যে যদি তিনটি বিষয় না পাওয়া যায়- সে জান্নাতে যাইবে।

(১) অহংকার, (২) খেয়ানত, (৩) কর্জ বা ঋণ।

ক্রোধ

আবু উমামা বাহেলী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে ক্রোধান্বিত হইয়া- ক্রোধ মোতাবেক কাজ করিবার শক্তি থাকা সত্ত্বেও ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করিয়া ফেলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক তাহার প্রতি পরিপূর্ণ সন্তুষ্ট হইবেন।

ইঞ্জিল কিতাবে রহিয়াছে

হে বনী আদম! রাগ উঠার সময় আমাকে স্মরণ কর তাহা হইলে আমিও রাগের সময় তোমাকে স্মরণ করিব। আমার সাহায্যের প্রতি সন্তুষ্ট হও; কেননা তোমার জন্য আমার সাহায্য তোমার সাহায্য অপেক্ষা উত্তম।

নিজের জন্য অপরকে শাস্তি দেওয়া দুরস্ত নহে

ওমর ইবনে আব্দুল আযীয রহমতুল্লাহি আলাইহি এক মদ্যপায়ীকে শাস্তি দেওয়ার জন্য গ্রেপ্তার করিলেন। আর মদ্যপায়ী তাহাকে গালি দেওয়া শুরু করিল। তৎক্ষনাৎ তিনি তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, সে গালি দেওয়ার পরও আপনি তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন? তিনি বলিলেন, সে গালি দেওয়ার পর আমার মধ্যে ক্রোধের সঞ্চার হইল। যদি আমি এই অবস্থায় তাহাকে শাস্তি দিতাম তাহা হইলে এই শাস্তি আমার নিজের জন্য হইত। আমার নিজের জন্য কোন মুসলমানকে শাস্তি প্রদান করা আমি পছন্দ করি না।

ভুলক্রুটি মাফ করিয়া দেওয়া আল্লাহও পছন্দ করেন

মায়মুন বিন মেহরান রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর এক দাসীর হাত হইতে তাহার কাপড়ের উপর সালনের ঝোল পড়িয়া গেল। তিনি ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া দাসীকে শাস্তি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তৎক্ষনাৎ দাসী কুরআনে পাকের নিম্নোক্ত আয়াতাংশ পাঠ করিল। وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ (অর্থঃ ক্রোধ নিয়ন্ত্রণকারীগণ) আয়াতাংশ শুনিয়াই তাহার ক্রোধ থামিয়া গেল। দাসী তখন আরও একটু সাহস করিয়া আয়াতের সামনের অংশ পাঠ করিলেন وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ – (এবং মানুষকে ক্ষমাকারী)

তিনি বলিলেন আমি তোকে মাফ করিয়া দিলাম। দাসী আরও সাহস পাইল এবং আয়াতের শেষাংশ পাঠ করিল وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ (এহসানকারীদিগকে আল্লাহ পাক পছন্দ করেন) তিনি বলিলেন- আমি তোকে আল্লাহর ওয়াস্তে মুক্ত করিয়া দিলাম।

তিনটি জিনিস ব্যতীত ঈমানের মজা পাওয়া যায় না।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেনঃ যাহার মধ্যে তিনটি গুণ নাই- সে ঈমানের মজা পাইতে পারে না।

(১) সহিষ্ণুতা- ইহার দ্বারা মুর্খের মুর্খতা দুর করা যায়।
(২)তাকওয়া- ইহার দ্বারা হারাম থেকে বাঁচিয়া থাকা যায়।
(৩) উত্তম চরিত্র- ইহার দ্বারা মনুষের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করা যায়।

শয়তানকে রাগান্বিত করিবার ঘটনা

কোন বুযুর্গের কাছে একটি ঘোড়া ছিল যাহাকে তিনি খুব পছন্দ করিতেন। একদিন তিনি ঘোড়াটিকে তিন পায়ের উপর দন্ডায়মান দেখিয়া গোলামকে জিজ্ঞাসা করিলেন- ইহা কাহার কাজ? গোলাম বলিল, আমার। তিনি বলিলেন, কেন এইরূপ করিলে? গোলাম বলিতে লাগিল- ইহার দ্বারা আপনাকে রাগান্বিত করা উদ্দেশ্য। তিনি বলিলেন- ঠিক আছে। যে তোমাকে এই অপকর্ম করিতে উৎসাহ দিয়াছে আমি তাহাকে রাগান্বিত করিব,অর্থাৎ শয়তানকে। যাও তুমি মুক্ত আর এই ঘোড়াটিও তোমার।

শয়তান মানুষকে পথভ্রষ্ট করার এক আজব ঘটনা

বনী ইসরাইলের কোন এক বুযুর্গকে পথভ্রষ্ট করিবার জন্য শয়তান বার বার চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু সফল হইতে পারে নাই। একদিন সে বুযুর্গ কোন প্রয়োজনে কোথাও যাইতেছিলেন। শয়তানও তাহার পিছনে পিছনে চলিল। রাস্তার মধ্যে তাহাকে রাগান্বিত করিবার জন্য এবং তাহাকে অসৎ কার্যে লিপ্ত করিবার জন্য বিভিন্ন হাতিয়ার ব্যবহার করিল। কখনও কখনও তাহাকে ভয় প্রদর্শন করিতে চাহিল কিন্তু কোন দিক দিয়া সফল হইতে পারিল না।

তিনি একস্থানে বসিয়াছিলেন। শয়তান পাহাড় থেকে একটি বড় পাথর নড়াচড়া করিয়া নীচের দিকে ছাড়িয়া দিল যাহাতে পাথর ঐ বুযুর্গের উপর পতিত হয়। পাথর নীচে পড়িতে দেখিয়া তিনি আল্লাহর যিকিরে লিপ্ত হইলেন। ফলে পাথর অন্য দিক দিয়া গড়াইয়া পড়িল। অতঃপর শয়তান সিংহ, বাঘ প্রভৃতির আকৃতিতে তাহাকে ভয় দেখাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল।

একবার বুযুর্গ নামায পড়িতেছিলেন। শয়তান সাপের আকৃতিতে তাহার মাথা হইতে পা পর্যন্ত গায়ে জড়াইতে লাগিল। অতঃপর তাহার সিজদার স্থানে হা করিয়া বসিয়া পড়িল। ইহাতেও বুযুর্গের উপর কোন প্রভাব পড়িল না। এখন শয়তান নিরাশ হইয়া বলিতে লাগিল আমি আপনাকে পথভ্রষ্ট করিবার যত প্রকারের ব্যবস্থা রহিয়াছে সবই শেষ করিয়াছি। কিন্তু কোন কাজ হয় নাই। তাই এখন আপনার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করার ইচ্ছা করিতেছি। আর কোন দিন আপনাকে পথভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা করিব না বলিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া ফেলিয়াছি। আশা করি আপনিও বন্ধুত্বের হস্ত সম্প্রসারিত করিবেন। বুযুর্গ বলিলেন-কমবখত! ইহা তো শেষ ষড়যন্ত্র। তোর বন্ধুত্বের কোন প্রয়োজন আমার নাই।

এখন শয়তান সবদিক হইতে নিরাশ হইয়া পরিল। তাই সে স্বীয় আকৃতিতে বুযুর্গের সামনে আসিয়া বলিতে লাগিল- আমি মানুষকে কিভাবে পথভ্রষ্ট করি তাহা আপনাকে বলিতে চাই। বুযুর্গ বলিলেন- অবশ্যই বল। শয়তান বলিলঃ আমি তিন জিনিসের দ্বারা মানুষকে পথভ্রষ্ট করি। তাহা হইল- (১) কৃপণতা, (২) হিংসা (৩) নেশা (মাদক দ্রব্য)।

যখন মানুষের মধ্যে কৃপণতার স্বভাব জন্ম লাভ করে তখন সে সম্পদ সঞ্চয় করে আর সম্পদ খরচ না করার প্রতি ঝুঁকিয়া পড়ে। আর অন্যের হক নষ্ট করিবার চেষ্টায় লাগিয়া থাকে। অন্যের সম্পদ নাহক ভাবে ছিনাইয়া লওয়ার ফিকিরে থাকে।

হিংসুক আমাদের হাতের খেলনা। যেমন- বল, শিশুদের হাতের খেলনা। আমরা তাহাদের আধ্যাত্মিক সাধনা ও ইবাদতের সামান্য দামও দেই না। যদি তাহারা এমনও হইয়া যায় যে, দোয়া করিয়া মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করিতে পারে- তবু তাহাদের ব্যাপারে আমরা নিরাশ হই না। এক ইঙ্গিতে তাহাদের সমস্ত সাধনা মাটি করিয়া দিতে পারি।

মানুষ যখন নেশায় বিভোর হইয়া যায় তখন আমরা তাহাকে ছাগলের ন্যায় কানে ধরিয়া অতি সহজে অসৎ কর্মের দিকে লইয়া যাই। শয়তান এই কথাও বলিয়াছিল যে-মানুষ যখন রাগান্বিত হয় তখন শয়তানের হাতে বলের ন্যায় ব্যবহৃত হয়। শিশু যেমন তাহার ইচ্ছামত বল এই দিকে ঐদিকে চালাইতে পারে তখন শয়তানও মানুষকে স্বীয় খেয়াল খুশী মোতাবেক যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে চালিত করিতে পারে। সুতরাং মানুষের উচিত সে যেন রাগান্বিত হওয়ার অবস্থায় নিজকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া কাজ করে। যাহাতে শয়তানের খেলনায় পরিণত না হয়।

হযরত মুসা (আঃ) আর শয়তান

একদা হযরত মুসা (আঃ) -এর কাছে শয়তান আগমন করিয়া বলিল- আপনি আল্লাহর মনোনীত রাসূল। আপনি আল্লাহর সাথে কথা বলার মর্যাদা লাভ করিয়াছেন। আমি তাওবা করিবার ইচ্ছা করিতেছি। আপনি আল্লাহ পাকের দরবারে আমার তাওবা কবুল করার জন্য সুপারিশ করুন।

হযরত মুসা (আঃ) শয়তানের কথা শুনিয়া খুশীতে বাগ বাগ হইয়া গেলেন। কারণ শয়তান তওবা করিয়া লইলে তো গোনাহ করার কোন প্রশ্নই উঠে না। তাই তিনি ওযু করিয়া নামায পড়িয়া দোয়াতে লিপ্ত হইলেন। আল্লাহ পাক বলিলেনঃ হে মুসা! শয়তান মিথ্যা বলিয়াছে সে আপনার সাথে প্রতারণা করিতে চাহিতেছে। যদি তাহাকে পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তাহাকে বলিয়া দিন সে যেন আদমের কবরে সিজদা করে। আমি তাহার তাওবা কবুল করিব। ইহাতে মুসা (আঃ) খুব খুশী হইলেন। এই জন্য যে ইহা একটি সাধারণ শর্ত। ইহা তো শয়তান কবুল করিবেই। তাই তিনি শয়তানকে আল্লাহ পাকের পয়গাম শুনাইয়া দিলেন। ইহা শুনিয়া শয়তান অগ্নিশর্মা হইয়া গেল। আর বলিল, জীবিত থাকিতে যাহাকে সিজদা করিলাম না আর এখন মৃত্যুর পর তাহাকে সিজদা করিব? তবে মুসা (আঃ)! আপনি আমার পক্ষে সুপারিশ করিয়া আমার প্রতি এহসান করিয়াছেন। ইহার শুকরিয়া আদায় করিতে গিয়া আপনাকে তিনটি কথা অবগত করাইব। তাহা হইল তিন অবস্থায় আমার থেকে সতর্ক থাকিবেন।

(১) মানুষ যখন ক্রোধান্বিত হয় তখন আমি তাহার অন্তরে অবস্থান করি আর রক্তের ন্যায় তাহার শিরা উপশিরায় দৌড়াইতে থাকি।

(২) জিহাদের ময়দানে মুজাহিদের অন্তরে স্ত্রী পুত্রের ও সম্পদের আকর্ষণ বাড়াইতে থাকি। যাহাতে সে তাহাদের মহব্বতের কারণে জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করে।
ব্যাখ্যাঃ দ্বীন শিক্ষার্থী এবং দ্বীনের প্রচারক যখন ঘর হইতে বাহির হয় এই সময় শয়তান এই ধরনের কুমন্ত্রণা তাহাদের অন্তরে ঢালিয়া তাহাদিগকে হতোদ্যম করিতে চেষ্টা করে। আর যথা সম্ভব এই কাজ থেকে ফিরাইয়া রাখার চেষ্টা করে। এমতাবস্থায় খুব মজবুত নিয়ত ও সাহস লইয়া শয়তানের মোকাবিলা করা উচিত। (গ্রন্থকার)
(৩) যখন কোন পুরুষ গায়রে মাহরম নারীর সাথে কোথাও নির্জনে অবস্থান করে। তখন আমি তাহাদের প্রত্যেকের পক্ষ হইতে ওকীল হইয়া একের অন্তর অপরের প্রতি ঝুকাইবার চেষ্টা চালাইয়া যাই। যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা অসৎকার্যে জড়িত না হইয়া পড়ে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার এই প্রচেষ্টা চলিতে থাকে।

হযরত লোকমানের নসীহত

হযরত লোকমান স্বীয় পুত্রকে বলিলেন- বৎস! তিনজন মানুষকে তিন সময় চেনা যায়।
(১) ক্রোধের সময় বুঝা যায় কে ধৈর্যশীল আর কে ধৈর্যশীল নয়।
(২) লড়াইয়ের সময় বুঝা যায়- কে বাহাদুর আর কে বাহাদুর নয়।
(৩) অভাব অনটনের সময় বুঝা যায়- কে বন্ধু, আর কে বন্ধু নয়।

এক তাবেয়ীর ঘটনা

কোন এক ব্যক্তি এক তাবেয়ীর সামনেই তাহার প্রশংসা করিল। তাবেয়ী তাহাকে বলিলেন- তুমি কি আমাকে পরীক্ষা করিয়াছ? ক্রোধ অবস্থায় ধৈর্যশীল, সফররত অবস্থায় সদাচরণকারী আর আমানতের ব্যাপারে আমানতদার হিসাবে পাইয়াছ? সে বলিল- না! পরীক্ষা করি নাই। তিনি বলিলেন- আমাকে পরীক্ষা করা ব্যতীত আমার প্রশংসা করিলে কেন? কোন ব্যক্তিকে যতক্ষণ পর্যন্ত উল্লিখিত তিনটি বিষয়ে পরীক্ষা না করা হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুতেই তাহার প্রশংসা করিবে না। অতঃপর তিনি বলিলেন-জান্নাতিদের তিনটি গুণ রহিয়াছে যাহা শুধু দ্বীনদারদের মধ্যে পাওয়া যায়।
(১) অত্যাচারীকে মার্জনা করা।
(২) যে বঞ্চিত করে তাহাকেও প্রদান করা।
(৩)খারাপ আচরণকারীর সাথে সদাচরণ করা।

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ

অর্থঃ মার্জনা করার অভ্যাস কর সৎকার্যের আদেশ করিতে থাক; আর মুর্খদের থেকে ফিরিয়া থাক।
এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর কাছে এই আয়াতের ব্যাখ্যা জানিতে চাহিলেন। তিনি আল্লাহ পাকের নিকট হইতে ব্যাখ্যা জানিয়া আসিয়া বলিলেন- হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আল্লাহর নির্দেশ হইল- যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে তাহার সাথে সম্পর্ক জুড়। যে বঞ্চিত করে তাহাকে প্রদান কর। অত্যাচারীকে মার্জনা কর।

অত্যাচারিতের ধৈর্যধারণ করা আর ফিরিশতাদের সাহায্য

একদা একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সামনেই হযরত আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহুকে গালি গালাজ করিতেছিল। উভয়ই চুপচাপ শুনিতেছিলেন। যখন সে ব্যক্তি গালি গালাজ করিয়া চুপ হইল। তখন হযরত আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু তাহার জবাব দিতেছিলেন। হযরত আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু জবাব দেওয়া শুরু করার সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উঠিয়া চলিয়া গেলেন। অতঃপর তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উঠিয়া যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিলেনঃ যতক্ষণ তুমি চুপচাপ ছিলে ততক্ষণ ফিরিশতা তোমার পক্ষ থেকে জবাব দিতেছিল। আর তুমি জবাব দেওয়া শুরু করার সাথে সাথে ফিরিশতারা চলিয়া গেল। আর সেখানে শয়তান উপস্থিত হইয়াছে। এই জন্য আমি চলিয়া আসিয়াছি।

তারপর বলেন যে- তিনটি আমলের ফলাফল অবশ্যম্ভাবী-

(১) যদি অত্যাচারীত ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অত্যাচারীকে মার্জনা করিয়া দেয়, তাহা হইলে ইহার দ্বারা অত্যাচারীতের সম্মান বৃদ্ধি পায়।
(২) যে সম্পদের লোভে ভিক্ষা করিতে থাকে তাহাকে সর্বদার জন্য ভিক্ষুক বানাইয়া দেওয়া হয়।

(৩) যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনার্থে দান খয়রাত করে আল্লাহ পাক তাহার সম্পদ বাড়াইয়া দেন।

সারগর্ভ বাণী

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেন-

(১) প্রত্যেক জিনিষের একটি মর্যাদা থাকে- মজলিশের মর্যাদা হইল যে, উহার রূখ কেবলার দিকে হয়। আর ইহাতে যে সব কথাবার্তা আলোচিত হয়- তাহা যেন আমানত বলিয়া ধারণা করা হয়।

(২) শায়িত ব্যক্তিকে সামনে রাখিয়া এবং যাহারা কথাবার্তা বলে তাহাদেরকে সামনে রাখিয়া নামায পড়িবে না।

(৩) দেয়ালের উপর পর্দা লটকাইও না।

(৪) যে ব্যক্তি (অনুমতি ব্যতীত) অন্যের পত্র পাঠ করে সে দোজখের দিকে উঁকি দিতেছে।

(৫) যে ব্যক্তি সবচেয়ে অধিক শক্তিশালী ও বাহাদুর হইতে চায় আল্লাহর উপর তাহার তাওয়াক্কুল করা উচিত।

(৬) যে সর্বাপেক্ষা ভদ্র হইতে চায় সে যেন আল্লাহকে ভয় করে।

(৭) যে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক মুখাপেক্ষীহীন হওয়ার আকাংক্ষা করে- তাহার উচিত সে যেন নিজের কাছে বিদ্যমান সম্পদ অপেক্ষা আল্লাহর কাছে যাহা আছে উহার উপর অধিক নির্ভরশীল হয়।

(৮) সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তি হইল ঐ ব্যক্তি যে নিজে আহার করে অপরকে আহার করায় না আর চাকর-চাকরানিকে মারে।

(৯) আর তাহা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট হইল ঐ ব্যক্তি যাহাকে মানুষে ঘৃণা করে আর সেও অন্যকে ঘৃণা করে।

(১০) আর তাহা অপেক্ষাও অধিক নিকৃষ্ট হইল ঐ ব্যক্তি- যে নীচে পতিত হওয়ার উপক্রম ব্যক্তিকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে ধরে না। অন্যের ওযর আপত্তি কবুল করে না আর ভুল-ত্রুটি মার্জনা করে না।

(১১) আর তাহা অপেক্ষাও অধিক নিকৃষ্ট হইল ঐ ব্যক্তি যাহার থেকে কোন সদাচরণের আশা করা যায় না, আর অন্যান্যরা তাহার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ হয় না।

যুহদ চার প্রকার

কোন বুযুর্গ বলিয়াছেনঃ যুহদ বা সংসার বিরাগ চার প্রকার-

(১) ইহকালীন ও পরকালীন ব্যাপারে আল্লাহর ওয়াদার উপর পরিপূর্ণ ভরসাকারী।

(২) অন্যের প্রশংসা ও নিন্দা উভয় ক্ষেত্রে এক অবস্থায় থাকা। অর্থাৎ অন্যলোক তাহার প্রশংসা করিলে যে খুশী হয় না আবার নিন্দা করিলেও সংকীর্ণমনা হয় না। উভয় ব্যাপার তাহার উপর কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না।

(৩) প্রত্যেক আমলের ক্ষেত্রেই পরিপূর্ণ এখলাস থাকা।

(৪) অত্যাচারির অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ হইতে ফিরিয়া থাকা। গোলাম বান্দীর প্রতি রাগ না করা ধৈর্যশীলতা ও সহিষ্ণুতার গুণে গুণান্বিত হওয়া।

হযরত আবু দারদা রাদিআল্লাহু আনহু-এর নসিহত

জনৈক ব্যক্তি হযরত আবু দারদা রাদিআল্লাহু আনহু-এর কাছে আবেদন করিল, "আমাকে এমন কিছু নসিহত করুণ যাহা আমার জন্য লাভজনক হয়" তিনি বলিলেন, এমন কিছু কথা বলিতে চাই -যে ব্যক্তি এইগুলি মোতাবেক আমল করিবে সে উচ্চ মর্যাদা পাইবে।

(১) সর্বদা হালাল ও পবিত্র রুজী খাও।

(২) আল্লাহর কাছে এক এক দিনের রিযিক প্রার্থনা কর।

(৩) নিজেকে সর্বদা মৃত মনে কর।

(৪) নিজের ইয্যত সম্মানের বিষয়টি আল্লাহর কছে সোপর্দ কর।

(৫) কোন গুনাহ হইয়া গেলে তৎক্ষনাৎ প্রার্থনা করিয়া তাওবা কর। যদিও গোনাহ ছোটই হউক না কেন?

শক্তি পরীক্ষা

হযরত মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোথাও যাইতেছিলেন। রাস্তার মধ্যে কয়েকজন লোক একটি ভারী পাথর উত্তোলন করিয়া নিজের শক্তির পরীক্ষা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছিল। ইহা দেখিয়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন)-এই পাথর অপেক্ষাও অধিক ভারী একটি জিনিস রহিয়াছে। যাহা দ্বারা প্রকৃত পক্ষে শক্তির পরীক্ষা হয়। লোকজন জিজ্ঞাসা করিল, ইহা কি? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিলেন- যেমন দুই ব্যক্তির মধ্যে কোন কিছু লইয়া শত্রুতা ও দুশমনী পয়দা হইল। আর শয়তান উভয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করিল। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি (পার্থিব অপমান ও অপদস্থতার পরওয়া না করিয়া শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে) তাহার প্রতিদ্বন্দ্বির কাছে গিয়া সন্ধি করিয়া ঝগড়া মিটাইয়া লইল (যদি তাহার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হয় তাহাও করিয়া লইল)।

অথবা কোন ব্যক্তি, কোন কারণে খুব ক্রোধান্বিত হইল। ক্রোধ মোতাবেক তাহার কাজ করিবার শক্তি থাকা সত্বেও সে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধৈর্য ধারণ করিল (ইহাই শক্তি পরীক্ষার প্রকৃত স্থান)।

অত্যাচারীর জন্য বদদোয়া করিও না

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি অত্যাচারীর জন্য বদদোয়া করিল সে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বেজার করিল আর শয়তানকে খুশী করিল। আর যে অত্যাচারীকে মাফ করিয়া দিল- সে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে খুশী করিল আর অভিশপ্ত শয়তানকে বিষন্ন করিল।

মনুষত্বের সংজ্ঞা

কোন এক ব্যক্তি আহনাফ বিন কায়সকে জিজ্ঞাসা করিল, মনুষ্যত্ব কি? তিনি বলিলেন- ধন সম্পদ থাকা সত্বেও বিনয়ী ও নম্র হইয়া থাকা। প্রতিশোধ গ্রহণের শক্তি থাকা সত্বেও মাফ করিয়া দেওয়া, খোটা দেওয়া, ব্যতীত মানুষকে সাহায্য করা। যে বিষয়ের উপর ক্রোধান্বিত হইয়াছে, তাহা তাড়াতাড়ি না করিয়া ধৈর্য্য ও সবরের সাথে সম্পাদন করা।

ধৈর্যের সহিত কাজ করার মধ্যে তিনটি ফায়দা আর তাড়াতাড়ি করার মধ্যে তিনটি ক্ষতি-

ধৈর্যের তিন ফায়দা

(১) ধৈর্য ধারণের ফলে খুশী ও আনন্দ অর্জিত হয়।
(২) সকলে তাহার প্রশংসা করে।
(৩) আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে উত্তম বিনিময় লাভ হয়।

তাড়াতাড়ি করার তিন ক্ষতি

(১) তাড়াতাড়ি করার ফলে লজ্জা পাইতে হয়।
(২) সকলে তাহাকে ভৎর্সনা ও তিরস্কার করিতে থাকে।
(৩) আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে সাংঘাতিক শাস্তি আসে।
কেহ বলেন- ধৈর্য ধারণ করার প্রথমাবস্থা খুব তিক্ত হয় কিন্তু শেষাবস্থা শুরু অপেক্ষা মিষ্টি হয়।

যবান (জিহ্বা)

হেশাম বিন ওমর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি গোলামকে থাপ্পর মারে তাহার এই কর্মের কাফফারা হইল গোলামটি মুক্ত করিয়া দেওয়া। যে (শরীয়ত পরিপন্থী কথাবার্তা হইতে) নিজের জিহ্বা হেফাজত করিবে তাহাকে আযাব হইতে মুক্তি দেওয়া হইবে। যে আল্লাহর কাছে নিজের ওযর পেশ করিবে তাহা কবুল করা হইবে। মুমিনের উচিত হইল সে যেন প্রতিবেশী ও মেহমানকে সম্মান করে। কথা বলিলে ভাল কথা বলে অন্যথায় যেন চুপ থাকে।

মুমিনের চারগুণ

আনাস বিন মালেক রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেনঃ চারটি গুণ শুধু মুমিনের মধ্যে পাওয়া যায়।

(১) চুপ থাকা, (২) বিনয়, (৩) আল্লাহর যিকির, (৪) অনিষ্টতার স্বল্পতা।

উচ্চ মর্যাদা

জনৈক ব্যক্তি হযরত লোকমান হাকীমকে জিজ্ঞাসা করিল- এত উচ্চ মর্যাদা আপনি কিভাবে লাভ করিয়াছেন? তিনি উত্তর দিলেন-

(১) সততার দ্বারা, (২) আমানতদারীর দ্বারা, (৩) অনর্থক কথাবার্তা বর্জন করার দ্বারা।

কয়েকজন সম্রাটের উক্তি

হযরত আবু বকর বিন আয়াশ রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- চারজন সম্রাট নিজ নিজ যুগে অতুলনীয় উক্তি করিয়াছেন-

(১) পারস্য সম্রাট কেসরাঃ আমি কথা না বলার কারণে কখনও লজ্জিত হই নাই। কিন্তু অধিকাংশ সময় কথা বলার কারণে লজ্জিত হইয়াছি।

(২) চীন সম্রাটঃ যতক্ষণ আমি কথা বলি নাই ততক্ষণ ইহার মালিক আমি। আর যখন বলিয়া ফেলিয়াছি তখন ইহার মালিক তুমি।

(৩) রোম সম্রাট কায়সারঃ যে কথা আমি বলিয়াছি তাহা অপেক্ষা যে কথা বলি নাই তাহা পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে আমি অধিক সক্ষম।

(৪) ভারত সম্রাটঃ যে ব্যক্তি চিন্তা ভাবনা না করিয়া তাড়াতাড়ি কথা বলিয়া ফেলে তাহার সম্বন্ধে আশ্চর্য হইতে হয়। কেননা যদি সে কথা প্রচার হইয়া ছড়াইয়া পড়ে তাহা হইলে ক্ষতি হইবে। আর যদি ছড়াইয়া না পড়ে তাহা হইলে ইহাতে ফায়দা কি?

দুনিয়াতে থাকিয়া হিসাব লওয়াই সহজ

প্রত্যেক মুসলমানের উচিত যে, পরকালে তাহার আমলের হিসাব হওয়ার পূর্বে দুনিয়াতেই যেন নিজের হিসাব গ্রহণ করে। কেননা দুনিয়ার হিসাব পরকালের হিসাব অপেক্ষা অনেক সহজ। অধিকন্তু দুনিয়াতে স্বীয় জিহবার হেফাজত করা পরকালে লজ্জিত হওয়া অপেক্ষা সহজ।

এক বুযুর্গ বিশ বৎসর পর্যন্ত ভুল কথা বলেন নাই

এক ব্যক্তি বলিয়াছেন- আমি বিশ বৎসর পর্যন্ত রবী বিন খোদায়েমের খেদমতে ছিলাম। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কখনও তাহার মুখ থেকে আপত্তি মুলক কোন কথা বাহির করেন নাই।

হযরত হুসাইন রাদিআল্লাহু আনহু শহীদ হওয়ার পর তিনি কিছু অতিরিক্ত কথা বলার ইচ্ছা করিয়া ছিলেন। তখন আমি তাহাকে তাহার অতীত সম্পর্কে স্মরণ করাইলাম। তখন তিনি আসমানের দিকে দৃষ্টি উঠাইলেন। আর এই আয়াত পাঠ করিলেন-

اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ط

অর্থঃ হে আল্লাহ! আসমান জমীনের সৃষ্টিকর্তা, অদৃশ্য ও দৃশ্যমান সবকিছুর জ্ঞানী। আপনিই (ক্বিয়ামত দিবসে) আপন বান্দাদের মধ্যেকার সেই সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দিবেন, যাহা সম্বন্ধে তাহারা পরস্পর বিবাদ করিতেছিল।

জাহেলের (মুর্খের) ছয়টি নিদর্শন

কোন এক বিজ্ঞ ব্যক্তির উক্তি- ছয়টি নিদর্শনের দ্বারা জাহেলের (মুর্খের) পরিচয় লাভ হয়।

(১) যাহার প্রতি রাগ করায় কোন ফায়দা নাই, তাহার প্রতি রাগ করা। যেমন- মুর্খ ব্যক্তি, মানুষের প্রতি, পশুর প্রতি, এমন কি জড় পদার্থের প্রতিও রাগ করিয়া বসে।

(২) যে কথায় কোন লাভ নাই- এমন ধরনের কথাবার্তা বলা। বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনও অনর্থক কথাবার্তা বলেন না। ইহা শুধু মুর্খের কাজ।

(৩) যাহা দেওয়ার স্থান নয় সেখানেও দেওয়া। অর্থাৎ ইহকালীন ও পরকালীন কোন লাভ ব্যতীত কাহাকেও কোন কিছু প্রদান করা মুর্খতা।

(৪) গোপন কথা, যাহাকে মনে চায় তাহাকেই বলিয়া দেওয়া কেননা যাহাকে মনে চায় তাহাকেই গোপন কথা বলিয়া দেওয়া ক্ষতিকর।

(৫) যে কোন লোকের প্রতি নির্ভরশীল হওয়া। কারণ এইরূপ মানুষ অতি তাড়াতাড়ি বিপদে পতিত হয়।

(৬) শত্রু ও বন্ধুর মধ্যে পার্থক্য না করা। কেননা খিজিরের পোশাক পরিধান করিয়া হাজারো ডাকাত ঘুরাফিরা করে। দুনিয়াতে বসবাস করিতে হইলে বিভিন্ন জিনিসের পরিচয় লাভ করা জরুরী। সবচেয়ে বড় শত্রুকে চিনিয়া তাহার থেকে বাঁচিয়া থাকার চেষ্টা না করিলে তো ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

হযরত ঈসা (আঃ)-এর বাণী

হযরত ঈসা (আঃ) বলেন- আল্লাহর যিকির ব্যতীত অন্য সব অর্থহীন ও বেকার। চিন্তা-ফিকির ব্যতীত চুপ থাকাও গাফলতী। শিক্ষা গ্রহণ ব্যতীত দৃষ্টি দেওয়া ক্রীড়া কৌতুক। ঐ বান্দা বড়ই সৌভাগ্যবান যাহার কথা হইল আল্লাহর যিকির। আর যাহার চুপ থাকা হইল আখেরাতের ফিকির। আর যাহার দেখা হইল শিক্ষার উদ্দেশ্যে দেখা। মুমিন ব্যক্তি কথা বলে কম। আর কাজ করে অনেক। মুনাফিক কাজ করে কম কিন্তু কথা বলে অধিক।

অধিক হাসার অপকারিতা

হযরত ঈসা (আঃ) স্বীয় অনুসারীদিগকে বলিলেন- হে আমার অনুসারীগণ!

(১) তোমরা পৃথিবীতে লবণের ন্যায়। তোমরা যেন কোন অবস্থায় পরিবর্তিত না হইয়া যাও। নষ্ট হইয়া যাওয়া বস্তু লবনের দ্বারা সংশোধন করা হয়। কিন্তু লবণ নষ্ট হইয়া গেলে উহার সংশোধন অসম্ভব।

(২) ইলম শিক্ষা দেওয়ার বিনিময় গ্রহণ করিবে না। কিন্তু ঐ পরিমাণ গ্রহণ করিবে যে পরিমাণ তোমরা আমাকে দিয়াছ।

(৩) স্মরণ রাখিও তোমাদের মধ্যে মুর্খদের দুইটি অভ্যাস রহিয়াছে।

(ক) অট্টহাসি (খ) রাত্র জাগরিত না থাকা সত্বেও দিনের প্রথম ভাগে ঘুমান।

ব্যাখ্যাঃ "তোমরা পৃথিবীতে লবণের ন্যায়" এই উক্তিতে ওলামাদের কথা বলা হইয়াছে। যখন সাধারণ মানুষ পথভ্রষ্ট হইয়া যায়। আর তাহাদের ঈমান

আকীদায় পরিবর্তন আসে তখন ওলামাগণ তাহাদের সংশোধন করিবেন। কুফর শিরক ও গোনাহের কার্য হইতে বাহির করিয়া তাহাদিগকে ইসলামের সোজা সরল পথে আনয়ন করিবেন। যদি ওলামাগণ খারাপ হইয়া যায়, তাহারা কুপ্রবৃত্তির অনুসারী হয়, পার্থিবতা ও ক্ষমতার লোভী হয়, হিংসা-দ্বেষ, লোভ-লালসা প্রভৃতি মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। তাহা হইলে তাহাদের সংশোধন কে করিবে। সাধারণ লোক কাহাদের অনুসরণ করিবে?

ইলম, শিক্ষাদান করিয়া বিনিময় গ্রহণ করিবে না। আম্বিয়া (আঃ) দ্বীনের প্রচার ও দ্বীনের শিক্ষাদান শুধু আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করিতেন। ইহার কোন বিনিময় গ্রহণ করিতেন না।

قُلْ لَاۤ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ ط

অর্থ ঃ আপনি বলিয়া দিন যে আমি তোমাদের কাছে এই কার্যের বিনিময় চাই না। আমার বিনিময় আল্লাহর দায়িত্বে রহিয়াছে।

ওলামায়ে কেরাম আম্বিয়াগণের উত্তরাধিকারী। তাহারাও দ্বীনের প্রচার ও দ্বীনি শিক্ষার কার্য দুনিয়া উপার্জনের উদ্দেশ্যে নয় বরং শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে করিবে। দ্বীনি শিক্ষা দিয়া বিনিময় গ্রহণ করা নিঃসন্দেহে জায়েয। কিন্তু এই বিষয়টি উত্তম হওয়া সম্পর্কে সে-ই অস্বীকার করিতে পারে, যে আলেম আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দ্বীনের খেদমত করিবে আর জীবিকা উপার্জনের ব্যবস্থা পৃথক কোন কাজের দ্বারা করিবে।

প্রথম যুগের ওলামা ও বুযুর্গদের অনেকেই এই নীতির অনুসারী ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী যুগের আলেমগণ অতি প্রয়োজনে দ্বীনি শিক্ষার বিনিময় গ্রহণের বৈধতার পক্ষে ফতোয়া দিয়াছেন।

অট্টহাসি দেওয়া মাকরূহ। মূর্খ এবং নির্বোধ ব্যক্তিদের অভ্যাস। যদি রাত্রে জাগরিত না থাকে তাহা হইলে দ্বীনের প্রথম ভাগে ঘুমানো নির্বুদ্ধিতা।

রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নসীহত

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেনঃ দিনের প্রথম ভাগে ঘুমানো নির্বুদ্ধিতা। দুপুরে ঘুমানো ভাল অভ্যাস। আর শেষ ভাগে ঘুমানো মুর্খতা। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক মসজিদের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, দেখিলেন কতক লোক বসিয়া দুনিয়াবী কথাবার্তা বলিতেছে এবং জোরে জোরে হাসিতেছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সালাম দিয়া বলিলেন- হে লোকজন! মৃত্যুকে স্মরণ কর। ইহা বলিয়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চলিয়া গেলেন। ফিরিয়া আসিবার সময় সেই রাস্তা দিয়াই আসিলেন। তাহাদিগকে আবার সেই অবস্থায় দেখিয়া বলিলেন- আল্লাহর শপথ। আমি যাহা জানি, তোমরা যদি উহা সম্পর্কে অবগত হইতে তাহা হইলে তোমরা কম হাসিতে আর অধিক ক্রন্দন করিতে।

ঘটনাচক্রে তৃতীয়বার তিনি তাহাদিগকে সেই অবস্থায়ই পাইলেন, তখন বলিলেন- ইসলামের শুরু অপরিচিত অবস্থায় আসিয়াছিল, আর শেষ অবস্থায়ও অপরিচিত হইয়া যাইবে। কিন্তু গোরাবাদের জন্য সুসংবাদ। লোকজন জিজ্ঞাসা

করিল, গোরাবা কাহারা? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিলেনঃ ঐ সমস্ত ব্যক্তি, যাহারা "উম্মত" পথভ্রষ্ট হইয়া যাওয়ার সময়ও দ্বীনের উপর কায়েম থাকে।

খিজির (আঃ)-এর নসীহত

হযরত মুসা (আঃ) হযরত খিজির (আঃ)-এর নিকট হইতে বিদায় লওয়ার সময় বলিলেন- আমাকে কিছু নসীহত করুন। হযরত খিজির (আঃ) বলিলেন- হে মুসা! বিনা প্রয়োজনে কখনও কোথাও যাইবে না। কোন আজব ব্যাপার না হইলে কখনও হাসিবে না। অপরাধীকে তাহার অপরাধ সম্পর্কে লজ্জা দিবে না। তাহা হইলে সেও তোমার অপরাধের জন্য তোমাকে তিরস্কার করিবে না।

অট্টহাসি না দেওয়া চাই

আওফ বিন আব্দুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কখনও জোরে হাসিতেন না বরং শুধু মুচকি হাসিতেন। অধিকন্তু যেকোন দিকে দেখিতেন পূর্ণ চেহারা সেদিকে ঘুরাইয়া দেখিতেন।

হযরত হাসান বসরীর উক্তি

হযরত হাসান বসরী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলিতেন জোরে জোরে যে হাসে তাহার সম্বন্ধে আমার আশ্চর্য লাগে। যেহেতু তাহার পিছনে জাহান্নাম রহিয়াছে। ইহার পরও সে কিভাবে জোরে জোরে হাসে?

যে ব্যক্তি খুশী হয় তাহার সম্পর্কেও আমার আশ্চর্য লাগে। যেহেতু তাহার পিছনে মৃত্যু রহিয়াছে, তারপর কিভাবে সে খুশী হয়? একদা তিনি এক যুবককে হাসিতে দেখিয়া বলিলেন-বেটা! তুমি কি পুলসিরাত পার হইয়া গিয়াছ? তুমি কি জানিতে পারিয়াছ যে, তুমি জান্নাতে যাইবে না জাহান্নামে যাইবে? সে বলিল না। অতঃপর তিনি বলিলেন- তাহা হইলে এত হাসি কেন? ইহার পর সেই যুবককে কখনও হাসিতে দেখা যায় নাই।

চারটি বিষয় হাসিতে দেয় না

ইয়াহইয়া বিন মুয়ায রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- চারটি বিষয় মানুষকে হাসিতে ও খুশী হইতে দেয়না।
(১) আখেরাতের চিন্তা। (২) রুজী উপার্জনের ব্যস্ততা। (৩) গোনাহের চিন্তা। (৪) বিপদাপদে লিপ্ত থাকা।

তিনটি জিনিস অন্তর কঠিন করিয়া ফেলে

জনৈক ব্যক্তি বলিলেন- তিনটি আমল অন্তর শক্ত করিয়া ফেলে।
(১) আশ্চর্য জনক কোন কথা না হইলে হাসা।
(২) ক্ষিধা না থাকা অবস্থায় আহার করা।
(৩) প্রয়োজন ব্যতীত কথা বলা।

হাসা এবং হাসানো উভয় বরবাদ হওয়ার কারণ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা

বলিয়া বলিয়া অন্যকে হাসায় তাহার জন্য রহিয়াছে ধ্বংস। ইবরাহীম নখয়ী বলেন- যখন কোন ব্যক্তি মানুষকে হাসানোর জন্য কোন কথা বলে তখন ইহার দ্বারা ঐ ব্যক্তি এবং শ্রবণকারী উভয়ের অন্তর শক্ত হইয়া যায়। যখন কেহ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনার্থে কোন কথা বলে তখন আল্লাহর রহমত নাযিল হয়। যাহা দ্বারা মজলিশে উপস্থিত সকলেই উপকৃত হয়।

সারগর্ভ উপদেশসমূহ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহুকে বলিলেনঃ হে আবু হুরায়রা! মুত্তাকী হইয়া যাও। তাহা হইলে তুমি সবচেয়ে অধিক ইবাদতকারীদের মধ্যে গণ্য হইবে। অল্পে তুষ্ট থাকার অভ্যাস কর। তাহা হইলে তুমি সর্বাধিক কৃতজ্ঞ বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত বলিয়া গণ্য হইবে। যাহা নিজের জন্য পছন্দ কর অন্যের জন্যেও তাহা পছন্দ কর, তাহা হইলে মুমিন হইয়া যাইবে। প্রতিবেশীর সাথে সদাচরন কর;তাহা হইলে মুসলমান হইয়া যাইবে। কম হাসিও। অতিরিক্ত হাসা অন্তরকে মৃত করিয়া ফেলে।

হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু আহনাফ বিন কায়সকে বলিলেনঃ
(১) যে অধিক হাসে তাহার আল্লাহর ভয় কমিয়া যায়।
(২) যে হাসি তামাসা কৌতুক করে সে অপমানিত হয়।
(৩) যে ব্যক্তি যে কাজ অধিক করে সে ঐ কার্যেই প্রসিদ্ধি লাভ করে।
(৪) যে অধিক কথা বলে- সে লাঞ্ছিত হয় ও বদনামী হয়।
(৫) যাহার বদনাম হয় সে লজ্জাহীন হইয়া পড়ে।
(৬) যে বেহায়া হইয়া যায়- তাহার তাকওয়া কমিয়া যায়।
(৭) যাহার তাকওয়া কমিয়া যায়- তাহার অন্তর মরিয়া যায়।
(৮) যাহার অন্তর মরিয়া যায়- তাহার জন্য জাহান্নামের অগ্নিই উপযোগী।

ইমাম আবুল লায়ছ (রহঃ) বলেন

অতিরিক্ত ও জোরে হাসা থেকে বিরত থাকা। অতিরিক্ত হাসার আটটি দোষ।
(১) ওলামাগণ ও বুদ্ধিমানগণ ইহা ঘৃণা করেন।
(২) মূর্খ নির্বোধ ইহা করিবার সাহস পায়।
(৩) হাসার দ্বারা মূর্খতা বৃদ্ধি পায় (যদি সে মুর্খ হয়) আর ইলম কমিয়া যায়, (যদি সে আলেম হয়।) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেনঃ আলেম যখন হাসে তখন তাহার ইলমের একাংশ কমিয়া যায়।
(৪) হাসি অতীতের কৃত পাপসমূহ স্মরণ করিতে দেয় না।
(৫) হাসি ভবিষ্যতকালে গোনাহ করিবার সাহস বাড়ায়।
(৬) অধিক হাসার ফলে মানুষ মৃত্যুর কথা ভুলিয়া যায়।
(৭) তাহার হাসি দেখিয়া অন্যান্য মানুষও হাসে। তাহাদের সকলের গোনাহ তাহার ঘাড়ে আসে।
(৮) দুনিয়াতে হাসিলে আখেরাতে অধিক কাঁদিতে হইবে।